পারিবারিক

পোশাক ধোলাই পদ্ধতি

—শ্রীশো[illegible]

প্রকাশক—
শ্রীতপন কান্তি দত্ত,
১৭৮, মহারাজা নন্দকুমার রোড, সাউথ,
বরাহনগর, কলিকাতা-৩৬।

শিল্পী—
শ্রীতপন কান্তি দত্ত

প্রাপ্তিস্থান—
১। প্রকাশক।
২। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং,
৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২।
৩। অন্যান্য পুস্তকালয়।

মুদ্রণ—
শ্রীতিনকড়ি বারিক
অম্বু প্রেস,
৫১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা-৯।

গুণমুগ্ধ

মেজর শ্রীজিতেন্দ্র কুমার লাহিড়ী

বরাবরেষু

প্রীতি-উপহার

ভূমিকা

বিজ্ঞান অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞান যেমন মানুষের উন্নতির নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিতেছে, উদ্ভাবন করিতেছে, অ্যাটমের শক্তিকে যেমন জাহাজ চালাইবার কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেইরূপ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর মিতব্যয়িতা সন্ধানে অনলস চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। প্রতিদিনের পরিধেয় পোশাক ও সাজশয্যার দ্রব্যাদিও বিজ্ঞানের দৃষ্টির বাহিরে পড়ে নাই।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিবার অর্থ হইল মিত-ব্যয়িতার সহিত পরিষ্কার করা। শুধু অর্থের মিতব্যয়িতা নয়, পরিশ্রমের মিতব্যয়িতা এবং সুতীবস্ত্রের স্থায়িত্ব বর্ধিত করিয়া পোশাকের আয়ুর মিতব্যয়িতা। বস্ত্র পরিষ্কার করিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হইল—কি ভাবে অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে পোশাক পরিষ্কার করা যায়, পরিষ্কার করিবার পর পোশাকের নূতনের ন্যায় চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য হয়, সুতার কোন ক্ষতি হয় না, পশমের পোশাক কোঁচকায় না, পোশাক কি ভাবে রাখিলে পোকায় কাটিয়া নষ্ট করে না বা পোশাকে ছাতা ধরে না এবং পোশাকের স্থায়িত্ব বাড়িয়া যায়।

বৈজ্ঞানিকদের সাধনালব্ধ ফলের এই সুযোগ যদি গ্রহণ না করি, যদি এখনও মান্ধাতা আমলের ন্যায় প্রবল বেগে আছড়াইয়া বা পিটাইয়া পোশাকের সুতা তছনছ করিয়া চলি তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা মূর্খতা আর কিছুই নাই।

পোশাক পরিষ্কার করিবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিক্ষা দিবার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত এদেশে নাই। আমরা আমাদের কন্যাদের, যাহারা ভবিষ্যতে গৃহিণী হইবে, মা হইবে, সংসারের সুখদঃখ, আনন্দবেদনা ও আর্থিক উন্নতি অবনতির

ফলাফল ভোগের প্রধান অংশীদারী হইবে, তাহাদের আর্কিমিডিসের সূত্র শিক্ষা দিই, ম্যাগডেমাসের গোলকের তথ্য ব্যাখ্যা করি কিন্তু সংসার পরিচালনে, জীবনযাত্রা নির্বাহে এই অপরিহার্য শিক্ষণীয় বিষয়কে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছি। স্নাতকোত্তর স্তরে যাহারা 'গৃহবিজ্ঞান' শিক্ষা করেন তাহারা মাত্র এ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। কিন্তু সে সংখ্যা সমুদ্রতীরের একটি বালুকা কণার মত।

পারিবারিক প্রযোজনের দিকে লক্ষ রাখিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে কিন্তু ধৌতাগারসমূহ যাহাতে উপকৃত হয় তাহাও লক্ষ রাখা হইযাছে। ধৌতাগার সম্বন্ধে লেখকের অভিজ্ঞতা বড করুণ এবং হতাশাব্যঞ্জক। একবার লেখকের একটি সার্জের পাঞ্জাবিতে দরজায় সদ্য লাগান তেল রং লাগিয়া যায়। সম্ভাব্য সমস্ত ধৌতাগার ও শালকরের নিকট লেখক অনুসন্ধান করেন কিন্তু সকলেই এই দাগ তোলা সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। লেখক সেই সময়ে অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে অধিকাংশ ধৌতাগারের অন্য প্রদেশ হইতে আগত রজকেরা তাহাদের পিতৃপিতামহের কাছে শেখা প্রাচীন পদ্ধতিতে বস্ত্র ধোলাই করেন। তাহারা কেবল একটি বিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞানের দান গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইল ধোলাই করিবার সময় ব্লিচিং পাউডার দেওয়া। অর্থব্যয় ও পরিশ্রম উভয়ই কমাইবার জন্য তাহারা ইহার অপব্যবহার করিতেছেন। মাত্রাধিক্য ব্লিচিং পাউডার যে কি পরিমাণ সুতার ক্ষতি করে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিলেও, তাহারা এবং ধৌতাগারের মালিকেরা উভয়েই উদাসীন। ফলে তাহারা সাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করিয়া দিতেছেন যে ধৌতাগারে কাপড ধোলাই করিতে দিলে কাপড বেশী দিন টেঁকে না। এ সম্বন্ধে যদি ছোটখাট ধৌতাগারের কতৃপক্ষরা অবহিত না হন তাহা হইলে কালে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই দায় হইবে। কিন্তু এই সমস্ত অজ্ঞ ও অল্প শিক্ষিত রজকদের কে শিক্ষা দিবে, কে নির্দেশ দিবে? সাবান ও সোডা বিজ্ঞান-নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিলে যে সুতার ক্ষতি না

করিয়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প পরিশ্রমে পোশাক ধোলাই করা যায়, এ শিক্ষা কে তাহাদের দিবে? শিক্ষিত লোকদেরই ত জ্ঞান সীমিত। জলের খরতা ও মৃদুতা সম্বন্ধে কয়জন ধৌতাগারের মালিকের সম্যক ধারণা আছে?

যাহা হউক দেশবাসী যদি এই পুস্তক হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া উপকৃত হন, বৎসরে বহু টাকার পোশাকের অপচয় যদি কিঞ্চিৎ নিবারিত হয় তাহা হইলে লেখক তাহার পরিশ্রমকে সার্থক জ্ঞান করিবেন।

শুভ মহালয়া, ১৩৭৫ সাল।

শ্রীশান্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশে লেখক নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ, প্রতিষ্ঠান ও পুস্তকাবলির নিকট ঋণী।

শ্রীঅনাদি প্রসাদ বসাক।
„ পাঁচু গোপাল সরকার।
„ নীহার রঞ্জন বন্দোপাধ্যায়।
„ সনৎ কুমার দাস।
„ মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়।
„ প্রফুল্লকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
„ জীবন কৃষ্ণ জানা।
শ্রীমতী উষারাণী বন্দোপাধ্যায়।
„ প্রতিমা দাস।
কুমারী ঋতা বন্দোপাধ্যায়।
মধুসূদন বস্ত্রালয়, ২১১/১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

		আঃ টাকায় দাম
Laundering-Home-Institution	L. R. Balderston.	৩৪·০০
Laundry work, Principles & Practice	H. M. Lancaster.	১৬·০০
Practical Laundry work	L. W. Hall.	১০·০০
Home Laundering	J. G. Williams.	১১·২৫
Modern Home Laundry Work	E. Henney & J. D. Byett.	১৩·৫০
Chemistry & Textiles for the laundry industry	C. Harry & G. Linton	
Fundamentals of textiles & their care	S. Dantyagi.	১০·৫০
Household textiles & laundry work	D. Deulkar.	৮·০০

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিবরণ		পৃষ্ঠা
১ম	অবতরণিকা	...	১
২য়	সুতার পরিচয়	...	৭
৩য়	ধোলাই করিবার পূর্বে প্রস্তুতি	...	২১
৪র্থ	ধোলাই করিবার পদ্ধতি	...	২৪
৫ম	দাগ তুলিবার পদ্ধতি	...	৪০
৬ষ্ঠ	জল	...	৭৩
৭ম	সাবান	...	৮৩
৮ম	অন্যান্য পরিষ্কারক সামগ্রী	...	৯৭
৯ম	বিরঞ্জন	...	৯৯
১০ম	নীল ও নীল দিবার পদ্ধতি	...	১০২
১১শ	মাড় ও মাড় দিবার পদ্ধতি	...	১০৫
১২শ	টক দিবার পদ্ধতি	...	১১৪
১৩শ	ইস্ত্রি ও ইস্ত্রি করিবার পদ্ধতি	...	১১৮
১৪শ	তূলা ও লিনেন বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি	...	১৩২
১৫শ	রঙ্গিল বস্ত্র ধোলাই করিবার পদ্ধতি	...	১৩৯
১৬শ	পশম বস্ত্র ধোলাই করিবার পদ্ধতি	...	১৪৭
১৭শ	রেশম বস্ত্র ধোলাই করিবার পদ্ধতি	...	১৬৩
১৮শ	রেয়ন বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতি	...	১৬৯
১৯শ	অন্য কৃত্রিম সুতার বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতি	...	১৭০
২০শ	বিশেষ দ্রব্যাদি ও বিশিষ্ট ধোলাই করিবার পদ্ধতি	...	১৭১

২১শ	পোশাকের ক্ষতি ও তাহার প্রতিকার	...	১৭৬
২২শ	বিনা জলে ধোলাই পদ্ধতি	...	১৭৭
২৩শ	রং করিবার পদ্ধতি	...	১৮৫
২৪শ	রিপু করা	...	১৮৬
২৫শ	পোশাক সংরক্ষণ পদ্ধতি	...	১৮৯
	পরিশিষ্ট	...	১৯২
	নির্ঘণ্ট	..	১৯৪

পর পৃষ্ঠার আলোকচিত্রের পরিচয়

প্রস্তুতি—এই পরিবারে পোশাক ধোলাই একটি বিরক্তিকর ও নিরানন্দ ব্যাপার নয়। গৃহকর্ত্রী পোশাকের ছেঁড়া জায়গাগুলি সেলাই করিতেছেন, গৃহস্বামী পকেটগুলি খালি করিতে ও কন্যা কাপড়গুলি বাছাই করিতে সাহায্য করিতেছেন (২১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রিটার জলে ধোলাই—ভদ্রমহিলা এক লিটার জলে দশ গ্রাম রিটার (চারিটি বিটা) (সওয়া দু পয়সা) শাঁস হইতে প্রস্তুত দ্রবণ দিয়া একটি সোয়েটার কাচিতেছেন। পশম, রেশম, টেরিলীন, নাইলন ও ডেক্রনের পোশাক এইভাবে মুঠার মধ্যে চাঁপিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে।

বিনা জলে ধোলাই—অপর চিত্রটিতে বিনা জলে ধোলাইয়ের তরল (পেট্রল ইত্যাদি) দিয়া ড্রাম নাড়িবার পদ্ধতি দেখান হইয়াছে। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পাঁচ লিটার পেট্রলে (পাঁচ টাকা) একটি মহিলাদের গায়ের কাপড় ও একটি সোয়েটার এবং একটি সার্জের পাঞ্জাবি ও একটি সোয়েটার কাচেন। তিন লিটার পেট্রল অবশিষ্ট থাকে এবং সমস্ত কার্য সমাধা করিতে তার পঁচিশ মিনিট সময় লাগে।

প্রথম অধ্যায়

অবতরণিকা

সভ্য মানবের প্রয়োজনের তালিকায় পোষাকের স্থান তৃতীয়—আহার্য এবং আশ্রয়ের পরেই। লজ্জা নিবারণ এবং আবহাওয়ার কঠোরতা হইতে শরীর রক্ষা করিবার আদি প্রয়োজনকে পশ্চাতে ফেলিয়া পোষাকের সার্থকতা অধুনা বহু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। ইহা সুরুচি, সৌন্দর্যবোধ এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। পোষাকের তন্তু এবং বর্ণও মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী; পোষাকের কমনীয় এবং মসৃণ স্পর্শ মনকে শান্ত ও সমাহিত করে, সেই জন্য রেশম বা ঐ জাতীয় কোমল ও কমনীয় তন্তু পূজার পোষাক নির্মাণে ব্যবহৃত হয়; উদার ও সৌম্যভাব-দ্যোতক গেরুয়া রং সন্ন্যাসীর পোষাক এবং উজ্জ্বল, গাঢ় রং উৎসবের আড়ম্বর, উল্লাস ও উচ্ছ্বলতা পরিবহনকারী।

পরিচ্ছন্ন পোষাক ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং জাতিগত স্বাস্থ্য-রক্ষা ব্যতীতও বহু উদ্দেশ্য সাধন করে। পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধানকারীর মন প্রফুল্ল রাখে এবং ইহা অপরের প্রীতি আকর্ষণ করে। অপরিচ্ছন্ন পোষাকধারী বহু ক্ষেত্রে মন হইতে হীনমন্যভাব দূর করিতে পারে না, অপর দিকে পরিচ্ছন্ন পোষাক মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস আনে এবং তাহার মনে সতেজতা ও সজীবতা সঞ্চারিত

করে। পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান পৃথিবীর সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের একটি অপরিহার্য অনুশাসন।

পোষাক পরিচ্ছন্ন করা আমাদের আলোচ্য বিষয়। ইহা অতি ধনাঢ্য ব্যতীত অধিকাংশ সংসারের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই কর্তব্য একটি বিরক্তিকর ও নিরানন্দ ব্যাপার হইতে পারে আবার তাহাকে আনন্দদায়ক এবং গর্বের ব্যাপার করিয়াও তোলা যায়। যখন পোষাক হইতে কোন বিজাতীয়, চক্ষুপীড়াদায়ক দাগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া তুলিয়া ফেলা যায়, যখন পোষাক পরিষ্কার করিবার পর ঝলমল করিতে থাকে তখন নিজের কাজ দেখিয়া আনন্দ অনুভব করা যায়, সুন্দর কাজের জন্য তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং নিজ হাতে পোষাক পরিষ্কার করিয়াছি বলিয়া গর্ব করা যায়।

মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ক্রমশ ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর সর্বত্র মধ্যবিত্ত সংসারের উপর আঘাত সর্বাপেক্ষা বেশী পড়িতেছে। সর্বাঙ্গীন মিতব্যয়িতার আশ্রয় লওয়াই হইতেছে তাহাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়। পোষাকের মিতব্যয়িতার দুইটি দিক আছে, একটি পোষাক ক্রয় করিবার জন্য ব্যয় আর একটি পোষাক পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যয়।

কম দামে পোষাক ক্রয় করা সব সময় মিতব্যয়িতা বা সস্তা নয়। ধরা যাক একটি শার্টের কাপড় ২ টাকা মিটার এবং তাহা ছয় মাস পরিধান করা যায়। আর একটি শার্টের কাপড় ২·৫০ বা ২·৭৫ পয়সা মিটার কিন্তু তাহা পরিধান করা যাইবে এক বৎসর হইতে দেড় বৎসর। এই দুই প্রকার কাপড়ের মধ্যে আপাত-দৃষ্টিতে প্রথম কাপড়টি সস্তা মনে হইলেও শেষোক্ত কাপড়টি

প্রকৃতপক্ষে সস্তা। সুতরাং ক্রেতাসাধারণকে পোষাক ক্রয় করিবার সময় ইহার স্থায়িত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কমজোরী তন্তুনির্মিত কাপড় অপেক্ষা শক্ত তন্তু দ্বারা নির্মিত শক্ত বুননের কাপড় ক্রয় করা বুদ্ধিমানের কাজ। উপরিল্লিখিত দুই প্রকার কাপড়ের মধ্যে যদি শেষোক্ত কাপড়টির দাম ৪ টাকা বা ৫ টাকা হইত তাহা হইলে অর্থের কোন সাশ্রয় হইত না। কিন্তু সাধারণত স্থায়িত্বের দীর্ঘতার তুলনায় উৎকৃষ্ট কাপড়ের দাম কম থাকে। অবশ্য বেশী দাম মানেই সব সময় দীর্ঘস্থায়ী নয়। পোষাকের সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্য, কমনীয়তা, দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি বিষয় দাম বেশী হইবার কারণ হইতে পারে। সুতরাং ক্রেতা-সাধারণ বস্ত্র ক্রয়ের সময় বহু সমস্যার সন্মুখীন হন। সাধারণ ক্রেতার অবশ্য দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে যথেষ্ট হইবে, প্রথমটি, পরিষ্কার করিবার সুবিধা ও দ্বিতীয়টি, পরিষ্কার করিবার সংখ্যা। পরবর্তী অধ্যায় সমূহের আলোচনায় দেখা যাইবে যে তূলাজাত বস্ত্র পরিষ্কারে যে সমস্ত পদ্ধতি প্রযোজ্য, রেশম ও পশম বস্ত্র পরিষ্কারে তাহা বর্জনীয় এবং কয়েক প্রকারের পোষাক পরিষ্কার করা অত্যধিক যত্ন ও সময় সাপেক্ষ। সুতরাং এমন জিনিষ ক্রয় করা বা পোষাকে নক্সা তুলিতে বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের এমন সুতা ব্যবহার করা উচিত নয় যাহা পরিষ্কার করা অত্যন্ত মনোযোগ ও সময় সাপেক্ষ। কারণ প্রতি তিন দিন হইতে সাত দিন পরিধান করিবার পর প্রতিবার পরিষ্কার করিবার সময় যদি অতি যত্ন ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় তাহা হইলে তাহা শুধু বিরক্তিজনকই নয় উপরন্তু তাহা অন্য কাজের এবং আনন্দ ও বিশ্রামের সময়ও

হরণ করে। দ্বিতীয় লক্ষ্য রাখিবার বিষয় পরিষ্কার করিবার সংখ্যার উপর। এমন জিনিস ক্রয় করিতে হইবে যাহা বেশী বার ধোপে টেকে বা অধিক সংখ্যক বার পরিষ্কার করা যায় এবং পরিষ্কার করিবার সময়ে অমনোযোগে বা রূঢ়ভাবে নাড়াচাড়া সহ্য করিতে পারে।

বেশী সংখ্যক বার পরিষ্কার করা কাপড়ের সুতার গুণাগুণ অপেক্ষা বেশী নির্ভর করে ধোলাই পদ্ধতির উপর। প্রতি ধোলাইয়ে কাপড়ের শক্তি শতকরা ১/২ ভাগ কমিতে পারে আবার তাহা শতকরা ১৫ ভাগও হইতে পারে। বাড়ীতে নিজস্ব যত্ন এবং প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিলে প্রতিবার ধোলাইয়ে সুতার শক্তি নষ্ট হইবার পরিমাণ শতকরা ১/২ ভাগে কমাইয়া আনিতে পারা যায়। নিম্নে কয়েক প্রকারের পোষাকের পরিষ্কার করিবার সংখ্যার মান দেওয়া হইল ঃ—

তূলার শার্ট	৪০—৫০
পশমের জামা (অকুঞ্চিত)	৪০—৫০
রেশমের „	১৫—৩০
বিছানার চাদর	৫০—১০০
তোয়ালে	৭৫—১০০

পরিষ্কার করিবার সংখ্যার কম সীমার অপেক্ষা পোষাকের স্থায়িত্ব কম হইলে বুঝিতে হইবে সুতার দোষ ছিল অথবা বিশেষ অযত্নের সহিত পরিধান করা হইয়াছিল অথবা ধোলাই পদ্ধতি ত্রুটিযুক্ত ছিল। কিন্তু ভুল পদ্ধতিতে ধোলাইয়ের জন্য কত পশমের পোষাক কোঁচকাইয়া অব্যবহার্য হইয়া যায়, রাঙ্গল পোষাকের

সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায় বা ইস্ত্রির অত্যধিক গরমের জন্য কত সুতা নষ্ট হইয়া যায় তাহা কি আমরা খোঁজ রাখি? ইহার হিসাব রাখিলে দেখা যাইত যে এই ভাবে জাতীয় সম্পত্তির একটি বিরাট অংশ প্রতি বৎসর নষ্ট হইয়া যায়।

লেখক এই পুস্তকে সেই ক্ষতি রোধ করিবার উপায় নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং বস্ত্র ধোলাইয়ের যথার্থ পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহারা মুহূর্তের মধ্যে বস্ত্র ধোলাই বা বিনা আয়াসে ইস্ত্রি করিবার কৌশল এই পুস্তকে সন্ধান করিতে যাইবেন তাহারা অবশ্য হতাশ হইবেন। বস্তুত এরূপ ঐন্দ্রজালিক পদ্ধতি এখনও বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারে নাই। কিন্তু সাবান, সোডা প্রভৃতি সাধারণ পরিষ্কারক দ্রব্যের অপপ্রয়োগে বা অসম-প্রয়োগে এবং পিটান, আছড়ান প্রভৃতি কর্কশ ব্যবহারের দ্বারা যে আমরা পোষাকের কি পরিমাণ ক্ষতি করি তাহা আমাদের ধারণার মধ্যে নাই। এই সমস্ত দ্রব্যের সঠিক প্রয়োগে এবং সুতার উপযোগী নির্ভুল ব্যবহারে যে কি পরিমাণ অর্থ ও পরিশ্রমের সাশ্রয় করিতে পারি তাহারও ধারণা আমাদের নাই। সর্বনিম্ন ক্ষতি সাধন করিয়া কি ভাবে পোষাক অতি সুন্দর ভাবে পরিষ্কার করিতে পারি, রংয়ের চাকচিক্য পোষাক ব্যবহারের শেষ দিনটি পর্যন্ত কিভাবে বজায় রাখিতে পারি, সর্বাল্প পরিষ্কারক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া কিভাবে পোষাকের সৌন্দর্য সাধন করিয়া অর্থের সাশ্রয় করিতে পারি, ঠিক ভাবে ইস্ত্রি করিবার মধ্যে কি যাদু নিহিত আছে, কিভাবে পোষাক অক্ষত ও অদষ্ট অবস্থায় বহু দিন ভাণ্ডারজাত করিয়া রাখিতে পারি—এই সমস্ত বিষয়ের

বৈজ্ঞানিক এবং সর্বাধুনিক পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়াই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

পারিবারিক প্রয়োজনে বস্ত্র ধোলাইয়ের যন্ত্রপাতির কথা সর্বশেষে চিন্তা করিতে হইবে। অপর সমস্ত বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন না করিয়া যদি যন্ত্রপাতির আমদানি করি তাহা হইলে অর্থের অসদ্ব্যবহারই হইবে। পারিবারিক পোষাক ধোলাইয়ে প্রথমে যে কয়টি জিনিসের প্রয়োজন তাহা হইল, মৃদু জল, তাপ-নিয়ন্ত্রক ইস্ত্রি, সুপরিকল্পিত ইস্ত্রি করিবার টেবিল এবং প্রয়োজনানুযায়ী সূর্যালোকিত বা ফাঁকা ছায়াচ্ছন্ন জায়গায় কাপড় শুকাইবার উপকরণ। সর্বশেষ ক্রেতব্য যন্ত্রপাতি। যন্ত্র সাহায্যে ধোলাই একান্তভাবে ধৌতাগারের পদ্ধতি হিসাবেই থাক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুতার পরিচয়

পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হইবার পূর্বে যে সমস্ত দ্রব্য পরিষ্কার করিতে হইবে তাহাদের উপাদান, গঠন-প্রণালী, বৈশিষ্ট্য এবং তাহাদের উপর পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতী বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়। সেই কারণে এই অধ্যায়ে সুতার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পরিষ্কারক দ্রব্যাদির বিশেষ ধর্ম এবং বিশেষ সুতার উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলেও পোষাকের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। পরবর্তী অধ্যায় সমূহে তাহাদের বিশেষ ধর্ম এবং বিশেষ সুতার উপর তাহাদের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

সুতা পাঁচ রকমের, যথা,

উদ্ভিজ্জ—তূলা, লিনেন ইত্যাদি।

প্রাণীজ —পশম, রেশম।

রাসায়নিক—রেয়ন, নাইলন, ডেক্রন, টেরিলিন, অরলন, ভিনিয়ন ইত্যাদি।

ধাতুজ—সোনা, রূপা, এলুমিনিয়ম, তামা।

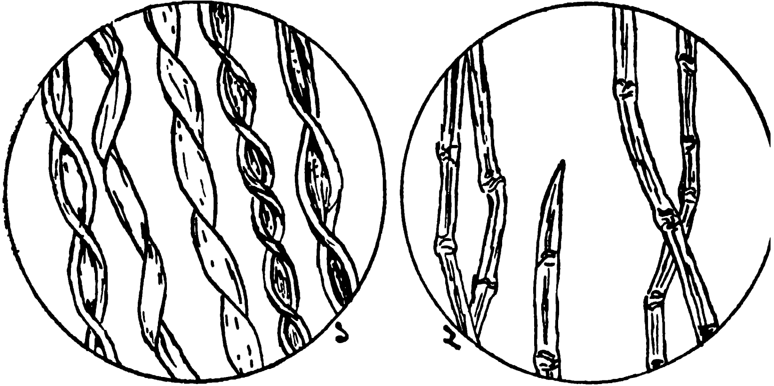
খনিজ—আসবেষ্টস, কাঁচ।

প্রধান উদ্ভিজ্জ সুতা

তূলা

ভারতবর্ষ তূলার আদি জন্মস্থান। শুধু জন্মস্থান নয় তূলায় প্রস্তুত বস্ত্রের উৎকর্ষ, সূক্ষ্মতা, কোমলতা, কমনীয়তা ও রমণীয়তায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দী ছিল। ঢাকাই মসলীন ও জামদানী, মুর্শিদাবাদের হিম্‌রূ প্রভৃতি শাড়ী ভাবতের গৌরবোজ্বল অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। নামের মধ্যেও কত মাধুর্য ও কবিত্ব ছিল, যেমন, শবণম (সন্ধ্যা-শিশির), হিম্‌রূ (হিম বা তুষার তুল্য), কম-খোয়াব (কিছু কম প্রায় স্বপ্ন), বফৎ হাওয়া (প্রবহমান বাতাস), আব্রাওণ (প্রবহমান জল) প্রভৃতি। সূক্ষ্ম বস্ত্র সম্বন্ধে বহু প্রবাদ প্রচলিত থাকিলেও আজিও যাদুঘরে রক্ষিত দুই হাত প্রশস্থ মসলীনকে সহজেই একটি মহিলার আঙ্গটির মধ্য দিয়া টানিয়া আনা যায়। প্রামাণ্য দলিল আছে যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৫ গজ দৈর্ঘ্য ও ১ গজ প্রস্থ মসলীনের রাজা 'মলমল খাসের' ওজন ছিল মাত্র ৫৮ গ্রাম। জনশ্রুতি আছে শবণম শাড়ীকে সন্ধ্যায় ঘাসের উপর বিস্তৃত করিয়া রাখিলে শিশিরপাতের পর উহা ঘাসের সহিত অদৃশ্যভাবে মিশিয়া যাইত, জলের স্রোতের উপর আব্রাওণ শাড়ী ছাড়িয়া দিলে উহা অদৃশ্যভাবে ভাসমান থাকিত, সাত বার পাক দিয়া মলমল খাস শাড়ী পরিহিতা কন্যা জেবুন্নিসার ত্বক শাড়ীর মধ্য দিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল বলিয়া সম্রাট ঔরঙ্গজেব অশালীন বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

অতীতের কোন কালে যে তূলা প্রথম বস্ত্র বয়নে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা জানা যায় না। সিন্ধু নদের উপত্যকায় মহেঞ্জো-দারোর ধ্বংসাবশেষ হইতে তূলাজাত এক খণ্ড বস্ত্র ও সুতা আবিষ্কৃত



অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখা উদ্ভিজ্জ তন্তু। ১। নানারকম ভাঁজসমেত তূলার আঁশ; ২। গাঁট সমেত লিনেনের আঁশ।

হইয়াছে। পূরাতাত্ত্বিকদের মতে উহা খৃষ্ট পূর্ব ৩০০০ বৎসরের পুরাতন। সাহিত্যে কার্পাস (তূলা) শব্দের প্রথম ব্যবহার হয় ঋগ্বেদের একটি স্তোত্রে। ঐ স্তোত্র খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। বস্ত্র বয়নে ব্যবহৃত উপাদানের মধ্যে পৃথিবীতে তূলাই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, মিশর, ব্রেজিল, আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকুল ও ইষ্ট ইণ্ডিজ উল্লেখযোগ্য তূলা উৎপাদনকারী দেশ।

তূলা গাছের ফলের মধ্যে বীজের চারিপাশে তূলার আঁশগুলি সংলগ্ন থাকে। ফলগুলি পাকিয়া ফাটিয়া যাইবার পর আঁশগুলি

বীজসংলগ্ন অবস্থায় বাহির হইয়া পড়ে। এই আঁশগুলি সংগ্রহ করিয়া বীজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার পর দুই, তিন বা ততোধিক সংখ্যায় একত্র করিয়া পাকাইয়া সুতা প্রস্তুত করা হয়। তূলার আঁশ ফিতার মত এবং ভাঁজ করিলে কোন ক্ষতি হয় না। ইহার ছিন্ন অংশ অসমতল। ইহার নিজস্ব কোন ঔজ্জ্বল্য বা স্থিতিস্থাপকতা নাই।

লিনেন

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে লিনেন বস্ত্র ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। মিশরীয় মামীর আচ্ছাদন বস্ত্র হিসাবে ব্যবহার এবং বাইবেলে ইহার উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে অতি প্রাচীন-কালে লিনেন বস্ত্র বয়নে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ মনে করেন যে ককেশাস পর্বতমালার নদীবিধৌত অঞ্চল ফ্লাক্স গাছের আদি জন্মস্থান। বর্তমান কালে অধিক উৎপাদনকারী দেশ হইল, রাশিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স, উত্তর আয়ার্লাণ্ড, মধ্য এশিয়া এবং আমেরিকার কোন কোন অঞ্চল।

ফ্লাক্স গাছের ভিতরের ছাল হইতে লিনেনের আঁশ সংগ্রহ করা হয়।

তূলা এবং লিনেন উভয়কেই সাবান সহযোগে ফোটান যাইতে পারে; কিন্তু লিনেনকে খুব বেশী উত্তাপে ফোটান উচিত নয়। উভয়েই ঘর্ষণ সহ্য করিতে পারে; কিন্তু লিনেন কিছু কম। যে কোন রকম ভাঁজ ও চাপে তূলার ক্ষতি হয় না; কিন্তু ভাঁজের

উপর অত্যধিক চাপ পড়িলে বা একই জায়গায় বার বার ভাঁজ পড়িলে লিনেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলে ভিজিলে উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি ব্যতীত কম হয় না, সেই জন্য কাচিবার সময় নাড়াচাড়ায় বিশেষ সাবধান হইবার দরকার করে না। কাচিবার পর উভয়েতেই মাড় দেওয়া যায় এবং গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায়। গরম ইস্ত্রিতে অল্প পুড়িয়া গেলে ভিজা কাপড়ের টুকরা দিয়া পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে মেলিয়া দিতে হয়। বেশী পুড়িয়া গেলে পোষাক জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে রৌদ্রে মেলিয়া দিলে পোড়ার দাগ মিলাইয়া যায়।

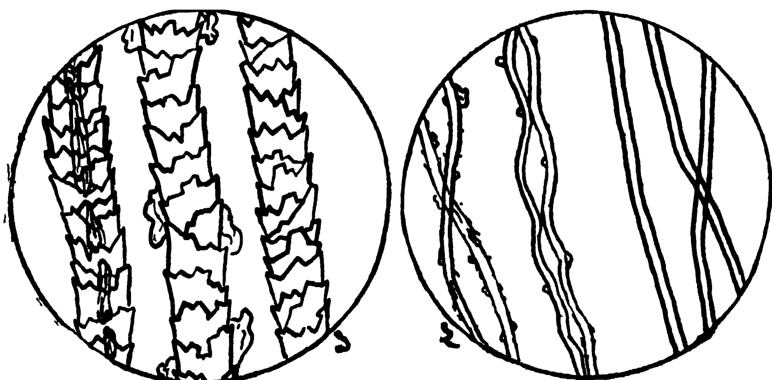
দাগ তুলিবার জন্য উভয় জিনিসেই, রঙ্গিল না হইলে, এসিড এবং ক্ষার নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যায়। তীব্র এসিড বা ক্ষার বস্ত্রের ক্ষতি করে, কিন্তু জল মিশ্রিত এসিড বা ক্ষার প্রয়োগে ক্ষতি হয় না। একবারে এবং অধিকক্ষণ এসিড বা ক্ষার প্রয়োগ না করিয়া বার বার খুব অল্প পরিমাণে জল মিশ্রিত এসিড বা ক্ষার প্রয়োগ করা ভাল। এক বার রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পর দ্বিতীয় বার প্রয়োগের পূর্বে পোষাকের দাগযুক্ত জায়গা জলে ধুইয়া লওয়া উচিত। সব শেষে জায়গাটি ভাল করিয়া জলে ধুইয়া পোষাকটি রাখা উচিত। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগের পর ভাল করিয়া জলে না ধুইয়া কোন পোষাক রাখিয়া দেওয়া ভীষণ ক্ষতিকর। রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে গরম জলের প্রয়োজন হইলে হাতে সহ্য করা যায় ইহার বেশী গরম জল ব্যবহার করা উচিত নয়। মিশ্রণের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা থাকিলে উভয়েতেই বিরঞ্জন গুঁড়া (bleaching powder) নির্বিঘ্নে ব্যবহার করা যায়।

প্রাণীজ সুতা

পশম

সভ্যতার জন্মভূমি মধ্য এশিয়াতে যে কোন অনাদিকালে পশম আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা আজ আর জানা যায় না। সেখান হইতে প্রচারিত হইয়া পশম আজ সমগ্র পৃথিবীবাসীর শীতের পোষাকের উপাদান হিসাবে সমাদৃত হইয়াছে।

ভেড়া, উট, ভিকুনা, লামা, আলপাকা, মোহের, চাঙ্গোরা ছাগল, এঙ্গোরা ছাগল ও এঙ্গোরা খরগোসের লোম ও চুলের সাধারণ নাম পশম। পশমের ভাল মন্দ নির্ভর করে প্রাণীর এবং তাহার দেহের যে অংশ হইতে লওয়া হইয়াছে তাহার উপর। স্পেন দেশের মেরিনো জাতীয় ভেড়ার পেটের অংশের লোমই সর্বোৎকৃষ্ট পশম।



অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখা প্রাণীজ তন্তু। ১। মাছের আঁসের ন্যায় সাজান খাঁজযুক্ত পশমের আঁশ ; ২। রেশমের এক টানা আঁশ, গঁদ লাগাইবার আগে ও পরে।

পশম গোলাকার নলের আকৃতি বিশিষ্ট এবং সমস্ত অংশটি মাছের আঁসের মত একটির উপর আর একটি আঁস চাপান অবস্থায় থাকে। পশম উত্তাপ পরিচালিত করিয়া দিতে পারে না এবং নিজের ওজনের ৩০ শতাংশ আর্দ্রতা বায়ূ হইতে গ্রহণ করিলেও পশম ভিজা অনুভব করা যায় না; সেই জন্য ইহা শীতকালীন এবং শীতপ্রধান দেশের পোষাকে ব্যবহৃত হয়। পশমের পোষাক পোকায় নষ্ট করিয়া দিবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে।

রেশম

চীনের পৌরানিক কথা হইতে জানিতে পারা যায় যে সম্রাজ্ঞী সি লিং চি খৃষ্ট পূর্ব ২৬৪০ অব্দে রেশম সুতা প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করেন।

রেশম বা সিল্ক আমরা গুটিপোকার গুটি হইতে পাই। এই পোকা মাথার গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি হইতে আঠাল পদার্থ মিশ্রিত দুইটি ধারা নির্গত করে। বাতাসে এই দুইটি ধারা একত্র মিশিয়া একটি সুতা তৈয়ারী হয়। ইহাকে রেশম বলা হয় এবং ইহার দ্বারাই গুটি তৈয়ারী হয়। সুতার উপরের আঠাল অংশ দূর করিবার জন্য গুটিগুলিকে জলে সিদ্ধ করা হয় এবং পরে সুতা নলীতে জড়াইয়া লওয়া হয়। ইহা দুইটি নলের আকৃতি বিশিষ্ট। রেশম সুতা অতি সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল, কোমল ও কমনীয়। আজও পর্যন্ত রেশম সুতা "সুতার রাণী।"

প্রাণীজ সমস্ত সুতায় উত্তাপ, ক্ষার ও এসিড বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে, কারণ ইহার প্রত্যেকটির অত্যধিক মাত্রা সুতার বিশেষ ক্ষতি করে। সুতরাং কাচিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে হাতে সহ্য করা যায় ইহার বেশী গরম জল ব্যবহার করা যাইবে না। অত্যধিক ক্ষারবিশিষ্ট সাবান ব্যবহাব করা যাইবে না। পোষাকের উপর সাবান ঘষিয়া লাগান চলিবে না। সব সময় সাবান গোলা জলে পোষাক কাচিতে হইবে। দাগ তুলিবার জন্য কেবল জলমিশ্রিত এসিড ব্যবহার করা যাইবে। খুব বেশী গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা চলিবে না। অল্প গরম ইস্ত্রি দিয়া পোষাকের উপর ভিজা বস্ত্র খণ্ড রাখিয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে।

রাসায়নিক সুতা

রাসায়নিক সুতাকে "কৃত্রিম সুতা" ও "মনুষ্য-নির্মিত সুতা" বলা হয়। রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগে ইহার উপাদান তৈয়ারী করা এবং যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে সুতার আকার দেওয়া সমস্তই মানুষের দ্বারা সাধিত হয়।

আংশিক কৃত্রিম সুতা

রেয়ন

রেয়নকে "আর্টিফিশিয়াল সিল্ক" বা "কৃত্রিম রেশম" বলে। কোমলতা, কমনীয় ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি বহু গুণ ইহার জনপ্রিয় হইবার কারণ এবং আসল রেশমের সহিত ইহার সাদৃশ্য এত বেশী যে বহু

লোকে রেয়নকে আসল রেশম বলিয়া ভুল করেন। তূলার পরিত্যক্ত ফেঁশো, বাশ ও কাঠের নরম অংশ বা আখ মাড়াইয়ের পর পরিত্যক্ত নরম অংশের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রেয়ন সুতা তৈয়ারী হয়।

পূর্ণ কৃত্রিম সুতা

নাইলন

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম গবেষণা আরম্ভ হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে নাইলন আবিষ্কৃত হয়।

কয়লা, বায়ু ও জল—এই তিনটি উপাদানের সহিত নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া এবং নানারকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া নাইলন সুতা প্রস্তুত করা হয়। পোষাক নির্মাণে নাইলন সুতা চার রকম ভাবে ব্যবহৃত হয়—প্রথম ১০০% নাইলন সুতা, দ্বিতীয় সুতা তৈয়ারীর পূর্বে নাইলনের আঁশের সহিত তূলা, পশম ইত্যাদি সুতার আঁশ মিশাইয়া নির্মিত সুতা, তৃতীয় পৃথক পৃথক নাইলন ও অন্য সুতা একত্র করিয়া বয়ন করা, চতুর্থ কোন পোষাককে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য অল্প পরিমাণ নাইলন সুতার ব্যবহার, যেমন মোজার গোড়ালি এবং আঙ্গুলের দিক নাইলন দিয়া তৈয়ারী করা হয়, মোজাকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য।

নাইলনের বহু গুণ আছে। ইহা উজ্জ্বল, স্বচ্ছ, হাল্কা, নমনীয়, শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী। ইহাতে পোকা লাগে না বা ছাতা ধরে না। ইহা কোঁচকায় না। কাচিবার পর পোষাকের আকার ও

ভাঁজ ঠিক থাকে। সহজে পরিষ্কার করা যায় এবং অল্প সময়ে শুকাইয়া যায়। কাচিবার সময় ঘর্ষণ, কোঁচকান, দোমড়ান কোন কিছুতেই ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহাতে সহজে দাগ ধরে না; কিন্তু অন্য পোষাকের সহিত কাচিলে তাহার রং, তেল ও ময়লা টানিয়া লয়। ১১৬° সেঃ উত্তাপের বেশী উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ইহার ক্ষতি হয়। সাবান অথবা ক্ষার প্রয়োগে ইহার কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু এসিড প্রয়োগে ক্ষতি হয়। বিরঞ্জন গুঁড়া (bleaching powder) দিয়া সাদা করা যায়। যে কোন রকমের রং করা যায় এবং সাধারণত রং পাকা হয়।

নাইলন এবং পশম মিশাইয়া বয়ন করা পোষাক পশমের পোষাক অপেক্ষা হাল্কা ও শক্ত হয়। যদি পশমের পোষাকে যথেষ্ট নাইলন মিশ্রিত থাকে তাহা হইলে কাচিবার পর ছোট হইবার ভয়ে কোন সাবধানতা অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হয় না। তূলার সহিত নাইলন মিশাইয়া পোষাক করিলে তূলার কোমলতা বজায় থাকে অথচ পোষাক সহজে ছিঁড়িয়া যায় না। রেয়নের সহিত নাইলন মিশাইলে সেই পোষাক অধিকতর শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়।

টেরিলিন বা ডেক্রন

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে টেরিলিন সুতা নির্মাণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এই নির্মাণ পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তন করিয়া আমেরিকার ডু পণ্ট কোম্পানী ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সুতা প্রস্তুত করিয়া ডেক্রন নামে বাজারে বিক্রয় করিবার বিশেষ অধিকার লাভ করেন। টেরিলিন এবং ডেক্রন মূলত একই সুতা।

টেরিলিনের নাইলনের মত বহু গুণ আছে এবং দেখিতেও নাইলনের মত। সবচেয়ে বড় গুণ শুষ্ক এবং ভিজা উভয় অবস্থাতেই ইহা কোঁচকায় না বা ইহাতে ভাজ পড়ে না। ঘর্ষণে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। ইহা দৃঢ়, ঘাতসহ ও স্থিতিস্থাপক। কোন কিছুর দাগ সুতার মধ্যে প্রবেশ করে না, ধুইলেই সহজে উঠিয়া যায়। টেরিলিনের পোশাক সহজে কাচা যায় এবং শীঘ্র শুকাইয়া যায়। আর্দ্রতা শুষিয়া লইয়া সুতার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া দিবার ক্ষমতা ইহার আছে। সেই জন্য গ্রীষ্মকালে এই জাতীয় পোশাক পরা আরামদায়ক। ইহা পোকায় কাটে না বা ছাতা ধরে না। মৃদু ক্ষার এবং এসিডে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। বিনা জলে কাচিবার উপাদানসমূহ এবং বিরঞ্জন দ্রব্য নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। এসেটেট রঞ্জক ব্যতীত অন্য কোন রংয়ে রং করা যায় না।

টেরিলিনের সুতা দিয়া যেমন পোশাক তৈয়ারী হয় তেমনই আঁশ দিয়া গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বালিশের খোল ভর্তি করা হয়।

সমস্ত প্রকার রাসায়নিক সুতায় প্রস্তুত বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক। ক্রয় কবিবাব সময়ে এই জাতীয় পোশাকে দাম বেশী পড়ে বটে কিন্তু পরিষ্কার করিবার জন্য পরিশ্রম ও অর্থ উভয়েরই সাশ্রয় হয়। সাবান গোলা জলে অল্প রগড়াইয়া লইলে এই জাতীয় পোশাক পরিষ্কার হইয়া যায় এবং প্রায় নূতনের মত ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়া আসে, অল্প সময়ে শুকাইয়া যায় এবং প্রায়-ক্ষেত্রে ইস্ত্রি করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। ইহা জলে সিদ্ধ

২

করা চলিবে না বা সাবান ঘষিয়া ইহাতে ব্যবহার করা চলিবে না। সাবান গোলা জলে কাচিয়া লইবার পর পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইলেই যথেষ্ট। শুকাইতে দিবার পূর্বে অল্প নিঙড়াইয়া লইতে হয়, জোরে নিঙড়াইবার কোন প্রয়োজন নাই। ইস্ত্রি করিতে হইলে অল্প গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা উচিত। সব সময় অল্প ক্ষার সংযুক্ত সাবান ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এই জাতীয় পোশাকে দাগ লাগিলে প্রায়শই সুতার ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করে না এবং ঠাণ্ডা বা কবোষ্ণ জলে ধুইয়া লইলে দাগ উঠিয়া যায়। এসিড প্রয়োগ করিতে হইলে পোশাকের উপাদান এবং দাগের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া জল মিশ্রিত এসিড ব্যবহার করা উচিত। ক্ষার এবং উপযুক্ত বিরঞ্জন উপাদান ব্যবহার করা যায়। এই জাতীয় পোশাক রং করা সহজসাধ্য নয়।

ধাতুজ সুতা

পোশাকের ঔজ্জ্বল্য, ঐশ্বর্য এবং আভিজাত্য বর্ধিত করিবার জন্য ধাতুজ সুতা ব্যবহৃত হয়। সাধারণত রেশমের পোশাকে জরির কাজের বুননের জন্য সোনা ও রূপার জরি বা সুতা ব্যবহৃত হয়। তামা এবং এলুমিনিয়ামের জরির সুতা এখন প্রস্তুত হইতেছে।

খনিজ সুতা

অ্যাসবেস্টস

খনিজ উপাদান অ্যাসবেস্টস হইতে এই জাতীয় সুতা প্রস্তুত হয়। ইহা অদাহ্য গুণাবলীর জন্য প্রসিদ্ধ। যেখানে অগ্নিরোধক

গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন সেই রকম অজস্র জিনিস প্রস্তুতে ইহা ব্যবহৃত হয়, যেমন, অগ্নিনির্বাপনকারীদের পোশাক, বাষ্পীয় নলের আস্তরণ ইত্যাদি।

কাঁচ

কাঁচ হইতেও সুতা প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় সুতা ঘর্ষণে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে, ফলে শরীরের ত্বক ছড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকায়, ইহা মানুষের পরিধেয় পোশাকে ব্যবহৃত হয় না। পরদা, গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের আস্তরণ, কারখানার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মিশ্রণ ও ভেজাল

সকলেই খাঁটী জিনিস চান এবং মিশ্র জিনিস পছন্দ করেন না। কিন্তু মিশ্র জিনিস মানেই নিকৃষ্ট জিনিস নয়। মিশ্রণ এবং ভেজালের মধ্যে প্রভেদ আছে। নিকৃষ্ট গুণসম্পন্ন সস্তার কোন উপাদান উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া অধিক লাভার্থে যখন উৎকৃষ্ট জিনিস বলিয়া প্রচার করা হয় তখন তাহাকে ভেজাল বলে।

মিশ্র সুতার পোশাক পরিষ্কার করিবার সময় কোমলতর উপাদানটির কথা স্মরণ রাখিতে হইবে এবং ঐ জাতীয় পোশাক কাচিবার নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। উদাহরণ স্বরূপ, একটি তূলা এবং রেশম মিশ্রিত পোশাককে সম্পূর্ণ রেশমের পোশাক মনে করিতে হইবে।

ভেজাল নির্ণয়

ভেজাল বা নিকৃষ্ট সস্তার জিনিস পোশাকের মধ্যে এত বেশী থাকে যে ধারণা করা যায় না। ভেজাল এমন সুন্দর ভাবে দেওয়া হয় যে চোখে দেখিয়া বা অনুভব করিয়া ধরা যায় না। ভেজাল নির্ণয় করিবার জন্য অন্য প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; তাহারই কতকগুলি সহজ উপায় নিম্নে বিবৃত করা হইল।

অগ্নিপরীক্ষা আগুনে ধরিলে তূলা ও লিনেন হলদে শিখার সহিত জ্বলে, কাগজ পোড়ার গন্ধ বাহির হয় এবং ছোট পাত পাত, নরম, ধূসর বর্ণের ছাই পড়িয়া থাকে। রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম শিখার সহিত জ্বলে, কাঠ পোড়ানর ন্যায় গন্ধ বাহির হয় এবং প্রায় কোন ছাই থাকে না। বিশুদ্ধ রেশম ছোট শিখায় জ্বলে, উনানে দুধ বা ডাল পড়িয়া গেলে অথবা চুল বা পালক পোড়াইলে যেরূপ গন্ধ বাহির হয় রেশম পোড়াইলে সেই রূপ গন্ধ বাহির হয় এবং কাল রংয়ের ডেলা ছাই হয় যাহা সহজেই দুই আঙ্গুলে গুঁড়া করা যায়। পরীক্ষা-নলের ভিতর পোড়াইয়া উপরে লিট্‌মাস্ কাগজ ধরিলে বিশুদ্ধ রেশমের ক্ষেত্রে ক্ষারের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পশম অতি কষ্টে জ্বলে, এবং দুধ, ডাল বা চুল পোড়ার মত গন্ধ বাহির হয় এবং রেশমের ছাইয়ের মত ছাই হয়। নাইলন জ্বলে না, গলিয়া যায়, মোহর করিবার গালা (sealing wax) জ্বালাইবার গন্ধ বাহির হয় এবং হাল্কা তামা বা সাদা রংয়ের শক্ত ডেলা ছাই হয় যাহা আঙ্গুল দিয়া সহজে গুঁড়া করা যায় না। অর্লন, এসেটেট ও এক্রিলান জ্বলে না, গলিয়া যায় এবং শক্ত কাল ডেলা ছাই হয়। টেরিলিন বা ডেক্রন ও ডাইনেল জ্বলে না, গলিয়া যায় এবং শক্ত ডেলা ছাই হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ধোলাই করিবার পূর্বে প্রস্তুতি

সপ্তাহে একটি দিন কাপড়, জামা ইত্যাদি কাচিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা উচিত। তাহাতে একটি নিয়মিত কর্ম পদ্ধতি থাকার ফলে সংসারের অন্যান্য কাজের অনেক সুবিধা হয়। সপ্তাহের কোন দিন কাচিবার দিন হইবে তাহা নিজস্ব সুবিধা মত ঠিক করিয়া লইতে হইবে। কাচিবার দিনের পূর্বের দিন কিছু কাজ করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে সময়ের সাশ্রয় হইবে, পরিশ্রম লাঘব হইবে এবং কাচিবার দিনের কাজ অনেক হাল্কা হইবে, ফলে কাচিবার দিনটি একটি বিরক্তিজনক দিনে পরিণত হইবে না। ইহাতে সময় লাগিবে আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা কিন্তু বহু অর্থ ও শারীরিক ক্লান্তি বাঁচিবে। পূর্বের দিন কিছু কাজ করিয়া রাখাই হইল প্রস্তুতি।

প্রস্তুতি পর্বের মধ্যে পড়ে—

১। পোশাক, ওয়াড, চাদর, পর্দা প্রভৃতি কাচিবার দ্রব্যগুলি এক জায়গায় সংগ্রহ করা,

---

বিঃ দ্রঃ —এখন হইতে ধুতি, শাড়ী, প্যাণ্ট, শার্ট, ওয়াড, চাদর, তোয়ালে প্রভৃতি দ্রব্যাকে সাধারণ ভাবে 'কাপড' বলিয়া উল্লেখ করা হইযাছে।

শরীর নিঃসৃত রস ও ঘাম যাহার সংস্পর্শে কাপড়ে ময়লা ধরে তাহাকে সাধারণ ভাবে 'চর্বি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

২। জামা ও প্যান্টের পকেটগুলি ওলটানো, কারণ সামান্য বাস-ট্রামের রঙ্গিল টিকিট, লোহার বোতাম, সেফটিপিন, পেনসিলের টুকরা, বাচ্ছাদের অন্যন্য খেলিবার জিনিস প্রভৃতি পোশাকে দাগ সৃষ্টি করিতে পারে যাহা দূর করা বিশেষ চিন্তার ব্যাপার হইতে পারে,

৩। পশম, তুলা, রঙ্গিল পোশাক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রণালীতে কাচিবার দ্রব্যগুলি বিভিন্ন ভাগে বাছাই করা,

৪। ছেঁড়া জায়গাগুলি সেলাই করা,

৫। কাপড়ে দাগ লাগিয়াছে কি না দেখা,

৬। অত্যন্ত ময়লা কাপড়গুলি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা,

৭। সাবান, সোডা ইত্যাদি কাচিবার জিনিস প্রয়োজন মত আছে কি না দেখা।

সেলাই প্রস্তুতি পর্বের ইহাই প্রথম কাজ। সময়ে একটি সেলাই পরের নয়টি সেলাই বাঁচাইয়া দেয়। কাপড়ে ছোট একটি ফুটা, পোশাকের দু একটি কাটিয়া যাওয়া সেলাই লক্ষ করিয়া কাচিবার পূর্বে মেরামত করিলে কাচিবার এবং পরে ইস্ত্রি করিবার সময় ইহা বাড়িতে পারে না এবং পোশাকের আয়ু বাড়াইতে সাহায্য করে। মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি এই জাতীয় বুননের পোশাক কাচিবার পর সেলাই করা যাইতে পারে এবং তাহা করাই নিয়ম।

বাছাই সমস্ত কাচিবার দ্রব্য সংগ্রহ করিবার পর বাছাই করিতে হইবে। পশম, রেশম, তুলা এবং টেরিলিন প্রভৃতি কৃত্রিম সুতার বস্ত্র আলাদা আলাদা ভাবে রাখিতে হইবে। রঙ্গিল বস্ত্রাদি বিশেষ যত্নের সঙ্গে কাচা দরকার যাহাতে রং উঠিয়া না যায় এবং তাহার রং অন্য কাপড়ে লাগিয়া না যায়। তোয়ালে, গামছা,

বালিশের ওয়াড় প্রভৃতিতে বিশেষ তেল ধরিয়া থাকে সেই জন্য সেগুলি আলাদা ভাবে কাচিবার জন্য রাখিতে হইবে।

দাগ তোলা এই সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

গণনা করা কাপড় বাহিরে কাচিতে দিলে ঠিক মত গণনা করিয়া লিখিয়া রাখা দরকার।

চিহ্নিত করা বাড়ির বাহিরে একমাত্র কাপড় কাচিতে দিলে চিহ্নিত করিবার প্রয়োজন হয়। এদেশে চিহ্নিত করিবার দায়িত্ব রজক এবং ধৌতাগার পরিচালকের। পারিবারিক ক্ষেত্রে ইহার কোন প্রয়োজন হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়

ধোলাই করিবার পদ্ধতি

ভিজাইয়া রাখা	নীল দেওয়া	শুষ্ক করা
পরিষ্কাব করা	মাড় দেওয়া	জল ছিটান
সিদ্ধ করা	টাঙ্গাইয়া দেওয়া	ভাঁজ কবা
ধৌত করা	বিস্তৃত করিয়া দেওয়া	ইস্ত্রি করা
নিঙড়ান		পাট করা

ভিজাইয়া রাখা পরিষ্কার করিবার পূর্বে ময়লা কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখিলে বহু পরিশ্রম ও অর্থের সাশ্রয় হয়। ঠাণ্ডা জল কাপড়ের ময়লার চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ টানিয়া লয়। ফলে সেই পরিমাণ সাবান খরচ কম হয় এবং সম্পূর্ণ ময়লা দূর করিবার জন্য কাপড়কে ঘষিতে যে পরিমাণ পরিশ্রম করিতে হইত সেই পরিমাণ কষ্ট করিতে হইবে না। পরিষ্কার করিবার সময় ঘর্ষণ কম হইলে সুতার উপর কম চাপ পড়ে এবং সুতার কম ক্ষতি হয়, ফলে পোশাকটি বেশী দিন টেঁকে; ইহাও একটি পরোক্ষ অর্থ সাশ্রয়। বেশী ময়লা কাপড়ই ভিজাইয়া রাখা দরকার, বিশেষ করিয়া বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, ভিতরে পরিবার পোশাক প্রভৃতি যে সমস্ত কাপড়ে ঘাম ও তেল বেশী লাগে। অল্প ময়লা কাপড় ভিজাইয়া রাখিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কাপড় সারারাত ভিজাইয়া রাখা যায় বা পরিষ্কার করিবার পূর্বে দু এক ঘণ্টা

ভিজাইয়া রাখিলেও চলে। সারারাত ভিজাইয়া রাখিলে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলই যথেষ্ট। অল্প সময় ভিজাইলে জলের সহিত অল্প সোডা মিশান দরকার। অল্প গরম জলে সোডা গুলিয়া লইয়া জলের সঙ্গে মিশাইতে হয়। সোডা কাপড়ের তেল এবং শরীর নিঃসৃত চর্বি জাতীয় রসের সঙ্গে মিশিয়া সাবানের মত হইয়া যায় এবং গরম জলে দিবার পর ঐ সমস্ত ময়লা অতি সহজে উঠিয়া যায়। রঙ্গিল কাপড় ভিজাইবার জলে সোডা মিশান উচিত নয় এবং পশম ও রেশম জলে ভিজাইয়া রাখা একেবারেই উচিত নয়।

পরিষ্কার করা শক্তি এবং শোধনকারী দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া কাপড়ের ময়লা দূর করাকে পরিষ্কার করা বলে। ঘর্ষণ অথবা নাড়া-চাড়া করিয়া কাপড় হইতে ময়লা বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য আমরা শক্তি প্রয়োগ করি। জল এবং সাবান সুতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ময়লাকে গলাইয়া আপনার মধ্যে মিশাইয়া লয়। কিছু ময়লা সুতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলে ভাসিয়া ওঠে। সেই সময় সাবানের দ্রবণ তাহাদের চারিদিকে একটা পিচ্ছিল আস্তরণ দিয়া তাহাদের জলের উপর ভাসমান অবস্থায় রাখে এবং পুনরায় কাপড়ে বসিতে দেয় না। সেই কারণে জলে সাবানের দ্রবণ ঠিক মত থাকা দরকার। যে সমস্ত দাগ জল ও সাবানে দূর করা যায় না তাহাদের দূর করিবার জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হয়।

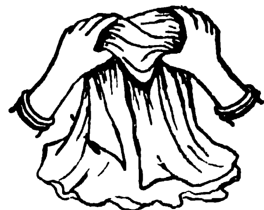
ময়লা দূর করিবার জন্য কিছু শক্তি প্রয়োগ করিতেই হয়। জল ও সাবান সুতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ময়লাকে নরম এবং আল্গা করিয়া দেয়; সেই অবস্থায় কাপড়কে না রগড়াইলে সমস্ত ময়লা ছাড়ে না। কিন্তু বর্তমান কালে এই শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি

পাল্টাইয়া গিয়াছে। প্রচণ্ড জোরে আছড়ান, পেটান, থেঁতলান প্রভৃতি আগেকার দিনেব পদ্ধতি চলিয়া গিয়াছে। বর্তমান বিজ্ঞানের লক্ষ্য যেমন সময় ও পবিশ্রম সাশ্রয় করিবার দিকে সেই রকম পোশাকের স্থায়িত্ব বাড়াইবার দিকেও। বিজ্ঞান এমন সাবান প্রস্তুত করিয়াছে এবং এমন সমস্ত পরিষ্কারক দ্রব্য আবিষ্কার কবিয়াছে যাহাদেব জলে গুলিয়া তাহার মধ্যে ময়লা কাপড ডোবাইয়া দিয়া নাড়াচাড়া করিযা লইলে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এমনকি শুধু পোশাককে মুঠা করিয়া ধরিয়া বেশী জল বাহির করিয়া দিলেই যথেষ্ট পরিষ্কাব হইয়া যায়।

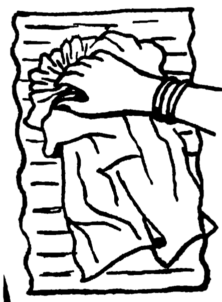
অল্প ময়লাধরা কাপড় গবম সাবান জলে ডোবাইয়া পাত্রের মধ্যে রগড়াইয়া নিন। কাপড় ডোবাইবার আগে পাত্রে যথেষ্ট সাবানের ফেনা করিয়া লইতে হইবে কিন্তু বালতি হইতে উপচাইয়া পড়িয়া নষ্ট হইবে এত বেশী নয়। পোশাকের যে সমস্ত জায়গায় ময়লা বেশী ধরে, যেমন, শার্টের কলার, সায়ার কোমরের পটি, সেই সমস্ত জায়গাগুলির উপর সাবান ঘষিয়া রগড়াইয়া নিন।

যে সমস্ত কাপড় রাত্রে ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রাখা হয় সাধারণত সেইগুলি একটু বেশী ময়লাধরা কাপড়। সেইগুলি সকালে নিঙড়াইয়া লইয়া মেঝের উপর বিছাইয়া সাবান ঘষিয়া লাগান, বিশেষ করিয়া বেশী ময়লাধরা জায়গাগুলিতে। তাহার পর জড়ো করিয়া লইয়া থুবিয়া নিন। যে জলে কাপড় ভিজান ছিল সেই জল পরিষ্কার করিবার আর কোন কাজে ব্যবহার করা চলিবে না। যেখানে সিমেন্টের মেঝে নাই সেখানে একটা লম্বা

চওড়া সমতল কাঠকে সাবান ঘষিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়কাচা পাটাতন থাকিলে তাহার উপর কাপড় বিস্তৃত করিয়া সাবান ঘষিয়া লাগান। সাবান লাগাইবার পর কাপড় পাটাতনের ঢেউ খেলান জায়গার উপর ঘষুন। কাপড়কাচা পাটাতন ঢেউ খেলানো কাঠের, দস্তার, গ্যাল্‌ভানাইজড্‌ টিনের অথবা কাঁচের হয়। চৌবাচ্চার একটি ধার হেলানো ভাবে ঢেউ খেলানো করিয়া পাটাতন হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ঘষিবার সময় বেশী কাপড় মুঠার মধ্যে ধরিয়া ঘষুন, তাহাতে আঙ্গুল পাটাতনের সঙ্গে ঘষিয়া যাইবে না। কাপড়ের এক দিক হইতে আরম্ভ করিয়া অপর দিক পর্যন্ত পর পর ঘষিতে হইবে এবং কাপড়ের উভয় দিকই ঘষিতে হইবে। কাপড় জল হইতে নিঙড়াইয়া লইয়া সমতল জায়গার উপর বিছাইয়া সাবান ঘষিয়া লাগাইবার পর কাপড় কাচা বুরুশে করিয়া ঘষা যায়। বুরুশ এক দিকে টানিতে হয়।



কাপড় খুঁবিবার সময় মুঠার মধ্যে বেশী করিয়া কাপড় লইবেন, তাহাতে সুতায় বেশী আঘাত পড়িবে না এবং মেঝের উপর হাতের আঘাত লাগিবে না।



পাটাতন

রেশম, পশম, রেয়ন, রঙ্গিল এবং সমস্ত কৃত্রিম সুতার কাপড়কে অল্প গরম জলে প্রচুর সাবানের ফেনা করিয়া তাহার মধ্যে ঠাসিয়া

নিন। তাহার পর মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া যতটা সম্ভব জল বাহির করিয়া দিন।

কলে পরিষ্কার করা পারিবারিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ছোট ছোট কাপড় কাচা কল পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে গরম সাবানজল ও ময়লা কাপড় দিয়া ঘোরাইয়া দিলেই কাপড় পরিষ্কার হইয়া যায়।

সিদ্ধ করা অত্যধিক ময়লা কাপড়, শরীর নিঃসৃত রসে ময়লা ধরা কাপড় অথবা তেলধরা কাপড় সাবান জলে সিদ্ধ না করিলে ভাল পরিষ্কার হয় না। কতক ময়লা তেল ও চর্বির সঙ্গে মিশিয়া কাপড়ে এমন ভাবে বসিয়া যায় যে সেগুলি ঠাণ্ডা অথবা অল্প গরম জলে সাবান ঘষিয়া লাগাইলে ছাড়ে না। যেখানে রৌদ্রে কাপড় শুষ্ক করা সম্ভব সেখানে প্রত্যেক বার এই সমস্ত কাপডও সিদ্ধ করিয়া কাচিবার দরকার নাই। কারণ সূর্যকিরণ ও বাতাসের অক্সিজেনের ময়লা শুষিয়া লইবার ক্ষমতা আছে। অল্প ময়লা কাপড় একেবারেই সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না বা অত্যধিক রগড়াইয়া কাচিবার দরকার হয় না। বেশী দিন পরিয়া কাপড় বেশী ময়লা করা উচিত নয়। কারণ কাপড় অল্প দিন অন্তর সাধারণ ভাবে কাচিলে বেশী দিন অন্তর ভীষণ ভাবে রগড়াইয়া বা আছড়াইয়া এবং প্রচুর সাবান, সোডা ও অন্যান্য পরিষ্কারক দ্রব্য দিয়া পরিষ্কার করা অপেক্ষা বেশী দিন টেঁকে। জলে ভিজাইলে কাপড়ের সুতার যৎসামান্য ক্ষতি হয় বা মোটেই ক্ষতি হয় না; জোরে রগড়ান, কড়া ক্ষার ও সাবান, বিরঞ্জন দ্রব্য, সিদ্ধ করা প্রভৃতি কাপড়ের সুতার বেশী ক্ষতি করে। লক্ষ করিয়া থাকিবেন মহিলাদের আটপৌড়ে শাড়ী প্রত্যহ

এক বার করিয়া জলে কাচিয়া লওয়া হয়; তাহা সত্ত্বেও প্রত্যহ পরিধান করিয়াও একটি শাড়ী অন্তত পাঁচ মাস চলে অর্থাৎ ১৫০ বাব কাচা যায়। কিন্তু পুরুষদের ধুতি যাহা বেশী ময়লা করিয়া কেবল মাত্র সাবান সোডা সহযোগে কাচা হয়, তাহা ১৫০ বার কাচা যায় কি? না। সুতরাং অল্প দিন পরিয়া, অল্প ময়লা করিয়া কাপড় কাচিলে কাচিবার সময় পরিশ্রম কম হইবে এবং বেশী দিন টিঁকিবে।

যদি সিদ্ধ করিবার জল মৃদু হয় (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখুন), তাহা হইলে অল্প পরিমাণ কাপড় কাচা সোডা গরম জলে গুলিয়া লইয়া পাত্রের ঠাণ্ডা জলের মধ্যে দিয়া উনানে চাপাইয়া দিন। সোডা জলে ভাল করিয়া গুলিয়া যাইবার পর সাবান কুঁচা করিয়া অথবা কুঁচা সাবান তাহার মধ্যে ঢালিয়া দিন। কাঠি দিয়া নাড়িয়া ভাল ফেনা করুন এবং তাহার পর ময়লা কাপড় দিন। পাত্রে এমন জল দেওয়া দরকার যাহাতে প্রত্যেকটি কাপড় স্বতন্ত্র ভাবে ভাসিতে পারে এবং এমন পরিমাণে সাবান দেওয়া দরকার যাহাতে জলে বেশ ফেনা থাকে। ময়লা কাপড় দিবার কিছুক্ষণ পরে যদি সাবানের ফেনা কমিয়া যায় তাহা হইলে আরও কিছু পরিমাণ সাবান কুঁচা দিবেন। কতটা সোডা এবং কতটা সাবান দেওয়া দরকার তাহার মোটামুটি হিসাব ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দু এক বার সিদ্ধ করিবার পর গৃহিণীদের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হইয়া যায়। জলের খরতা এবং কাপড়ের ময়লার তারতম্য অনুযায়ী সাবান কম বেশী লাগে। এখানে অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ বুদ্ধিই বেশী কার্যকরী। কারণ সঠিক

হিসাব করিয়া দিতে গেলে জলের খরতার পরিমাণ, কাপড়ের ওজন, সাবানের ফেনা তৈয়ারীর ক্ষমতা প্রভৃতি রসায়নাগারের এত সমস্ত হিসাব ধরিতে হয় যে তাহা কেবল বিরাট ধৌতাগারের পক্ষেই সম্ভব। সোডা সব সময় গরম জলে গুলিয়া লইয়া জলের সহিত মিশাইবেন।

কাপড় এবং সাবানজল ধীরে ধীরে গরম হইতে থাকিবে। উনানের মুখে চাপা দিয়া আঁচ কমাইয়া রাখা ভাল। ফুটন্ত অবস্থায় আসিবার পূর্বে বেশীক্ষণ ধরিয়া গরম হইলে কাপড় বেশ খোলতাই হয়। ফোটাইবার প্রয়োজন মনে করিলে পাঁচ মিনিট সময় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে এই অবস্থায় রাখা উচিত।

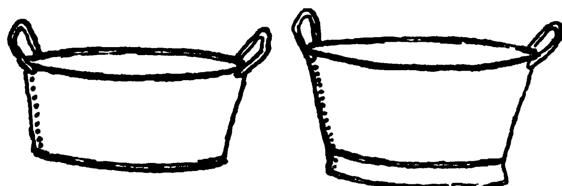
সিদ্ধ করিবার জল খর হইলে উনানে জল চাপাইয়া দিয়া জল মৃদু করিবার জন্য প্রয়োজন মত (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কাপড় কাচিবার সোডা দিন। তাহাতে সাবান কুঁচা ছাড়িয়া দিয়া ফেনা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ফেনার উপরে হলদে রংয়ের গাদ উঠিলে তাহা তুলিয়া ফেলিয়া দিন। তাহার পর উহার মধ্যে ময়লা কাপড় দিয়া গরম করিতে থাকুন।

সিদ্ধ হইবার সময় একটি শক্ত ও মসৃণ কাঠি দিয়া মাঝে মাঝে কাপড়গুলিকে নাড়িয়া চাড়িয়া পাত্রের তলায় চাপিয়া ধরিতে হইবে।

ধৌত করা সাবান দেওয়া কাপড় প্রচুর জলে ধুইয়া লওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষ অবহেলা দেখা যায় যাহার ফলে কাপড় কাচিবার পর ফর্সা হয় কিন্তু নূতনের মত চাকচিক্য ও ঔজ্জ্বল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য এই অবহেলার বেশীর

ভাগ অজ্ঞতাজনিত। ভাল ফর্সা করিবার জন্য সাবান দেওয়া যেমন প্রয়োজন কাপড়কে দু তিন বার জলে ধৌত করাও সেই রকম প্রয়োজন। গরম সাবানজলে পরিষ্কার করিবার পর ঠাণ্ডা জলে কাপড় ধোওয়া হয়। হঠাৎ ঠাণ্ডা পাওয়ার ফলে কিছু সাবানের ফেনা শক্ত হইয়া যায় এবং কাপড়ের উপর তৈলাক্ত ভাবের হইয়া রহিয়া যায়। খর জলে সাবান দিবার পূর্বে সোডা দিয়া মৃদু করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ধুইবার জলে তাহা করা হয় না। পরিষ্কার করিবার পর প্রচুর সোডা সাবানের ফেনা সমেত কাপড়টি খর জলের মধ্যে ডোবান হয়। খর জলের মধ্যের লৌহঘটিত পদার্থ ক্ষারের সঙ্গে মিশিয়া কাপড়ে লোহাব মরচের আকারে হলদে ছোপ ধরিয়া যায়। বার বার যদি কাপড় ধোওয়া না হয় তাহা হইলে কিছু ক্ষার কাপড়ে থাকিয়া যাইতে পারে, যাহাতে সুতার বিশেষ ক্ষতি হয়। কয়েক রকম নীলে লৌহঘটিত পদার্থ থাকে তাহা ক্ষারের সঙ্গে মিশিলে কাপড়ে মরচের ছোপ বা দাগ ধরিতে পারে।

কাপড় ঠাণ্ডা জলে সাবান ঘষিয়া লাগান হউক বা গরম সাবান জলে রগড়াইয়া কাচা হউক, যে ভাবেই কাচা হউক না কেন, ধুইবার জন্য প্রথম জলটি গরম হওয়া দরকার। এই গরম জলে



এই জাতীয় পাত্রে ধৌত করা সুবিধাজনক। ডান দিকের পাত্রের মত তলায় খুরো দেওয়া থাকিলে পাত্রটি অধিক দিন স্থায়ী হইবে।

সাবানের ফেনা ধূলাসমেত কাপড় হইতে বেশ ভাল ভাবে ছাড়িয়া যায়। যে পাত্রে ধোওয়া হইবে সেই পাত্রটি বেশ বড় হওয়া দরকার যাহাতে কাপড় এদিক ওদিক করিয়া নাড়িয়া ধোওয়া যায়।

পরের বার ধুইবার জলটিও গরম হইলে ভাল হয়; তাহাতে কোন বকম বিজাতীয় পদার্থ কাপড়ে থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না এবং সুতার আদি চাকচিক্য ফিরাইয়া আনিতে সাহায্য করে। তৃতীয় এবং শেষ বার ঠাণ্ডা জলে কাপড় ধুইয়া লইতে হইবে। শেষ বার ধুইবার জল ঠাণ্ডা হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, কারণ কাপড় গরম অবস্থায় বেশী নীল টানে যাহার ফলে কাপড়ে নীলের ছোপ ধরিয়া যাইতে পারে। গরম জলে কাপড় নাড়াচাড়া করা এবং তাহার পর হঠাৎ একেবারে ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজান কাজগুলি একটি কাঠির সাহায্যে করা যাইতে পারে, তাহাতে উত্তাপের অত্যধিক তারতম্য জনিত হাতে স্পর্শবেদনা লাগিতে পারে না।

আর একটি বিষয় বিশেষ স্মরণ রাখা দবকার। জলে সাবান দিবার পূর্বে খর জলে পরিমাণ মত ক্ষার দিয়া মৃদু করা হয়। প্রথম ধুইবার গরম জলটিও ঐ পরিমাণ ক্ষার দিয়া মৃদু করিতে হইবে তাহাতে জলের লৌহঘটিত পদার্থ ক্ষার সংযোগে মরচের হলদে ছোপ ধরিতে পারিবে না।

শেষের জলটি বিশেষ পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই জল অনবরত পরিবর্তন করা দরকার। যেখানে জলের কল আছে সেখানে কাপড়ের পাত্রটি কলের তলায় পাতিয়া দিলে ভাল ভাবে ধুইয়া যায়। পুকুরে ভাল ভাবে ধোওয়া যায়।

কলের সাহায্যেও ধোওয়া যায়।

নিঙড়ান কাপড় এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে দিবার পূর্বে প্রত্যেক বার নিঙড়াইয়া লওয়া উচিত। নিঙড়াইবার সময় কাপড়ের পাড়ের দুই দিক একত্র করিয়া পোড়েন সুতার দিকে সোজাভাবে দু তিন ভাঁজ দিয়া লম্বালম্বি ধরিতে হইবে। বাম হাতের তালু উপর দিকে করিয়া কাপড় রাখিতে হইবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্য দিয়া কাপড়টি চালাইয়া দিয়া শক্ত ভাবে ধরিতে হইবে। বাম হাতের আগে ডান



হাত দিয়া কাপড় ধরিয়া মোচড় দিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হইবে।

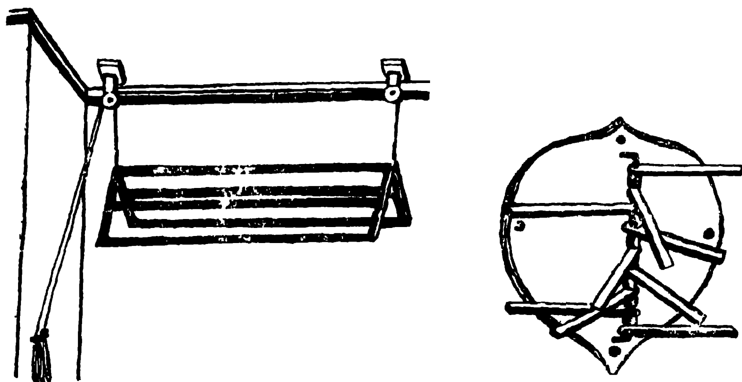
কলে নিঙড়াইবার সময় কাপড় সোজাসুজি ভাঁজ করিয়া এক হাতে কাপড় ধরিয়া কলের মধ্যে আগাইয়া দিতে হইবে। বোতাম কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে রাখিতে হইবে যাহাতে ডলনার কোন ক্ষতি না হয়। বেশী সূচীশিল্প কাজ করা কাপড় নিঙড়াইবার সময় ডলনা দুইটি বেশী কষা না হয় দেখিতে হইবে, যাহাতে সূচীশিল্পের উন্নত ভাবটি নষ্ট না হয়।

নীল দেওয়া সাদা কাচা কাপড়ের হলদে ভাব দূর করিবার জন্য নীল দেওয়া প্রয়োজন হয়। নীল এবং নীল দেওয়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে দশম অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

মাড় দেওয়া কাপড় শক্ত করিবার জন্য, কাপড়ে চাকচিক্য আনিবার জন্য এবং ময়লা কম ধরিবার জন্য কাপড়ে মাড় দেওয়া

হয়। বিভিন্ন রকম মাড় এবং তাহার প্রয়োগ পদ্ধতি একাদশ অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

টাঙ্গাইয়া দেওয়া মাড় দেওয়ার পর কাপড় ভাল ভাবে নিঙড়াইয়া লইয়া শুকাইবার জন্য টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। সাধারণত দড়ি ও তারের উপব কাপড় টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয়। ধুতি, শাড়ী, বিছানার চাদর প্রভৃতি ছাদের আলসেব উপর বিছাইয়াও শুকাইতে দেওয়া হয়। শুকাইতে দিবার পূর্বে দড়ির ও আলসের ময়লা ঝাড়িয়া লইতে হইবে। লোহার তার হইতে ময়লা ও মরচে দূব করিবার জন্য ভাল করিয়া মুছিয়া লইতে হইবে। কাপড় আটকাইবার জন্য ক্লিপ ব্যবহাব কবিলে



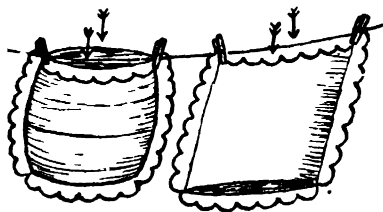
বর্ষাকালে ঘরের মধ্যে বা ছায়ায রঙ্গিল কাপড় টাঙ্গাইবার সরঞ্জাম।

কাপড় হারাইবার বা উড়িয়া কাদায় পড়িবার ভয় থাকে না। ক্লিপ পরিষ্কার এবং ভাল কাঠের হওয়া দরকার যাহাতে ভিজা কাপড়ে কাঠের দাগ না ধরে। নূতন ক্লিপ ব্যবহারের পূর্বে ধুইয়া লওয়া

উচিত। ব্যবহারের পর টাঙ্গাইবার দড়ি এবং ক্লিপ একটি কাপড়ের থলিতে মুখবন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে তাহাতে ময়লা ধরিতে পারে না এবং টেঁকেও বেশী দিন।

প্রস্তুতির পূর্বে বাছাইয়ের মত যদি টাঙ্গাইতে দিবার এবং তুলিবার সময় বাছাই করা হয় তাহা হইলে পোশাক খুঁজিয়া বাহির করা এবং ইস্ত্রি করিবার সময় অনেক সুবিধা হয় এবং সময় নষ্ট হয় না। ধুতি, শাড়ী ও বিছানার চাদরের একটি থাক, শার্ট, পাঞ্জাবীর একটি থাক, প্যাণ্টের একটি থাক, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতির একটি থাক, বাচ্ছাদের পোশাকের একটি থাক, এইরূপ বিভিন্ন দলে ভাগ করিয়া লইলে পরের কাজগুলির অনেক সুবিধা হয়।

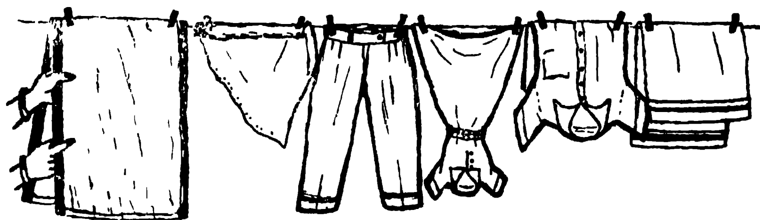
খুব বেশী হাওয়ার মধ্যে কাপড় টাঙ্গাইয়া দেওয়া উচিত নয়। ঝড়ের মত হাওয়ায় কাপড়ে ঝাঁকানি লাগিয়া মাঢ় কতকটা ঝরিয়া যায় এবং সুতায় খুব বেশী টান পড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইবার বা সুতা কমজোরী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। বাতাস যে দিকে বহে সে দিক করিয়া পোশাক টাঙ্গাইয়া দেওয়া উচিত, বাতাসের বিপরীতে



বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি কাপডগুলির খোলা মুখ নীচের দিকে করিয়া বাতাসের দিকে টাঙ্গাইবেন; অন্য রকমে বা বাতাসের বিপরীতে টাঙ্গাইলে ভিতরে বাতাস ঢুকিয়া কাপড ছিঁডিয়া যাইবে।

নয়। বাতাসের বিপরীতে দিলে বাতাসের টানে পোষাক ছিঁড়িয়া যাইতে পারে।

পোশাকের মোটা অংশ যেমন শার্টের গলার পটি, প্যান্টের কোমরের পটি, দড়ির উপর দিয়া টাঙ্গান উচিত। ধুতি, শাড়ী,



ক্লিপের মধ্যে বেশী কাপড় গুজিয়া টাঙ্গাইবেন। পোশাকের মোটা অংশে, যেমন প্যান্টের কোমর পটিতে, শার্টের কাঁধের পটিতে, স্কার্টের কোমর ও তলার পটিতে, ফ্রকের তলার পটিতে ক্লিপ আঁটিয়া টাঙ্গাইবেন। ধুতি, শাড়ী টাঙ্গাইবার পর পাড় ও আঁচলা হাতে করিয়া মাজিয়া দিবেন, ইহাতে ইস্ত্রি করিবার সময় সুবিধা হইবে।

চাদর প্রভৃতি দড়ির উভয় দিকে যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় দিয়া টাঙ্গান উচিত। কখনও দুই কোণে বা ধারে আঁটিয়া কাপড় টাঙ্গাইবেন না।

বিস্তৃত করিয়া দেওয়া টাঙ্গাইয়া দিবার সময় এবং টাঙ্গাইবার পরই কাপড়গুলি ভাল ভাবে বিস্তৃত করিয়া দিলে ইস্ত্রির কাজ অনেক কমিয়া যায়। বিছানার চাদর, বালিশের তোয়ালে ভাল ভাবে বিস্তৃত করিয়া শুকাইলে ইস্ত্রি করিবার একেবারেই প্রয়োজন হয় না। ধুতি, শাড়ী, এমন কি শার্ট, প্যান্টও ভাল করিয়া বিস্তৃত

করিয়া শুকাইলে ইস্ত্রি করিতে কম সময় লাগে এবং পরিশ্রমও কম হয়। কাপড় টাঙ্গাইতে দিবার পূর্বে সব সময় কাপড় খুলিয়া ঝাঁকানি দিয়া লইবেন, তাহাতে কাপড়ের ভাঁজ এবং কুঞ্চন দূর হইয়া যাইবে।

শুষ্ক করা সাদা কাপড সূর্য কিরণে শুকাইতে দিলে ভাল। সূর্য কিরণ পোশাককে সাদা করে। রঙ্গিল কাপড় সূর্য কিরণে দেওয়া চলিবে না; কারণ সূর্য কিবণ ভিজা কাপড় হইতে রং শোষণ কবিয়া লয়। রেশম এবং পশমের পোশাক ছায়ায় শুকাইতে দিতে হইবে।

কুয়াশাব মধ্যে কোন কাপড শুকাইতে দিবেন না। ইহা অবশ্য তূলা ও লিনেনের কাপড়ের কোন ক্ষতি করে না; কিন্তু কুয়াশার মধ্যে শুকাইলে পশম কোঁচকাইয়া যায়। কুয়াশার আর্দ্রতা কাপড়ের মাড় পাতলা করিয়া দেয় এবং কাপড়ের সুতাকে কমজোবী কবে।

জল ছিটান কাপড়ে আর্দ্রতা না থাকিলে ইস্ত্রি করা যায় না। সেই কারণে জল ছিটাইয়া শুষ্ক কাপড়কে আর্দ্র করিয়া লইতে হয়। সম ভাবে কাপড়ের সব জায়গায় জল ছিটানর উপর ইস্ত্রির ভালমন্দ নির্ভর করে।

ভাঁজ করা শুষ্ক কাপড় তুলিয়া আনিয়া এলোমেলো ভাবে ফেলিয়া রাখিলে পরে কাজের অসুবিধা হয়, ঘরের মধ্যে বেশী জায়গা দখল করিয়া থাকে এবং দেখিতেও বিশ্রী লাগে। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি চৌকা ভাবে ভাঁজ করিয়া উপর উপর চাপাইয়া রাখিলে দেখিতে সুন্দর লাগে এবং ইস্ত্রি করিবার

প্রয়োজন হয় না। জলছিটান কাপড় ভাঁজ করিয়া তাল পাকাইয়া রাখার মধ্যেও একটি প্রণালী আছে। শার্ট, প্যান্ট প্রভৃতি পোশাক ইস্ত্রি করিবার সময় যে ভাবে পাট করা হয় কতকটা সেই রকম ভাবে ভাঁজ করিয়া তারপর গোল করিয়া গুটাইয়া তাল পাকাইয়া রাখিতে হয়। ধুতি, শাড়ী প্রভৃতি লম্বালম্বি দু ভাঁজ করিয়া দুই দিকে দু জনে দুই কোণা করিয়া ধরিয়া কোণাকুণি টানিয়া সিধা করিয়া তাহার পর ছোট করিয়া ভাঁজ করিতে হয়।

ইস্ত্রি করা ইস্ত্রি করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। এই নিয়মগুলি যিনি ইস্ত্রি করেন তাহাকে সাহায্য করে মাত্র। ইস্ত্রি করা একটি শিল্পকলা। ইহার সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষ নির্ভর করে ইস্ত্রিকারীর ধৈর্য, যত্ন, মনোযোগ এবং মার্জিত রুচির উপর।

ইস্ত্রি করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

পাট করা ইস্ত্রি করিবার সময় বিশেষ ধরনের পোশাক বিশেষ ভাবে পাট করিতে হয়। ঠিক সেই ভাবে পাট করিলে পোশাকের গড়ন ঠিক থাকে এবং পরিধানকারীকে সুন্দর এবং সতেজ দেখায়। বিভিন্ন ধরনের এবং বর্ণের, নানা সূচীশিল্প করা পোশাক পরিধান করিবার উদ্দেশ্যই হইল নিজেকে সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ দেখান এবং অপরের চোখে নিজের আভিজাত্য ভাব ফুটাইয়া তোলা, কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে যদি পোশাকের পাট এবং ইস্ত্রি ঠিক মত না হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ইস্ত্রি করিবার নির্দেশের সঙ্গে পাট করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

ইস্ত্রি করিবার পর পাট করা কাপড় বাতাসে ঝুলাইয়া রাখা উচিত। কারণ ইস্ত্রির গরমে সব সময়ে পোশাকের মোটা অংশ এবং কাপড়ের ভিতরের ভাঁজ শুকায় না বা কাপড়ের জল এবং ইস্ত্রির গরম হইতে উদ্ভূত বাষ্প ভিতরে থাকিয়া যায় এবং বাতাসে না শুকাইয়া কাপড় সেই অবস্থায় রাখিয়া দিলে কাপড়ের সুতা কমজোরী হইয়া যায় এবং কাপড়ে ছাতা ধরিতে পারে। যে সমস্ত কাপড় কাচিবার সময় ছিঁড়িয়া গিয়াছে সেই সমস্ত কাপড় সামান্য ইস্ত্রি করিয়া এবং বেশী পাট না করিয়া সেলাই করিবার জন্য পৃথক করিয়া রাখা উচিত। ইহাতে ছেঁড়া জায়গা বাহির করিবার জন্য খোঁজাখুঁজি করিতে হইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

দাগ তুলিবার পদ্ধতি

দাগ তুলিবার পদ্ধতি অনুসরণ করিবার উদ্দেশ্য হইল সুতার কোন ক্ষতি না করিয়া অথবা যৎসামান্য ক্ষতি স্বীকার করিয়া পোশাকের বিজাতীয় বর্ণ দূব করা।

দাগ তুলিবার সময় যে দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে তাহা হইল—

১। সুতার উপাদান এবং রং,

২। দাগের কারণ এবং দাগ কত পুরাতন।

কি জাতীয় সুতায় পোশাক প্রস্তুত তাহা সর্বপ্রথম দেখিতে হইবে। তূলা, লিনেন প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ সুতা, পশম, রেশম প্রভৃতি প্রাণীজ সুতা এবং রেয়ন, নাইলন, টেরিলিন প্রভৃতি কৃত্রিম সুতা, প্রত্যেক জাতীয় সুতার দাগ তুলিবার প্রক্রিয়া এবং ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিভিন্ন রকম। যে প্রক্রিয়া এবং যে দ্রব্যে তূলাজাত পোশাকের দাগ অতি সহজে উঠিয়া যায়, সেই প্রক্রিয়া এবং সেই দ্রব্য ব্যবহারে পশম, রেশম বা রেয়নের পোশাকের দাগ একেবারে না উঠিতে পারে বা দাগ উঠিয়া যাইলেও পোশাকের ক্ষতি হইতে পারে।

রঙ্গিল বস্ত্রাদির দাগ তুলিবার সময় বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। প্রথমে দেখিতে হইবে পোশাকের আসল রং কাঁচা না পাকা। যদি রং কাঁচা হয় তাহা হইলে ঐরূপ রংয়ের পোশাক সাধারণ

ধোলাইয়ের জন্য যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা হয় তাহার সহিত দাগ তুলিবার দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে দাগ তুলিবার জন্য যে দ্রব্য ব্যবহার করা হইতেছে তাহা পোশাকের আসল বর্ণকে বিবর্ণ করিয়া দেয় কি না। যদি দাগ উঠিয়া যায় কিন্তু পোশাকের ঐ জায়গার আসল রং ফিকা হইয়া যায় বা অন্য রং হয় তাহা হইলে এক জাতীয় দাগের পরিবর্তে আর এক জাতীয় দাগ হইল এবং দাগ তুলিবার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইল। ফ্রক প্রভৃতি পোশাকের নীচের পটির ভিতর দিক বা পোশাকের যে অংশ বাহির হইতে দেখা যায় না সেই অংশে দাগ তুলিবার দ্রব্য লাগাইয়া প্রথমে দেখিতে হইবে রংয়ের কোন পরিবর্তন হইতেছে কি না, যদি না হয় তখন ঐ দ্রব্য দাগের জায়গায় ব্যবহার করা চলিবে।

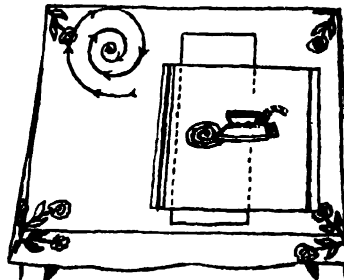
কোন জাতীয় দ্রব্য লাগিয়া দাগ হইয়াছে জানিতে পারিলে দাগ তোলা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দাগের কারণ জানিতে পারা যায় না। অজানা দাগ তুলিবার জন্য অতি সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। চোখে দেখিয়া, স্পর্শ করিয়া, গন্ধ শুকিয়া, দাগের রং দেখিয়া বা পোশাক পরিধানকারীর পেশা, যেমন ঔষধের দোকানে কাজ করে, কি কারখানায় কাজ করে ইত্যাদি জানিয়া অনেক সময় ধারণা করা যায় কি জাতীয় দাগ লাগিয়াছে। প্রথমে দাগের জায়গাটি ঠাণ্ডা জলে ডোবাইয়া যদি সুতা শক্ত হয় এবং পোশাকের রং পাকা হয় তাহা হইলে রগড়াইতে হইবে। ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া ধুইয়া ফেলিলে বহু রকম দাগ উঠিয়া যায়। তাহার পর সাবান

গোলা জল ঠাণ্ডা অবস্থায় পরে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় লাগাইয়া দাগ তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতেও দাগ না উঠিলে এসিড বা অন্য পরিষ্কারক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। প্রথমে জল মিশ্রিত মৃদু এসিড দিয়া দেখিতে হইবে। গাঢ় বা উগ্র এসিড এক বার ব্যবহার না করিয়া বার বার মৃদু এসিড ব্যবহার করিলে পোশাকের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। এক বার এসিড ব্যবহার করিবার পর পুনরায় এসিড ব্যবহার করিবাব পূর্বে ঐ জায়গাটি ঠাণ্ডা জলে ভাল কবিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। এসিড ব্যবহার শেষ হইবার পব পোশাকটি তুলিয়া রাখিবার পূর্বে ঐ জায়গাটি ক্ষার মিশ্রিত জলে ধুইয়া ফেলা উচিত। এসিড লাগান অবস্থায় রাখিয়া দিলে পোশাকের নিশ্চিত ক্ষতি হইবে। পরিশেষে বিবঞ্জন সামগ্রীর (bleaching agents) আশ্রয় লইতে হইবে। সাধারণ বিরঞ্জনে যে পরিমাণ ব্যবহৃত হয় দাগ তুলিবার জন্য সেই বিরঞ্জন দ্রব্য কিছু বেশী ঘন পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। সেই জন্য দাগ তুলিবার জন্য বিরঞ্জন প্রক্রিয়ায় সুতার কিছুটা ক্ষতি হইবেই। কিন্তু যখন বিবেচনা করিতে হইবে যে দাগ লাগা পোশাকটি বাতিল করিব কিংবা বিরঞ্জন দ্রব্যের সাহায্যে দাগ তুলিয়া পোশাকটি পরিধানযোগ্য করিয়া লইব তখন শেষোক্ত পন্থা গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই, যদিও তাহাতে পোশাকের আয়ু কিছু কমিয়া যায়। অজানা দাগ তুলিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলে ইহা জানিবার জন্য আমাদের সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতে হইবে যে—কোথায় আরম্ভ করিতে হইবে এবং কখন থামিতে হইবে।

সমস্ত রকম টাটকা দাগ অতি সহজেই উঠিয়া যায়, মুস্কিল হয় পুরাতন দাগ লইয়া। দুই এক বার ধোলাইয়ের পর অনেক ক্ষেত্রে দাগ স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় হইয়া যায়। সুতরাং দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা তুলিয়া ফেলা উচিত।

দাগ তুলিবার প্রক্রিয়া দাগ তুলিবার জন্য এসিড প্রভৃতি তরল জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করিবার সময় একটি এনামেল অথবা চিনামাটির গামলার উপর দাগের জায়গাটি ধরিতে হইবে। প্রথমে দাগটি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া ফোঁটা-ফেলা বা কাঁচের রড দিয়া এসিড দিবার পর সঙ্গে সঙ্গে অল্প গরম জল, বেশী গরম নয়, ঢালিতে হইবে। দাগ না উঠিলে পুনরায় ঐভাবে করিতে হইবে। মনে রাখা দরকার যে রাসায়নিক দ্রব্য এক বার বহুক্ষণ ধরিয়া লাগান অপেক্ষা বার বার অল্পক্ষণ করিয়া লাগাইলে সুতার ক্ষতি হয় না। যদি পর পর দুইটি এসিড ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথমটি লাগাইবার পর অল্প গরম জলে দাগের জায়গাটি ভাল করিয়া ধুইয়া লইয়া দ্বিতীয়টি লাগান দরকার।

মোম এবং চর্বিজাতীয় দাগ তুলিবার সময় প্রথমে একটি হাড়ের বা ভোঁতা ছুরি দিয়া আস্তে আস্তে বাড়তি মোম বা চর্বি তুলিয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর একটি টেবিলের উপর ব্লটিং কাগজ বা সাদা কাপড়ের টুকরা রাখিয়া কাপড়ে যে দিকে মোম বা চর্বি লাগিয়াছে সেই দিকটা রাখিতে হইবে। দাগের উল্টা



পিঠে অল্প গরম ইস্ত্রি, বেশী গরম নয়, দাগের বাহির দিক হইতে ভিতর দিকে চালাইতে হইবে। ইস্ত্রি বাহির দিক হইতে ভিতর দিকে টানিলে মোম বা চর্বি গলিয়া গিয়া নূতন জায়াগায় লাগিতে পারিবে না। তলার ব্লটিং কাগজ বা কাপড়ের টুকরা গলিত চর্বি শুষিয়া লইয়া ভিজিয়া গেলে তাহা পরিবর্তন করিয়া দিতে হইবে।

যেখানে দাগের উপর বুরুসে করিয়া কোন দ্রব্য লাগাইতে হয় সেখানে বুরুসটি দাগেব বাহিব দিক হইতে মধ্যখানের দিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া টানিতে হইবে। ইহাতে দাগ আর ছড়াইতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে টেবিলের উপর তোয়ালে বা মোটা নরম কাপড় রাখিয়া তাহার উপর দাগ তুলিতে থাকিলে ময়লা দ্রব্য নীচের কাপড় সঙ্গে সঙ্গে শুষিয়া লয়, নূতন জায়গায় ছড়াইয়া পড়িতে পারে না। এক খণ্ড বস্ত্র জলে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লইবার পর প্রথমে পাতিয়া তাহার উপর এক খণ্ড শুষ্ক বস্ত্র পাতিয়া তাহার উপর দাগ তুলিতে থাকিলে দাগ তুলিবার দ্রব্য নীচের কাপড়টি খুব তাড়াতাড়ি শুষিয়া লইবে না, ফলে দাগ তোলার দ্রব্য কম লাগিবে এবং কাজ ভাল হইবে।



দাগ তুলিবার রাসায়নিক দ্রব্য

এসেটিক এসিড—১০% ১০ ভাগ গ্লেসিয়াল এসেটিক (glacial acetic) এসিড ও ৯০ ভাগ পরিশ্রুত (distilled) জল। সাধারণ দাগ তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যে সমস্ত রঙ্গিল কাপড়

ধুইলে রং উঠিতে থাকে সেই সমস্ত কাপড়ের অধিকাংশ রং ওঠা বন্ধ করিবার জন্য ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়।

এসেটিক এসিড—২০% ২০ ভাগ গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড ও ৮০ ভাগ পবিশ্রুত জল। ক্ষারের দাগ তুলিবাব জন্য এবং কাপড়ের রং ওঠা বন্ধ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

এমোনিয়া—২৮% ২৮ ভাগ এমোনিয়া (ammonia) ও ৭২ ভাগ জল। ইহার অপেক্ষা বেশী ঘন ব্যবহার করিলে কাপড়ের রং উঠিয়া যাইতে পারে। এসিড লাগা দাগ তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট দানা ও এক বোতল জল। জল নাড়া দিয়া দানাগুলি গুলিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিতে হইবে। থিতাইবার পর উপরের স্বচ্ছ জল বোতলে করিয়া রাখিতে হইবে এবং দরকার মত ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা রঞ্জক দ্রব্য ; এইজন্য ইহা ব্যবহারের পর অক্‌জালিক (oxalic) এসিড প্রয়োগ করা উচিত। দাগের উপর পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট লাগাইবার পর জল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইবে। পরে এক গ্যালন জলে এক আউন্স অক্‌জালিক এসিড অথবা '১০-ঘনত্ব' (10 volumes) হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড (hydrogen peroxide) এক ভাগ ছয় ভাগ জলের সঙ্গে মিশাইয়া লাগাইবার পর ধুইয়া ফেলিতে হইবে। দাগ সম্পূর্ণ না ওঠা পর্যন্ত এই ভাবে লাগাইতে হইবে ; পরিশেষে পোশাকটি ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে যেন ভুল না হয়।

জ্যাভেল জল

৪৫০ গ্রাম কাপড় কাচা সোডা ২২৫ গ্রাম পান দিয়া খাইবার চুন
১ বোতল ফুটন্ত জল ১ বোতল ঠাণ্ডা জল

মাটির হাঁড়ি বা গামলায় সোডা দিয়া ফুটন্ত জল ঢালুন। অপর একটি পাত্রে ঠাণ্ডা চুনটি দিয়া দিন। এই দুইটি দ্রবণকে বেশ করিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া একত্রে মিশাইয়া রাখিয়া দিন। থিতাইয়া গেলে উপরের স্বচ্ছ জল তুলিয়া নিন এবং পরে ব্যবহারের জন্য অন্ধকার জায়গায় রাখিয়া দিন। একটি কড়ির জারে রাখিতে পারিলে ভাল। কিছুদিন থাকিবার পর যদি ঐ জল লালচে রং হইয়া যায় তাহা হইলেও কোন ক্ষতি নাই। থিতান চুনটি ভাল জীবাণু-ধ্বংসকারী হিসাবে নর্দমা প্রভৃতিতে দেওয়া যায়।

কোরা কাপড় এবং যে সমস্ত কাপড় ধূলা লাগিয়া ও বহু দিন ব্যবহারে হলদে হইয়া গিয়াছে সেই সমস্ত কাপড় শুভ্র করিতে ইহা একটি সার্থক বিরঞ্জন দ্রব্য। যতক্ষণ না দাগ উঠিয়া যায় ততক্ষণ সম পরিমাণ গরম জলে জ্যাভেল জল (javel water) মিশাইয়া পোশাকটি ডোবাইয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর নূতন নূতন পরিষ্কার জলে বার কয়েক পোশাকটি ধুইয়া লইয়া পরিশেষে জল মিশ্রিত এমোনিয়ায় ধুইয়া লইতে হইবে। জ্যাভেল জলে পোশাকে চুনের কড়া গন্ধ ছাড়ে; সেই জন্য এক টেবিল চামচ এমোনিয়ায় দুই বোতল জল মিশ্রিত করিয়া অথবা সাবান জলে ধুইয়া লইলে গন্ধ চলিয়া যায়। জ্যাভেল জলে পোশাক খুব বেশী সময় থাকিলে সুতা কমজোরী হইয়া যায়। জ্যাভেল জল

বিরঞ্জন দ্রব্য বলিয়া রঙ্গিল বস্ত্রে ব্যবহার করিলে রং উঠিয়া যাইবে। জ্যাভেল জলে কখনও কাপড় ফোটাইবেন না।

বার্নিশের দাগ তোলা

৪ আউন্স এমিল এসেটেট সি. পি. (amyl acetate c, p.)
৪ „ বুটিল „ „ (butil)
২ „ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (carbon tetrachloride)
২ „ বেঞ্জিন (benzine)
১ „ টেট্রাক্লোরেথেন (tetrachlorathene)

এই মিশ্রিত দ্রবণের বার্নিশ, কাঠে লাগাইবার পালিশ, নখ পালিশ প্রভৃতি সেলুলোস (cellulose) রং ও বার্নিশের দাগ তুলিবার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা আছে। সেলুলোস এসেটেটের পোশাকে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

জানালার রংয়ের দাগ তোলা

২ আউন্স টেট্রাক্লোরাইড্
২ „ এমিল এসেটেট সি. পি.
২ „ বুটিল এসেটেট সি. পি.
১ „ বেঞ্জিন
১ „ ওলিক এসিড (oelic acid)

ইহা সকল প্রকার সুতায় ও রংয়ে নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। দাগ তুলিবার পর রংয়ের কিছু অংশ পোশাকে লাগিয়া থাকিতে পারে, সে কারণে দাগ তুলিবার পরই পোশাকটি ধোলাই করিয়া লওয়া উচিত।

বিনা জলে দাগ তোলা

যে সমস্ত পোশাক জলে ধোওয়া চলে না সেই সমস্ত পোশাকের তৈলাক্ত এবং চর্বি জাতীয় দাগ তুলিবার জন্য নিম্নলিখিত জিনিসগুলি ব্যবহৃত হয়ঃ- কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, গ্যাসোলিন (gasoline), বেঞ্জিন, ন্যাপ্‌থা (naphtha), (ইহারা চর্বিদ্রাবক), সাজিমাটি, মাঢ় ও ব্লটিং কাগজ।

চর্বিদ্রাবক দ্রব্যগুলি চর্বি গলাইয়া দেয়, ফলে ইহা বিস্তৃত হইয়া কাপড়ের অন্য অংশে লাগিয়া যাইতে পারে ; সেই জন্য এই দ্রব্য গুলি ব্যবহার করিবার সময় তলায় ব্লটিং কাগজ বা কাপড় পূর্বে বর্ণিত প্রণালীতে রাখিয়া দাগের উপর লাগাইতে হয়।

সাজিমাটি বা অল্প জলে শুষ্ক মাঢ় মাখিয়া লইয়া দাগের উপর চাপাইয়া দিয়া দাগ শুষিয়া লইবার সময় দিতে হয়। পরে উহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া নরম বুরুশ দিয়া পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। সাজিমাটি ও মাঢ় চর্বিদ্রাবকের মত সমান কার্যকরী নয়।

দাগ তুলিবার বিশদ প্রণালী

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
আইডিন (iodine)	লালচে-পিঙ্গল টাটকা	জলে ধোওয়া যায় এরূপ সুতা	গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
	পুরাতন	সকল রকম সুতা	১। এলকোহল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ২। গরম সোডিয়াম থিয়োশালফেট (ফটোগ্রাফারের হাইপো), (sodium thiosulphate) দ্রবণে ভিজাইয়া রাখুন। ৩। জলে মাড মাখিয়া লাগান। দাগ শুষিয়া লইলে বুরুশে করিয়া ঝাড়িয়া ফেলুন।
আইসক্রিম (ice cream)		”	হাড়ের ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ফেলিয়া গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। প্রয়োজন হয় হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড জলকণা আকারে (স্প্রে) দিন। পরে ধুইয়া ফেলুন।
আঙ্গুরের রস	হলদে হইতে পিঙ্গল রং	”	বাষ্প নিক্ষেপক দিয়া বাষ্প দিন। অভাবে গ্লিসারিনে জায়গাটি ভিজাইয়া রাখুন, পরে ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সূতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
আলকাতরা	কাল	”	উপরি ভাগেব আলকাতবা চাঁচিয়া ফেলুন। তেল অথবা নরম চর্বি দিয়া অবশিষ্ট আলকাতরাকে নরম করিয়া চর্বি দ্রাবক দ্রব্য প্রযোগ করুন।
অ্যালবুমেন (albumen)	সাদা হইতে কাল সব রকম রং, সাধারণত শক্ত	”	১। ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। সম্পূর্ণ না উঠিলে অল্প গবম জলে ধুইযা ফেলুন। ২। বাষ্প নিক্ষেপক (steam gun) দিয়া অল্প পরিমাণ বাষ্প দিন।
এসিড (acid)	পাটল হইতে গাঢ় লাল রং	”	১। কযেক ফোঁটা এমোনিযা মিশ্রিত জলে কাপডের টুকবা ভিজাইয়া দাগেব উপব বুলাইয়া নিন। পরে শুষ্ক বস্ত্র খণ্ড দিযা ঘষিয়া ফেলুন। এমোনিয়া বেশী দিবেন না। কখনও কখনও শুধু এমোনিয়ার বোতল হইতে ধোঁয়া লাগাইলে দাগ উঠিযা যায়। ২। সোডিয়াম বাইকার্বোনেট (খাবাব সোডা) দাগের দুই পাশে লাগাইয়া জলে ভিজাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিন। পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
ঔষধ		”	১। ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। ২। এলকোহলে ডুবাইয়া নিন। ৩। বাষ্প নিক্ষেপক দিয়া বাষ্প দিন।
কফি	চা-এর ন্যায়	চা এব ন্যায়	চা-এর ন্যায়।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	স্থতা	দাগ তুলিবাব প্রণালী
১	২	৩	৪
কমলালেবুর রস	হলদে হইতে পিঙ্গল	সকল রকম স্থতা	১। বাষ্প-নিক্ষেপক দিয়া অথবা কেটলির নলের মুখ দিয়া বাষ্প দিন। ২। বেশী পুরাতন দাগ গ্লিসারিনে ভিজাইয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
কলার আঠা	পিঙ্গল	ফল-এর ন্যায়	ফল-এর ন্যায়।
কলাগাছের রস	”	”	”
কাদা	পাশুটে, টাটকা	সকল রকম স্থতা	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া সাবান দিন।
	পুরাতন	”	১। বুরুশে করিয়া ঝাড়িয়া ফেলুন। ২। সাবান জলে ধুইয়া ফেলুন। ৩। বস্ত্রখণ্ডে এলকোহল লাগাইয়া ধুইয়া ফেলুন।
কালি, লিখিবার	ব্লু-ব্ল্যাক	..	১। পাতিলেবুর রস ও লবণ দিয়া ভিজাইয়া অল্প সময় রোদে রাখুন। পরে সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। একেবারে সম্পূর্ণ না উঠিলে আবার করুন। ২। সল্টস্ অফ্ লেমন্ ছড়াইয়া দিয়া ফুটন্ত জল ঢালুন। পরে সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ৩। সাদা তুলা ও লিনেন বস্ত্র অকজালিক এসিড ও পরে জ্যাভেল জল দিয়া শুভ্র করুন। রেশম ও পশম বস্ত্র অকজালিক এসিড দিয়া শুভ্র করুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
		৩	৪
			৪। বাজারে কালির দাগ তুলিবার দ্রবণ বিক্রয় হয়। প্রস্তুত কারকের নির্দেশ মত ব্যবহার করুন।
	নীল	,,	ব্লু-ব্ল্যাকের মত।
	কাল	,,	,,
	লাল	,,	দাগের উপর অল্প গ্লিসারিন দিন, জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। দু তিন বার এরূপ করিবার পর সাবান জলে অল্প এমোনিয়া দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ইহার পরে দাগ থাকিলে ৩% হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দ্রবণে শুভ্র করুন। ইহার পরেও যদি দাগ থাকে তাহা হইলে আর উঠিবে না।
	সবুজ	,,	লাল-এর মত।
	চিরস্থায়ী	,,	পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ও অকজালিক এসিড পর পর ব্যবহার করুন। ধুইয়া ফেলুন।
	ডুপ্লিকেটিং মেশিনের (duplicating machine)	,,	ঘন এমোনিয়া দিন, ধুইয়া ফেলুন। দরকার মত পুনঃ পুনঃ করুন।
	ছাপার (printer's ink)	,,	তারপিন তেল বা চর্বি দিয়া ঘষুন। পরে ঘন সাবানের ফেনা ও গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
,,	মার্কা করিবার (marking)	,,	
,,	ওয়াটার প্রুফ		জানালার রং-এর মত
কার্বন (carbon)		,,	ঝুল-এর মত।
কোকাকোলা	হলদে হইতে পিঙ্গল বর্ণ	,,	পরিষ্কার জলে বেশ করিয়া ধুইবার পর নিঙড়াইয়া ঐ জায়গায় গ্লিসারিন (glycerin) দিন। একটি শক্ত বুরুশ বা হাড়ের ছুরি দিয়া ঘষিয়া জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
কোকো	চা-এর ন্যায়, চিনি মিশ্রণের জন্য কখনও কখনও শক্ত	চা-এর ন্যায়	চা-এর ন্যায়।
ক্ষার	পোশাকের রং পরিবর্তন বা নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।	সকল রকম সুতা	১। ২৫% এসেটিক বা ফরমিক এসিড দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলুন। ২। অল্প গরম জলে পাতিলেবুর রস বা ভিনিগার দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
কাঞ্জ			গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবাব প্রণালী
১	২	৩	৪
ঘাম	ফিকা হলদে হইতে ফিকা পিঙ্গল ; মাঝখান অপেক্ষা ধারের রং গাঢ়	তুলা ও লিনেন	১। ধোলাইয়েব পূর্বে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইযা রাখুন। ২। দাগের জায়গাটি অল্প গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইযা রোদে মেলিযা দিন ; শুকাইয়া আসিলে দু তিনবার ঠাণ্ডা জল ছিটাইযা ভিজাইয়া দিন যতক্ষণ না দাগ ওঠে। ৩। জ্যাভেল জল প্রয়োগ করুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	১। জল মিশ্রিত সোডিযাম হাইড্রো সালফাইট (sodium hydrosulphite) দ্রবণ লাগাইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইযা ফেলুন।
		রঙ্গিল পোশাক	২। উপরি উক্ত প্রণালীতে দাগ না উঠিলে সুতা অনুযাযী বিরঞ্জন দ্রব্য প্রয়োগ করুন। রঙ্গিল পোশাকের দাগ সাবান জল দিযা ধুইযা না উঠিলে পোশাকের রং বজায রাখিয়া ঘামেব দাগ তোলা অসম্ভব। পোশাকটি পুনরায রং করা ছাড়া উপায় নাই।
ঘাস	সবুজ রং টাটকা	সকল রকম সুতা	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন।
	পুরাতন	”	মেথিলেটেড স্পিরিট অথবা ৫০ : ৫০ এল্‌কোহল ও গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিডে ভিজাইয়া রাখুন যতক্ষণ না

দাগের উপর ফোঁটা ফেলিবার পদ্ধতি। এনামেল, কাঁচ বা চিনামাটির পাত্রের উপর দাগের অংশটি রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
			সবুজ রং উঠিয়া যায়। রঙ্গিল পোশাকের রং উঠিতে থাকিলে এমিল এসেটেট ব্যবহার করুন। বেশী পুরাতন ও দৃঢ় কঠিন দাগ তুলিবার জন্য বিরঞ্জন দ্রব্য দিয়া শুভ্র করুন।
চকোলেট	চা-এর ন্যায়	চা-এর ন্যায়	চা-এর ন্যায়।
চর্বি	পিঙ্গল হইতে কঠিন কাল রং	সকল রকম সুতা	যতটা সম্ভব চাঁচিয়া ফেলুন। পরে একটি ব্লটিং কাগজ পাতিয়া দাগের দিক তাহার উপরে রাখুন, উল্টাদিকে গরম ইস্ত্রি চালান যতক্ষণ না সমস্ত চর্বি গলিয়া যায় এবং কাগজে টানিয়া লয়।
	তরল	জলে ধোওয়া যায় এরূপ পোশাক	অত্যন্ত গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। রঙ্গিল কাপড়, পশম, রেশম ও রেয়নে অল্প গরম জল দিতে পারেন; ইহাতে না উঠিলে চর্বি দ্রাবক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে। ২। তারপিন তেল দিয়া ঘষুন।
		জলে ধোওয়া যায় না এরূপ পোশাক	১। দাগ শুষিয়া লইবার জন্য সাজিমাটি বা ফ্রেঞ্চ চক (french chalk) দিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখুন। পরে বুরুশ দিয়া আস্তে আস্তে ঝাড়িয়া ফেলুন। ২। চর্বি দ্রাবক দ্রব্য ব্যবহার করুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
চা হাল্কা হইতে গাঢ় পিঙ্গল (ব্রাউন বা ইটের) রং	টাটকা	তূলা ও লিনেন	দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে দাগের উপর ফুটন্ত জল ঢালুন। ধুইয়া ফেলুন পরে সিদ্ধ করুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	সঙ্গে সঙ্গে অল্প গরম জলে ডোবান ; বার বার ডোবান যতক্ষণ না দাগ ওঠে। পরে সুতার উপযুক্ত ধোলাই করুন।
	পুরাতন	তূলা ও লিনেন	১। দাগের জায়গাটি গামলার উপর রাখিয়া উপর হইতে গরম জল ঢালুন যাহাতে গরম জল বেগের সহিত দাগের উপর পড়ে। ২। এক রাত্রি গ্লিসারিনে ডোবাইয়া রাখুন। ৩। দাগের উপর সোহাগা ছড়াইয়া ফুটন্ত জল ঢালুন। ৪। জ্যাভেল জল দিয়া শুভ্র করুন।
		কোরা ও রঙ্গিল তূলা ও লিনেন	১। এক রাত্রি গ্লিসারিনে ডোবাইয়া রাখুন। ২। বেশী গরম সোহাগার দ্রবণে ডোবান। ৩। পাকা রঙের কাপড় সাবধানে জ্যাভেল জল দিয়া দাগ তোলা যায়।
		পশম, রেশম ও রেয়ন রেয়ন মিশ্রিত সুতা	১। অল্প গরম সোহাগা দ্রবণে ডোবান। ২। অল্প গরম হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দ্রবণে ডোবান। অল্প গরম সোডিয়াম পারবোবেট (perborate) দ্রবণে ডোবান।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্র'
১	২	৩	৪
চামড়া		তুলা ও লিনেন	১। অল্প গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ২। পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ও অকজালিক এসিড দিয়া শুভ্র করুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	যে কোন 'বিনা জলে' ধোলাইয়ের দ্রব্যে ভিজাইয়া রসায়ন ধোলাইয়ের সাবান লাগান। তাহার পর 'বিনা জলে' ধোলাই করুন।
চামড়ার কষ		সকল রকম সুতা	অকজালিক এসিড ও এমোনিয়া পর পর লাগান। পরে সাবান ও গরম জলে ধুইযা ফেলুন।
চিউইং গাম	ধূসর	"	গ্যাসোলিন, এলকোহল, ইথার বা ক্লোরোফর্ম দিয়া দাগ তুলুন। স্মরণ রাখিবেন প্রথম তিনটি দাহ্য পদার্থ ও শেষ দুইটি চৈতন্য-হারক (anæsthetic)।
চুলের ড্রেসিং দ্রব্য	সাদা ও সুগন্ধ	"	বাষ্প-নিক্ষেপক দিয়া বাষ্প দিন অথবা সাবান জলে ধুইয়া ফেলুন।
" টনিক	সুগন্ধ	"	১। ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। সম্পূর্ণ না উঠিলে ২।৪ ফোঁটা হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দিন। ২। বাষ্প-নিক্ষেপক দিয়া বাষ্প দিন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
„ কাল রং	পিঙ্গল হইতে কাল	„	১। ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ২। শুভ্রকরণ দ্রব্য ব্যবহার করুন।
ছাতা ধরা	ফুটকি ফুটকি টাটকা পাণ্ডটে রং	„	ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া রৌদ্রে মেলিয়া দিন; সম্পূর্ণ শুকাইবার পূর্বে জল ছিটাইয়া আরও দু একবার ভিজান।
	পুরাতন	তুলা ও লিনেন	জ্যাভেল জল দ্বারা শুভ্র করুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দ্বারা শুভ্র করুন।
জলের দাগ		সকল রকম সুতা	কেটলির নলের বাষ্প দিয়া জায়গাটি ভেজান। হাওয়ায় নাড়িয়া শুকাইয়া ফেলুন।
জ্যাম, জেলি, আচার		„	গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। প্রয়োজন হয় ২।৩ ফোঁটা হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দিন, পরে ধুইয়া ফেলুন।
বালসান দাগ		তুলা, লিনেন ও রেয়ন	বিরঞ্জন দ্রব্য প্রয়োগ করুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	এক কাপ ৩% হাইড্রোজেন পেরোক্সাইডে কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিন। সাদা কাপড় উহাতে ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া দাগের উপর দিন। তাহার উপর সাদা পাতলা কাপড় দিয়া মাঝারি গরম ইস্ত্রি দিয়া ইস্ত্রি করুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
ঝুল	কাল	তূলা ও লিনেন	সাবান জলে সারারাত ডোবাইয়া রাখুন, পরদিন সাবান জলে বেশ করিয়া রগড়াইয়া ধুইয়া ফেলুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	বিকালে ৪।৫ ঘণ্টা আর্দ্রকারক দ্রাবণে ভিজাইয়া রাখুন। সন্ধ্যা হইতে সারারাত অল্প ক্ষার বিশিষ্ট সাবান জলে ডোবাইয়া রাখুন। সকালে ধুইয়া ফেলুন।
টম্যাটোর রস	লাল বা পাটল	সকল রকম সুতা	জলে ধুইয়া গ্লিসারিন দিন। ধুইয়া ফেলুন। দাগ থাকিলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দিয়া শুভ্র করুন।
টাইপরাইটারের ফিতা	নানা রং	”	রসায়ন বা 'বিনা জলে' ধোলাইয়ের দ্রব্য ও ঐ সাবান দিন। পরিষ্কার করিয়া ফেলুন। দাগ থাকিলে অল্প গ্লিসারিন দিয়া কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিন। পরিষ্কার জলে ধুইয়া ফেলুন।
ডিম		”	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। 'অ্যালবুমেন' দেখুন।
ডুপ্লিকেটর কারেকটিং ফ্লুইড (correcting fluid)	পাটল হইতে লাল রং	”	কয়েক ফোঁটা এমিল এসেটেট দিন, বুরুশে করিয়া অল্প অল্প ঘা দিন, পরে বেশী করিয়া এমিল এসেটেট দিবার পর ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
তরকারী	হলদে	সকল রকম সুতা	ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। দাগ না উঠিলে গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। পরে সম্ভব হইলে সিদ্ধ করিয়া ধোলাই করুন।
তামাক	গাঢ় পিঙ্গল	”	১। হাইড্রোক্লোরিক (hydrochloric) এসিড ও এমোনিয়া জলমিশ্রিত অবস্থায় পর পর প্রয়োগ করিয়া অপর একটি বস্ত্রখণ্ড সাবান জলে ডোবাইয়া থুবিয়া লাগান। ২। গরম জলে ধুইয়া কয়েক ফোঁটা ফরমিক (forn ic) এসিড ২০% লাগান। ধুইয়া ফেলুন। যদি দাগ থাকে এলকোহল ও গ্লিসারিন সম পরিমাণে মিশাইয়া কয়েক ফোঁটা দিন। ধুইয়া ফেলুন।
তামার কষ	সবুজ	”	জলপাই (অলিভ) তেল দিয়া রগড়াইবার পর সাবান ও গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ইহাতে না উঠিলে মরচে তোলার দ্রবণ ব্যবহার করুন।
তেল,	কেরোসিন	”	গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
”	রেড়ি	”	গরম জল ঢালুন, পরে কয়েক ফোঁটা এসিডিউলেটেড (asidulated) এলকোহল দিন। ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
,, নারিকেল		,,	এলকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম বা কার্বন ডাইসাল-ফাইটে ভিজাইয়া রসায়ন ধোলাইয়ের সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। প্রথম উপাদান দুইটি দাহ্য- পদার্থ।
,, তুলাবীজ		,,	নারিকেল তেলের মত।
,, খনিজ		,,	,,
,, মেশিনের		,,	১। ঠাণ্ডা জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ২। তারপিন তেল দিয়া ঘষিয়া ধুইয়া ফেলুন।
তেলকালি, গাড়ীর চাকার		,,	তলায় ব্লটিং কাগজ বা কাপড় দিয়া জলপাই তেল দিয়া ঘষিয়া তুলিয়া ফেলুন। দরকার মত তলার কাগজ বা কাপড় পরিবর্তন করুন।
তেলধরা		চর্বির ন্যায়	চর্বির ন্যায়।
দুধ	হলদে হইতে পিঙ্গল রং	সকল রকম সুতা	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া অল্প গরম সাবান জলে ধুইয়া ফেলুন।
দুধের সর, ননী	,,	,,	,,
ধোঁয়া	কাল বা হলদে	,,	১। ৫% ক্রিওজল দ্রাবণে (creosol soluation) ৩।৪ ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিবার পর ধোলাই করুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
			২। রসায়ন ধোলাইয়ের দ্রাবক ও সাবান লাগান। ধোলাই করুন।
ধুনা		*	৯০% এলকোহল, ইথার বা কার্বন ডাইসালফাইট দিয়া হাড়ের ছুরি দিয়া দাগ তুলিয়া ফেলুন। প্রথম দুইটি উপাদান দাহ্য।
নখ পালিশ	ফিকা হইতে গাঢ় লাল ও শক্ত	” ”	এসেটোন অথবা কৃত্রিম সুতা হইলে এমিল এসেটেট প্রয়োগ করিয়া বুরুশ বা তোয়ালে দিয়া ঘষুন। পরে সাবান জলে বা মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়া ধোলাই করুন।
নীল	নীল রং	”	কাপড়ে নীল দেওয়া ঠিক মত না হইলে সিদ্ধ করুন। প্রয়োজন হইলে ভিনিগার বা মৃদু এসিড প্রয়োগ করিতে পারেন। ডেলা নীলে এই প্রক্রিয়া কার্যকরী। লৌহ-ঘটিত নীল ধুইবার পর কাপড়ে একটি হলদে ছোপ থাকিতে পারে। মরচের দাগ তোলার প্রক্রিয়ায় দাগ তুলুন।
পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট		”	অল্প গরম জলে ভিজাইয়া অকজালিক এসিড দিন। ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
পমেড	সাদা	”	অল্প গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
পালিশ, কাঠের		”	অধিকাংশ দাগ ধোলাইয়ের সঙ্গে উঠিয়া যায়। কিছু দাগ থাকিলে “বার্নিশের দাগ তোলা” (পৃষ্ঠা ৪৭) প্রয়োগ করুন।
” মোটর গাড়ীর	সাদা, চূর্ণ	”	১। রাসায়নিক ধোলাইয়ের সাবান দিবার পর কয়েক ফোঁটা রং তুলিবার তেল দিন। ২। সম্পূর্ণ দাগ তুলিবার জন্য রসায়ন বা “বিনা জলে” ধোলাই করুন।
” সোনা বা পিতল			রসায়ন ধোলাইয়ের সাবান দিয়া তাহার উপর এমিল এসেটেট দিন। চূর্ণগুলি সাবানে ভাসিয়া উঠিলে ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলুন।
” অন্য ধাতু	সাদা অথবা ফিকা হলদে	সকল রকম সুতা	ঠাণ্ডা জল ও সাবানে ধৌত করুন। সুতার রং উঠিয়া গেলে কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিলে রং ফিরিয়া আসিতে পারে।
” জুতার		”	চর্বি লাগাইয়া ঘষুন। তাহার পর গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
” ষ্টোভের		”	পিতলের ন্যায়।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
পিচ	কাল	”	গ্যাসোলিন, বেঞ্জিন, ইথার বা এলকোহল বস্ত্রখণ্ডে লইয়া লাগান। মনে রাখিবেন সব কয়টিই দাহ্য পদার্থ।
পিতলের কষ	সবুজ	”	জলপাই (অলিভ) তেল দিয়া রগড়াইবার পর সাবান ও গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ইহাতে না উঠিলে মরচে তোলার দ্রবণ ব্যবহার করুন।
পিন	গাঢ় পিঙ্গল অথবা কাল	”	জলে ধুইয়া সাবান ও কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিন। কিছু দাগ থাকিয়া গেলে কয়েক ফোঁটা জল মিশ্রিত হাইড্রোফ্লুওরিক (hydrofluoric) এসিড দিন। ধুইয়া ফেলুন।
পেনসিল, কপিইং		”	এলকোহলে ডুবাইয়া রং তুলিবার পর সাবান জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
” ভ্রূ রং করিবার কাল		”	ঘন সাবানের ফেনায় জায়গাটি ভিজাইয়া দিয়া কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিন। পরে জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
পোড়ার দাগ		”	ঝলসান দাগ দেখুন।
প্রস্রাব	গন্ধ	”	অল্প গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। হলদে ছোপ তুলিবার জন্য কয়েক ফোঁটা হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দিন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুত	দাগ তুলিব'র প্রণালী
১	২	৩	৪
ফল	হলদে হইতে পিঙ্গল, পাটল ও লাল রং	তূলা ও লিনেন	দাগের বিস্তার নিবারণের জন্য দাগের উপর লবণ দিন। ফুটন্ত জল চায়ের দাগ তোলার ন্যায় উপর হইতে ঢালুন। এইভাবে করুন যতক্ষণ না প্রায় সব দাগ উঠিয়া যায়। ধুইয়া ফেলুন, পরে সিদ্ধ করুন।
		অন্য সকল রকম সুতা	১। অল্প গরম জলে ডোবান। দাগ না ওঠা পর্যন্ত বার বার করুন। ২। অল্প গরম মৃদু ক্ষার দ্রবণে ডোবান।
ফুল	নানা রং	সকল রকম সুত	বেঞ্জল দিয়া জায়গাটি ভিজাইয়া দিয়া বুরুশ অথবা হাড়ের ছুরি দিয়া আস্তে আস্তে ঘষুন। তাহার পর অল্প এমিল বা বুটিল এসেটট দিবার পর বুরুশ দিয়া দাগ তুলুন। নিঙড়াইয়া শুকাইতে দিন।
ফ্লাই পেপার (fly paper)		”	গ্যাসোলিন, এলকোহল, ইথার বা ক্লোরোফর্ম দিয়া ধুইয়া ফেলুন। দাহ্য পদার্থ সাবধানে ব্যবহার করিবেন।
বসা (fat)		”	চর্বির দাগ তোলা দেখুন।
ব্রোঞ্জ		”	হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও এমোনিয়া পর পর লাগান। পরে সাবান ও গরম জলে ধুইয়া ফেলুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়,প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
বেঞ্জিন (benzoin)	পিঙ্গল	”	এলকোহল অথবা ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করুন। দাগ না উঠিলে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ও অকজালিক এসিড পর পর প্রয়োগ করুন। ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলুন।
ভেসলিন (vaseline)		”	১। কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া রাখুন। গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন। ২। রসায়ন ধোলাই করুন। দাগ থাকিলে কয়েক ফোঁটা হাইড্রোফ্লুওরিক এসিড দিন।
মদ্য	লাল হইতে লালচে পিঙ্গল এবং মদ্য গন্ধ	ফলের ন্যায়	ফলের ন্যায়।
মধু		সকল রকম সুতা	গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন। সাদা সুতা প্রয়োজন হইলে শুভ্র করুন।
মরচে	বিশিষ্ট হলদে অথবা হাল্কা পিঙ্গল রং	তুলা ও লিনেন	১। কালি, ব্লু-ব্ল্যাকের ১ ও ২নং প্রক্রিয়া।. ২। ১০% হাইড্রোফ্লুওরিক এসিড বা ১০% অকজালিক এসিড দুঃসাধ্য দাগে প্রয়োগ করুন। ৩। ব্যবসায়ীদের নির্দেশমত বাজারের মরচে তোলা দ্রবণ নিরাপদে ব্যবহার করা যায়।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুত	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
		অন্য সকল রকম সুতা	পূর্বে উক্ত প্রক্রিয়া, কেবল জল অল্প গরম ব্যবহার করিতে হইবে।
মার্কোক্রোম লোশন (lotio mercurochrome)	লাল	তূলা ও লিনেন	পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ও অক্জালিক এসিড পর পর প্রযোগ করুন। ধুইয়া ফেলুন।
		রেশম ও পশম	এলকোহল ও গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড সম পরিমাণে মিশাইয়া লাগান। ধুইয়া ফেলুন।
মাখন	গন্ধ	চর্বির ন্যায়	চর্বির ন্যায়।
মাতৃ দুগ্ধ		সকল রকম সুতা	১। ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। ২। বাষ্প-নিক্ষেপক দিয়া বাষ্প দিন।
মাংসের রস		”	খুব অল্প গরম জলে ধুইয়া তাহার পর সাবান দিন।
মাড়	সাদা	”	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন।
মোচার আঠা		”	কলার আঠা দেখুন।
মোম		চর্বির ন্যায়	চর্বির ন্যায়।
মোহর করিবার গালা (sealing wax)		সকল রকম সুতা	স্পিরিট গরম করিয়া দাগের জায়গাটি ডুবাইয়া রাখুন। গালা নরম হইলে হাড়ের ছুরি দিয়া তুলিয়া ফেলুন। পুনরায় অল্প গরম দ্রাবকে ডুবাইয়া লইয়া

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবাব সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবাব প্রণালী
১	২	৩	৪
			দুই আঙ্গুল দিযা ঘষিয়া অবশিষ্ট গালা তুলিয়া ফেলুন। সঙ্গে সঙ্গে ধোলাই করুন।
রক্ত	লালচে পিঙ্গল হইতে কাল ; শক্ত	জলে ধোওয়া যায় এরূপ পোশাক	১। এক টেবিল চামচ লবণ ১ বোতল ঠাণ্ডা জলে দিয়া ভিজাইয়া রাখুন এবং রগডাইয়া দাগ তুলুন। অল্প দাগ থাকিয়া গেলে সুতা অনুযাযী সোডিয়াম পারবোরেট (sodium perborate) বা হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দ্রবণে অথবা জ্যাভেল জলে শুভ্র করুন। ২। অল্প গরম জলে ধুইয়া দাগ তুলুন। ৩। এক বোতল জলে কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিযা দাগ তুলুন।
		জলে ধোওয়া যায় না এরূপ পোশাক	ঠাণ্ডা জলে মাড গুলিয়া দাগের উপর চাপাইয়া কিছুক্ষণ রাখুন। পরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া শুকাইয়া লউন। দাগ সম্পূর্ণ না উঠিলে আবাব ঐরূপ করুন।
রঞ্জন		সকল রকম সুতা	ধুনা দেখুন।
রবার	পিঙ্গল হইতে কাল ; চটচটে	”	ওলিক এসিড ও কার্বন ডাইসালফাইটে ভিজাইয়া হাডের ছুরি দিযা দাগ তুলিয়া রসায়ন ধোলাই করুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রণালী	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
রং, কাপড়ের,	টাটকা	”	ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন।
	পুরাতন	”	ঠাণ্ডা জলে না উঠিলে বিরঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার করুন।
” টকটকে লাল		”	এসেটেট বা কৃত্রিম সুতায় এমিল এসেটেট প্রয়োগ করুন। ধুইয়া ফেলুন।
” জেনসিয়ান ভায়োলেট (gentian violet)		”	প্রথমে এলকোহল ও গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড সম পরিমাণে মিশাইয়া পাঁচ মিনিট ভিজাইয়া রাখুন। ধুইয়া ফেলুন। পরে ০·৫% বিরঞ্জন দ্রবণে ডোবাইয়া নিন।
” মেথিলিন ব্লু (methylene blue)		”	টাটকা দাগে এলকোহল ও পুরাতন দাগে (pyridin sulfate) পাইরিডিন সালফেট দিন।
” এনামেল	চকচকে; শক্ত	সকল রকম সুতা	জানালার রং-এর দাগ তুলিবার দ্রবণ লাগাইবার পর রাসায়নিক ধোলাইয়ের সাবান লাগান। সমস্ত রং গলিয়া গেলে পোশাকটি ধোলাই করুন।
” এলুমিনিয়াম	রূপালী	”	রাসায়নিক ধোলাইয়ের সাবান লাগাইয়া তাহার উপর এমিল এসেটেট দিন। পোশাকটি ধোলাই করুন।
” বার্নিশ		”	“বার্নিশের দাগ তোলা” (পৃষ্ঠা ৪৭) দেখুন।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	স্থতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
„ জানালা, লোহার		„	“জানালার রং-এর দাগ তোলা” (পৃষ্ঠা ৪৭) দেখুন। টাটকা দাগ হলদে সাবান ও জল দিয়া ধুইলে উঠিয়া যায়, যদি পোশাক জলে কাচা সম্ভব হয়। বহু পুরাতন দাগ বেঞ্জল প্রযোগে উঠিয়া যায়।
„ চিত্রকরের তেল রং			চিত্রকরের, জানালার প্রভৃতি বহু রকমের তেল রং অল্প ক্ষার বিশিষ্ট সাবানের ঘন দ্রাবণে দুই অথবা তিন দিন ভিজাইযা রাখিলে উঠিযা যায়।
রুজ	লাল বা পটল রং	„	প্রথমে চর্বি দ্রাবকে ২।৩ ঘণ্টা ভিজাইযা রাখিয়া তৈল এবং চর্বিজাতীয পদার্থ দূর করিতে হইবে, পরে এলকোহল দিয়া রং উঠাইতে হইবে। ইহার পরেও যদি দাগ থাকে তাহা হইলে তাহা লৌহঘটিত এবং ইহা মরচে তোলা প্রক্রিয়ায দূর করিতে হইবে। ইহার পরে ধোলাই করিবার পর যদি দাগ থাকে তাহা হইলে দূর করা অসাধ্য।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায় প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
লিপষ্টিক	„	„	রুজ-এর মত
হলুদ বাটা	হলদে হইতে পিঙ্গ:	সকল রকম সুতা	১। জায়গাটি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া অল্প গরম গ্লিসারিন দিন। গরম জলে ধুইয়া কয়েক ফোঁটা জল মিশ্রিত ফরমিক এসিড দিবার পর ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলুন। হলদে রং থাকিয়া গেলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড দিয়া শুভ্র করুন। ২। এলকোহল প্রয়োগ করুন।
হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড		„	ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
শিশা		„	গরম জল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
শিরিস		„	গরম জলে ধুইয়া ফেলুন। দাগ বহু পুরাতন হইলে সাদা সুতায় ভিনিগার দিন।
শ্লেষ্মা		„	১। এক বোতল জলে দুই টেবিল চামচ লবণ দিয়া কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখুন। মোটা কাপড় হইলে দ্বিগুণ লবণ দিন। ২। অল্প গরম সাবান জলে ধুইয়া ফেলুন। ৩ সিদ্ধ করিলে জীবাণু শোধিত হয়।

দাগের কারণ	অজানা দাগ চিনিবার সম্ভাব্য উপায়/প্রকৃতি	সুতা	দাগ তুলিবার প্রণালী
১	২	৩	৪
সবজি		”	ঠাণ্ডা জল দিয়া ধুইয়া ফেলুন।
সরবৎ		”	খুব অল্প গরম জলে ধুইয়া ফেলুন।
সরিষা	হলদে হইতে পিঃ	”	হলুদ বাটার ন্যায়।
সেন্ট	গন্ধ	*	ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া কয়েক ফোঁটা গ্লিসারিন দিন। পরে ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। ইহার পরে যদি দাগের মত দেখা যায় তাহা হইলে বস্ত্রখণ্ড এলকোহলে ভিজাইয়া সাবধানে রগড়ান।



বেগে বা বেশী জোরে গরম জল দিতে হইলে কেটলি বাম দিকের ন্যায় বেশী উঁচুতে ধরিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

জল

জল পরিষ্কার করিবার প্রধান উপাদান। বিশ্বের যাহা কিছু ইহা স্পর্শ করে তাহারই কিছু অংশ ইহা নিজের মধ্যে মিশাইয়া লয়। সেই কারণে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় জল পাওয়া দুষ্কর। এমন কি বৃষ্টির জল যাহা মেঘ হইতে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অবস্থায় পড়ে তাহার মধ্যেও কিছু বাষ্প এবং ধূলিকণা থাকে। প্রকৃতির নিকট হইতে যে জল পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বৃষ্টির জল সর্বাপেক্ষা উত্তম। কিন্তু তাহা সব সময় পাওয়া সম্ভব নয়। অন্য জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি লবণ এবং কার্বোনেট, বাইকার্বোনেট প্রভৃতি বাষ্প থাকে। কাপড় পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জলকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, যথা, খর জল ও মৃদু জল। মৃদু জল কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য দরকার। যদি মৃদু জল পাওয়া না যায় তাহা হইলে কাপড় কাচিবার পূর্বে খর জলকে মৃদু করিয়া লইতে হইবে।

খর জল খর জল সাবান নষ্ট করে এবং আধারের গায়ে একটি সূক্ষ্ম আস্তরণ সৃষ্টি করে। সেই জন্য কাপড় পরিষ্কার করিবার পক্ষে খর জল অনুপযুক্ত। খর জলকে মৃদু করিয়া কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার করা উচিত।

খর জল তিন প্রকারের, যথা, (১) অস্থায়ী, (২) স্থায়ী ও (৩) সামগ্রিক (অস্থায়ী ও স্থায়ী খরতার যোগফল)। অস্থায়ী

খর জলে কার্বোনেট ও বাইকার্বোনেট থাকে এবং সিদ্ধ করিলে উহা দূরীভূত হইয়া জল মৃদু হয়। স্থায়ী খর জলে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে এবং কেবল-মাত্র রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে ইহাদের দূর করা যায়। সাধারণত ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমাণে থাকে ; কিন্তু স্থান বিশেষের জলে এই পবিমাণের তাবতম্যও হয়।

জলের খবতাকে ডিগ্রীতে প্রকাশ করা হয় এবং প্রতি ডিগ্রী খরতার অর্থ প্রতি গ্যালন (প্রায় ৪½ লিটার) জলে এক গ্রেণ ক্যালসিয়াম। জলের খরতা চার ডিগ্রীব কম থাকিলে তাহাকে মৃদু জল বলা হয় এবং কুড়ি ডিগ্রীর বেশী থাকিলে তাহাকে অত্যন্ত খর জল বলে।

খর জল মৃদু করিবার পদ্ধতি অস্থায়ী খর জলকে কিছুক্ষণ ফোটাইলে মৃদু হইয়া যায়।

স্থায়ী খর জলকে কাপড় কাচিবার জন্য মৃদু করিতে যে সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করা যায় তাহাব মধ্যে কাপড়-কাচা সোডা সর্বাপেক্ষা সস্তা।

জিওলাইট-জল-মৃদুকারক যন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প খরচে জল মৃদু করা যায়। এই যন্ত্র ব্যবহারে বহু পরিমাণ পরিষ্কারক দ্রব্যের সাশ্রয় হয়। একটি বড় ধৌতাগারের দেড় বা দুই বৎসরেব সাশ্রয়ে এই যন্ত্রের দাম উঠিয়া যায়।

কাপড় কাচা সোডা (সোডিয়াম কার্বোনেট) ইহা অস্থায়ী ও স্থায়ী উভয় প্রকার খর জলকে মৃদু করে।

সোডার দ্রবণ সময়ের কথা মনে রাখিতে হইবে। গরম জলে সোডা দিলে ইহা এক মিনিটেরও কম সময়ে গলিয়া যায় কিন্তু ঠাণ্ডা জলে দিলে ইহা গলিতে অন্তত দশ মিনিট সময় লাগে, এক ঘণ্টাও লাগিতে পারে। সোডা জলে সম্পূর্ণ গলিয়া যাইবার পূর্বে সাবান দেওয়া উচিত নয়। লেখক দেখিয়াছেন যে বহু গৃহিণী এই ভুল করেন। তাহারা কেহ কেহ কাপড় সিদ্ধ করিবার সময় জলে প্রথমে সাবান দেন এবং সাবান গলিয়া যাইবার পর সোডা দেন; আবার কেহ কেহ জলে সোডা দিবার অব্যবহিত পরে, সোডা গলিয়া যাইবাব পূর্বেই, সাবান দেন। সোডা ব্যবহার করিবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে না জানিবার জন্য তাহারা এইরূপ করেন, ফলে সাবান খরচ প্রায় পাঁচ গুণ হয়, কাপড় কাচিবার পর ধবধবে সাদা হয় না ও জলে সাবান দিবার পব সোডা দিবার জন্য জলে ক্ষারত্ব বেশী থাকে এবং তাহার জন্য সুতার ক্ষতি হয়। সোডা গলিবার পূর্বে সাবান দিলে জলের খরতা সাবানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সাবান নষ্ট করিয়া দিবে। সাবান-সোডা মিশ্রিত চূর্ণ সাবান কার্যকরী নয় কাবণ সোডা জলে মিশিয়া তাহার কাজ করিবার পূর্বেই জলের খরতা সাবানের ক্ষমতা হ্রাস করিয়া দেয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সোডা ব্যবহার করা উচিত নয় কারণ অতিরিক্ত সোডা সাবানের কার্যকরী ক্ষমতাকে কমাইয়া দেয় এবং কাপড়ের সুতার বিশেষ ক্ষতি করে। খর জল মৃদু করিবার জন্য কি পরিমাণ কাপড় কাচা সোডার প্রয়োজন তাহা পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল। ইহা ছাড়া সাবানের ফেনা এবং পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য জলে সোডা দেওয়া দরকার, তাহার পরিমাণ ৭৭

পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। দেখিতে হইবে সোডা এই দুইটি পরিমাণের যোগফলের উপরে না যায়।

প্রতি ডিগ্রী খরতার জন্য দুই গ্রেণ সোডা দরকার। সাবান প্রতি ডিগ্রী খরতার জন্য দরকার দশ গ্রেন অর্থাৎ সোডার **পাঁচ** গুণ।

২০° খর জল মৃদু করিতে সোডা ও সাবানের হিসাব

১ গ্রাম=১৫.৪৩২১ গ্রেণ।

জলের ২০° খরতাব অর্থ এক গ্যালন জলে ২০ গ্রেণ ক্যালসিয়াম আছে। ২০ গ্রেণ ক্যালসিয়ামকে মৃদু করিতে ২০×২=৪০ গ্রেণ সোডা প্রয়োজন।

∴ এক শত গ্যালন এইরূপ জল মৃদু করিবার জন্য প্রয়োজন ২০×২×১০০=৪০০০ গ্রেণ বা ৪০০০÷১৫.৪৩২১=প্রায় ২৬০ গ্রাম সোডা অর্থাৎ প্রতি ১ লিটার জলের জন্য প্রায় ½ গ্রাম সোডা।

এক শত গ্যালন এইরূপ জল মৃদু করিবার জন্য সাবানের প্রয়োজন ২৬০×৫=১৩০০ গ্রাম।

সাবান ও সোডা ব্যবহারের তুলনামূলক বিচার যদি একটি সংসারে মাসে ১০০ গ্যালন বা ৪৫০ লিটার সাবান গোলা জল দরকার হয় এবং সমস্ত জলেই যদি কেবলমাত্র সাবান ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে জল মৃদু করিবার জন্য লাগিবে ১৩০০ গ্রাম এবং ফেনা করিবার জন্য লাগিবে প্রায় ১৬০০ গ্রাম, মোট ২৯০০ গ্রাম। দাম টাকা ৬.৩৮ (প্রতি কিলোগ্রাম ২.২০ হিসাবে)।

কিন্তু যদি উপযুক্ত পরিমাণে সোডা দিয়া সাবান ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে জল মৃদু করিবার জন্য সোডা লাগিবে ২৬০ গ্রাম

এবং সাবানের ফেনা তৈয়ারীর সাহায্য করিতে লাগিবে ১৬০০ গ্রাম, মোট ১৮৬০ গ্রাম সোডা এবং সাবান লাগিবে কেবল ১৬০০ গ্রাম। সোডার দাম টাকা ১·৪৮ (প্রতি কিলোগ্রাম ·৮০ পয়সা হিসাবে) এবং সাবানের দাম টাকা ৩·৫১=মোট টাকা ৪ ০০।

সুতরাং সোডা ও সাবান নির্দিষ্ট এবং আবশ্যক মত পরিমাণে ব্যবহার করিলে, সর্বোৎকৃষ্ট ধোলাই করিয়া এবং পোশাকের স্থায়িত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী দিন বজায় রাখিয়াও একটি সংসারে প্রতি মাসে সাশ্রয় হইবে আনুমানিক টাকা ১·৩৮।

উপরি উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে প্রতি গ্যালন (৪½ লিটার) খর জলের প্রতি ডিগ্রী খরতাকে মৃদু করিতে ২ গ্রেণ সোডা দরকার। ১ লিটার মৃদু জলের জন্য প্রায় ৩½ গ্রাম সোডা ও প্রায় ৩½ গ্রাম সাবানের প্রয়োজন। কাপড় বেশী ময়লা হইলে সোডা ও সাবান কিছু বেশী প্রয়োজন হইতে পারে।

জল মৃদুকারক অন্যান্য সামগ্রী জল মৃদু করিবার জন্য যদি সোডা ঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে জলে বাড়তি সোডা থাকে না এবং সেই মৃদু জল সকল রকম সুতার বস্ত্র কাচিবার জন্য ব্যবহার করা যায়। কিন্তু গাণীতিক অভ্রান্ততা সব সময় সম্ভব নয়। সেইজন্য রেশম, পশম প্রভৃতি যে সমস্ত সুতার পক্ষে সোডা ক্ষার ক্ষতিকারক সেই সমস্ত সুতার কাপড় কাচিবার জলে অন্য ক্ষার ব্যবহার করা দরকার। চুন এবং কষ্টিক সোডা দিয়া জল মৃদু করা যায় কিন্তু নানা কারণে ইহারা বর্জনীয়। যে সমস্ত স্থানের জল অত্যন্ত খর সেই সমস্ত স্থানের

প্রধানত যন্ত্র চালিত ধৌতাগাব সোডিয়াম হেক্সামেটাফস্‌ফেট্‌ (sodium hexameta phosphate) জল মৃদু করিতে ব্যবহার করেন।

এমোনিয়া এমোনিয়া গ্যাস হইতে প্রস্তুত তরল দ্রবণ। সোডায় ক্ষতিকারক সুতার কাপড় কাচিবার জল ইহার সাহায্যে মৃদু করা হয়। স্মরণ রাখা দরকার যে বিভিন্ন প্রস্তুতকারক বিভিন্ন শক্তিতে ইহা বিক্রয় করেন এবং জলে বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে ইহা রেয়নের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট করে, প্রাণীজ সুতার ক্ষতি করে এবং রঙ্গিল বস্ত্রের রং নষ্ট করিয়া দেয়। সাধারণত ১০% দ্রবণ ব্যবহৃত হয়।

সোহাগা ইহা মৃদু ক্ষার। কিন্তু ইহা কেবল ২০° ডিগ্রীর বেশী খর জলে কার্যকরী এবং ব্যবহারেও ২০° ডিগ্রীর নীচে খরতা কমাইতে পারে না।

জলে লৌহঘটিত পদার্থের অবস্থিতি জানিবার উপায়

প্রয়োজনীয় দ্রব্য

১। ৪ আউন্স পরিশ্রুত জলে ২০ গ্রাম সোডিয়াম থিয়োসায়ানেট (সোডিয়াম সালফোসায়ানেট) (sodium theocyanate, sulfocyanate) দ্রবণ।

২। অল্প পরিমাণ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড (মিউরিয়াটিক এসিড) (hydrochloric, muriatic acid)।

৩। ২টি কাঁচের পরীক্ষা নল।

৪। ২টি ফোঁটা-ফেলা।

পদ্ধতি

পরীক্ষণীয় জল দিয়া পরীক্ষা নল দুইটির অর্ধেক করিয়া পূর্ণ করুন।

প্রত্যেক নলে পাঁচ ফোঁটা করিয়া গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিড দিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া নিন।

একটি পরীক্ষা নলে ১০ ফোঁটা সোডিয়াম থিয়োসায়ানেট দ্রবণ দিন। ভাল করিয়া নাড়িয়া ৫ মিনিট রাখিয়া দিন। দুইটি নলের দ্রবণ লক্ষ করুন। যে নলে সোডিয়াম থিয়োসায়ানেট দেওয়া হইয়াছে যদি সেই নলের দ্রবণ পাটল রংয়ের হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে কাপড়ে হলদে ছোপ ধরিবার মত যথেষ্ট লৌহঘটিত পদার্থ জলে আছে।

এরূপ ক্ষেত্রে মরচে অপসারণকারী দ্রব্য জলে মিশাইতে হইবে।

জলের সামগ্রিক খরতা জানিবার সহজ উপায়

প্রয়োজনীয় দ্রব্য

১। একটি ছিপীসমেত বোতল।

২। অনুমোদিত সাবানের দ্রবণ (soap solution)।

৩। ফোঁটা-ফেলা।

পদ্ধতি

২৫ সি. সি পরীক্ষণীয় জল বোতলে নিন। ফোঁটা ফেলার সাহায্যে এক ফোঁটা সাবানের দ্রবণ ঐ জলে দিন।

বোতলটি ভাল করিয়া নাড়িয়া দেখুন ফেনা হইয়াছে কিনা; যদি না হয় আর এক ফোঁটা সাবানের দ্রবণ দিন।

এক ফোঁটা করিয়া সাবানের দ্রবণ দিন এবং ফেনা করিবার জন্য বোতলটি নাড়িতে থাকুন। ফোঁটার সংখ্যা স্মরণ রাখুন।

যতক্ষণ না ভাল ফেনা হয় এবং বোতলটি রাখিয়া দিলে সেই ফেনা ৩ মিনিটকাল স্থায়ী হয় ততক্ষণ এই ভাবে দিন।

হিসাব এইবার যে কয় ফোঁটা সাবানের দ্রবণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সংখ্যা হইতে ২ ফোঁটা বাদ দিন। ধরুন ২০ ফোঁটা সাবানের দ্রবণ দিয়াছেন, তাহা হইলে ২০ হইতে ২ বাদ দিয়া ১৮ সংখ্যা হইল। প্রতি ফোঁটা=প্রতি দশ লক্ষে এক ভাগ এককের ৪ একক। ∴ ১৮ ফোঁটা=১৮×৪=৭২ একক। প্রতি দশ লক্ষে এক ভাগ একককে প্রতি গ্যালনে গ্রেণের হিসাব করিতে ১৭'১ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ∴ ৭২÷১৭'১=৪'২১ গ্রেণ। তাহা হইলে জলের সামগ্রিক খরতা হইল ৪'২১°।

জলের অস্থায়ী খরতা নির্ণয় পদ্ধতি

পূর্বোক্ত পরীক্ষণীয় জলের ৫০ সি. সি একটি সাদা কাঁচের বোতলে নিন।

৩ ফোঁটা মেথিল অরেঞ্জ (methyl orange) দিন।

তাহাতে N/10 হাইড্রোক্লোরিক এসিড ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ফেলুন যতক্ষণ না হলদে রং লাল রংয়ে পরিবর্তিত হয়।

ফোঁটার সংখ্যা গণনা করুন। প্রতি ফোঁটা N/10 এসিড= ০'৪ গ্রেণ অস্থায়ী খরতা।

যদি ৫ ফোঁটা N/10 এসিড দেওয়া হয়, তাহা হইলে অস্থায়ী খরতা হইবে ০'৪×৫=২ গ্রেণ।

জলের স্থায়ী খরতা নির্ণয় পদ্ধতি

সামগ্রিক খরতা হইতে অস্থায়ী খরতা বিয়োগ দিলে স্থায়ী খরতা পাওয়া যাইবে।

যেখানে পৌরসংস্থা কর্তৃক জল সরবরাহ করা হয়, সেখানে পৌরসংস্থার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে জলের খরতা সম্বন্ধে জানা যাইবে।

পরিমাণ কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য কি পরিমাণ জলের দরকার তাহা পারিবারিক ক্ষেত্রে জানিবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু ধৌতাগারের পক্ষে জানা দরকার বিশেষ করিয়া যেখানে জল সরবরাহ পবিমিত। যেখানে জলের জন্য কর দিতে হয় সেখানে জলের অপচয়ে অকারণে অর্থ ব্যয় হয়। আবার জল প্রয়োজনের কম ব্যবহার করিলে কাপড় ভাল পরিষ্কার হয় না।

কেবলমাত্র ভিজাইবার জন্য কাপড়ের ওজনের প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ ওজনের জল দরকার।

সিদ্ধ করিবার পাত্রে এবং কলে ধৌত করিবার পাত্রে সাবান জলের উচ্চতা কাপড় হইতে ৫ হইতে ৮ ইঞ্চি উপরে হইলে সাবানের কাজ ভাল হয়। ঠাণ্ডা অথবা অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া কাপড় রগড়াইয়া পরিষ্কার করিবার সময়ও কমপক্ষে ঐ পরিমাণ জল থাকা দরকার।

সাবান জলে কাচিবার পর কাপড় ধুইবার সময় জল বেশী থাকা দরকার তাহাতে কম সংখ্যক বার জল পরিবর্তন করিয়া ধুইলে কাপড় ভাল ভাবে পরিষ্কার হইয়া যায়।

১০টি করিয়া মিলের কাপড়ের ওজন

(প্রত্যেক রকমের পোশাকের নানা প্রকার মাঝারি ও মিহি সুতার কাপড় একত্রে লওয়া হইয়াছে)।

পোশাক	ওজন/গ্রাম	পোশাক	ওজন/গ্রাম
ধুতি	৩৫৩০	(প্রমাণ মাপের, ৩২-৩৮")	
শাড়ী, ছিটের	৪৩৫০	পাঞ্জাবি, লংক্লথের	২১০৫
শার্ট, ছিটের		„ , আদ্দির	৯৭০
(৩২-৩৮" মাপের)	২৭৭০	ফতুয়া	১৭০০
(২৬-৩০" „)	২০৪০	ব্লাউজ	৫১৫
„ , পপলিনের		সায়া	২২৩৫
(৩২-৩৮" মাপের)	২০২০	হাফ প্যান্ট	১৯৫০
(২৬-৩০" „)	১৮৫০	হাওয়াই শার্ট	২০৭৫

সপ্তম অধ্যায়

সাবান

সাবান কি ? সাবান চর্বি ও ক্ষার সংমিশ্রণে প্রস্তুত পরিষ্কারক দ্রব্য। জন্তুর চর্বি, নারিকেল তৈল, তূলাবীজ তৈল, জলপাই তৈল এবং তালজাতীয় বৃক্ষের তৈল সাবান তৈয়ারীর চর্বি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কষ্টিক সোডা ও কষ্টিক পটাশ সাবানের ক্ষার হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সাবানের কাজ কি ? কাপড়েব ময়লা পরিষ্কাব করিতে সাবান নিম্নলিখিত ভাবে কাজ করে।

জলের প্রসারণ ক্ষমতা ও ভিজাইবার ক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে এই বিষয়টি বেশ পরিষ্কার বোঝা যাইবে। চর্বি-লাগা কাপড়ের জায়গায় এক ফোঁটা জল ফেলিলে দেখা যাইবে যে জলের ফোঁটাটি উপরে উঠিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ফোঁটাটির তলার অতি সামান্য জল চর্বিতে লাগিয়াছে। জল ও চর্বি পরস্পর প্রতিরোধক বলিয়া এইরূপ হয়। কিন্তু ঐ ফোঁটাটিতে অল্প সাবান মিশাইলে সঙ্গে সঙ্গে ফোঁটাটি প্রসারিত হইয়া চেপ্টা হইয়া যাইবে এবং চর্বির ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে থাকিবে অর্থাৎ চর্বি-লাগা কাপড়ের জায়গাটি ভিজাইয়া দিবে।

দ্রবণীয় করা তেল, বেঞ্জিন, পেট্রল প্রভৃতি জলে গলে না। কিন্তু সাবান গোলা জলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঐ সমস্ত জিনিস গলিয়া দ্রবণে পরিণত হয় এবং তাহারা তখন আর স্তরের মত জলে ভাসে না।

নরম করা যে সমস্ত দ্রব্য জলে গলে না সেই সমস্ত দ্রব্যকে নরম করে।

ভাসমান রাখা এই ভাবে যে সমস্ত ময়লা কাপড় হইতে ছাড়িয়া যায় সাবান তাহাদের ভাসাইয়া রাখে এবং পুনবায় কাপড়ে-জমা হইতে দেয় না। ক্ষারেরও ময়লা ভাসাইয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু সাবানের মত অত বেশী ক্ষমতা নাই।

আকর্ষণ করা স্পঞ্জ যেমন জল টানিয়া লয় এবং নিজেদের মধ্যে ধরিয়া রাখে, সাবান সেইরূপ ময়লাকে কাপড় হইতে টানিয়া লয় এবং নিজেদের মধ্যে সংলগ্ন কবিয়া রাখে। বস্তুত সাবান এবং ময়লার মধ্যে পরস্পর টান বড় বেশী। সাবানের শক্তি বেশী হইলে সে ময়লাকে টানিয়া লয়, কিন্তু ময়লার শক্তি বেশী হইলে সে সাবানকে টানিয়া লয়। সাবান কাপড় হইতে ময়লাকে টানিয়া লইয়া কাপড় পরিষ্কার করিয়া দেয়। কিন্তু যে পরিমাণ ময়লা আছে সাবান যদি তাহার অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে ময়লা সাবানকে টানিয়া লইয়া নীচে নামাইয়া আনে এবং এসিড-সাবানে পরিণত হইয়া কাপড়ে শক্ত ভাবে বসিয়া যায়। এই এসিড সাবানকে কার্যকরী করিতে হইলে ঐ সাবান জলে কিছু ক্ষার মিশান দরকার, তাহা হইলে সাবানে আবার ফেনা হইবে এবং কাপড়ে জমিয়া যাওয়া ময়লা আবার ছাড়িয়া যাইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সাবান ময়লাযুক্ত কাপড়কে ভিজাইয়া নরম করিয়া দেয়। ইহার মধ্যে কিছু পরিমাণ ময়লা গলিয়া গিয়া দ্রবণে পরিণত হয় এবং কিছু পরিমাণ ময়লাকে সাবান টানিয়া লইয়া নিজেদের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া ভাসমান অবস্থায় কাপড়ে লাগিয়া থাকে তাহা পরিষ্কার জলে ধুইলে বা রগড়াইলে চলিয়া যায়। সাবান এইভাবে কাপড় পরিষ্কার করে। এই বিভিন্ন প্রকার কাজ সাবান একযোগে করে এবং ক্ষমতার শেষ পর্যন্ত সর্ব সময় এই সমস্ত কাজ করে।

ফেনা সাবান এবং জলের বেষ্টনীতে বাতাসের বুদবুদ সমষ্টিই হইতেছে ফেনা। পূর্বে মনে করা হইত যে সাবানের ফেনা ময়লাকে টানিয়া লয় এবং ময়লার কণাগুলির চারিদিকে পিচ্ছিল আস্তরণ দিয়া তাহাদের ভাসমান রাখে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। প্রকৃত পরিষ্কারকের কাজ করে সাবানের তরল দ্রবণ, সাবানের ফেনা নয়। সুতরাং ইহা ভ্রান্ত ধারণা যে প্রচুর ফেনা মানেই ভাল সাবান। অনেক সময় সাবানে তার্পিণ তৈল হইতে উৎপন্ন রজন বা ধুনা ভেজাল দেওয়া হয়। ইহারা প্রচুর কৃত্রিম ফেনার সৃষ্টি করে।

ফেনা একটি নির্দেশক সাবানের দ্রবণ পরিষ্কার করিবার কাজ করে, সাবানের ফেনা নয়। তাহা হইলে কাপড় কাচিবার জলে সাবানের ফেনা যথেষ্ট হইল কি না তাহা দেখি কেন? কারণ সাবানের ফেনা হইল একটি নির্দেশক। ইহা আমাদের বলিয়া দেয় যে পরিষ্কার করিবার মত যথেষ্ট সাবান জলে দেওয়া হইয়াছে কি না। তাহা হইলে সব সময় কি আমরা

নিশ্চিত হইতে পারি যে ভাল ফেনা হওয়া মানেই যথেষ্ট সাবান দেওয়া হইয়াছে? হাঁ, যদি শেষ পর্যন্ত ফেনা বজায় থাকে। প্রথম বেশী ফেনা হওয়ার বিশেষ মূল্য নাই যদি না শেষ পর্যন্ত সেই ফেনা বজায় থাকে। অবশ্য ময়লা কাপড় সাবানগোলা জলে দিবার পর ময়লা টানিবার সঙ্গে সঙ্গে ফেনা অল্প অল্প করিয়া কমিয়া আসে। কিন্তু ময়লা কাপড় দিবার পর হঠাৎ ফেনা কমিয়া গেলে বুঝিতে হইবে যে সাবানে ভেজাল থাকিবার জন্য প্রচুর কৃত্রিম ফেনার সৃষ্টি হইয়াছিল অথবা কাপড়ে যে পরিমাণ ময়লা আছে তাহার তুলনায় সাবান কম দেওয়া হইয়াছে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য আরও সাবান বা ক্ষার দিতে হইবে। সাবান যেমন কম হওয়া উচিত নয়, সেইরূপ অত্যন্ত বেশী হওয়াও উচিত নয়। সাবান অত্যন্ত বেশী দেওয়া হইলে প্রথমত সাবান নষ্ট হইবে, দ্বিতীয়ত পরিষ্কার করিবার কাজের অসুবিধা হইবে। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় অল্প বেশী ফেনা থাকা দরকার, তাহাতে ময়লা কাপড়ে পলি পড়ার আকারে পুনরায় বসিয়া যাইবার ভয় থাকে না।

সাবানের পরিমাণ তাহা হইলে কি পরিমাণ সাবান দিতে হইবে কি করিয়া জানিতে পারিব? ইহার একেবারে নিশ্চিত নিয়ম দেওয়া সম্ভব নয়। কাপড়ের ময়লার পরিমাণ, জলের খর ও মৃদু অবস্থা প্রভৃতির উপর সাবানের পরিমাণ নির্ভর করে।

সাবানের সহিত কিছু ক্ষার ব্যবহার করা ভাল। কারণ পূর্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে খর জলকে মৃদু করিতে যে পরিমাণ ক্ষারের প্রয়োজন হয়, সাবান তাহার পাঁচগুণ লাগে।

মৃদু জলে এবং খর জলকে মৃদু করিবার পর পরিষ্কার করিবার কাজের জন্য যে সাবান দেওয়া হয় তাহাতেও ক্ষার মিশান ভাল। ইহাতে খরচ কম হয় এবং কাপড় ভাল পরিষ্কার হয়। কিন্তু ক্ষার বেশী হওয়া উচিত নয়। ক্ষার বেশী হইলে কাপড়ে হলদে ছোপ ধরে এবং সুতার ক্ষতি হয়। সাবানের ভাল ফেনা করিতে যতটা প্রয়োজন তাহার বেশী ক্ষার দেওয়া উচিত নয়। সাধারণত সাবান ও কাপড় কাচা সোডা সমান সমান প্রয়োজন হয়। সাবান ও ক্ষারের হাব প্রয়োজনানুযায়ী সাবানের অর্ধেক হইতে দ্বিগুণ পর্যন্ত হয়। ক্ষার হিসাবে কাপড় কাচা সোডার পরিবর্তে কষ্টিক সোডা প্রভৃতি সোডা ব্যবহার করিলে কাপড় কাচা সোডার পরিমাণের অর্ধেক দিতে হয়। সাবান এবং ক্ষার উভয়ে মিলিয়া পরিষ্কার কার্য সাধন করে। সমস্তটা সাবান ব্যবহার করা যেমন অমিতব্যয়িতা, সমস্তটা ক্ষার ব্যবহার করা তেমনি নির্বুদ্ধিতা।

সাবানের গুণাবলী ভাল কাপড় কাচা সাবানের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা দরকার ঃ—

১। ভাল পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা।

২। কাপড়ের সুতা অথবা রংয়ের ক্ষতি করে এমন কোন জিনিস সাবানে থাকা উচিত নয়।

৩। সহজে জলে গুলিয়া যায় এবং কাপড় কাচিবার পর জলে ধুইলে কাপড় হইতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া যায়।

৪। ভাল ফেনা হয় কিন্তু সেই ফেনা কাচিবার সময় অত্যন্ত দ্রুত চলিয়া যায় না।

শক্ত ও নরম সাবান ভাল কাপড় কাচা সাবানের উপরি-ল্লিখিত গুণগুলি থাকা দরকার। কিন্তু ভাল সাবান কি ভাবে চিনিতে পারিব? ইহা একটি বড় সমস্যা। ভাল সাবান কিনিতে হইলে অনেকগুলি বিষয় দেখা দরকার। তাহার মধ্যে একটি হইতেছে সাবানের কঠিনত্ব ও তাহার দ্রবণ-উত্তাপ।

জান্তব চর্বি হইতে প্রস্তুত সাবান শক্ত। জোরে টিপিলে এই সাবানের মধ্যে আঙ্গুল বসিয়া যায় না বা ঘা মারিলে সাবানের ঐ জায়গা থ্যাবড়া হইয়া যায় না। উদ্ভিজ্জ তৈল হইতে প্রস্তুত সাবান নরম। জোরে টিপিলে এই সাবানে আঙ্গুল বসিয়া যায় এবং ঘা মারিলে থ্যাবড়াইয়া যায়।

শক্ত সাবান ৪০ হইতে ৪২° সেঃ উত্তাপে গলে এবং কলের জলের উত্তাপে কিছু পরিমাণ গলে বটে কিন্তু ৪৯ হইতে ৮২° সেঃ উত্তাপে জলের সঙ্গে ভালভাবে মেশে এবং ৬০ হইতে ৭১° সেঃ উত্তাপে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী হয়। ভাল চর্বি না হইলে এই জাতীয় সাবান প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। সুতরাং ইহা নিশ্চিন্ত মনে কেনা যায়। তূলা ও লিনেনের সাদা এবং হাল্কা রংয়ের কাপড় যাহা সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিবার দরকার সেই সমস্ত কাজে এই জাতীয় সাবান উপযুক্ত।

নরম সাবান সাধারণত ২৫ হইতে ৩০° সেঃ উত্তাপে বা ঘরের গরমে গলে। ৩২ হইতে ৪৩° সেঃ উত্তাপে এই জাতীয় সাবানে সর্বাপেক্ষা বেশী ফেনা হয় এবং এই উত্তাপে নরম সাবান সর্বাপেক্ষা

[ফুটন্ত গরম—৮২° সেঃ, হাতে সওয়া গরম—৪৪° সেঃ, ঘরের গরম—২৫ হইতে ৩০° সেঃ।]

ভাল পরিষ্কার করিবার কাজ করিতে পারে। রেশম, পশম এবং গাঢ় ও কাঁচা রংয়ের কাপড় কাচিবার জন্য এই সাবান উপযুক্ত।

সাবান কিনিবার সময় কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে তাহা মনে রাখিতে হইবে। শুধু ব্যবহারের উদ্দেশ্য মনে রাখিলে চলিবে না, ব্যবহারের সময় ঐ সাবানের উত্তাপ মাত্রাও মনে রাখিতে হইবে। সাবান জলে ভাল না গুলিলে তাহার পরিষ্কার কার্যও ভাল হইবে না। শক্ত সাবান দিয়া ঠাণ্ডা জলে কাজ করিলে যেমন সাবান নষ্ট হইবে এবং কাপড়ও ভাল পরিষ্কার হইবে না সেইরূপ নরম সাবান বেশী গরম জলে গুলিলে ভাল কাজ পাওয়া যাইবে না।

মিশ্রণ ও ভেজাল

সাবান প্রস্তুত করিতে মাত্র তিনটি উপাদান দরকার—চর্বি, ক্ষার ও জল। সাবানের পরিষ্কার করিবার মাত্রা বাড়াইবার জন্য, জীবাণু নাশক প্রভৃতি গুণ সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য অন্যান্য উপাদানের মিশ্রণ করা হয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা ওজন বাড়াইবার জন্য এবং কৃত্রিম ফেনা সৃষ্টি করিবার জন্য সাবানে নানারকম দ্রব্য ভেজাল দেন। মিশ্রণ ও ভেজাল দ্রব্যের মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি প্রধান।

কেরোসিন, সোহাগা ও এমোনিয়া এইগুলি চর্বিদ্রাবক; সুতরাং চর্বিযুক্ত এবং তেলধরা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করিতে ইহারা বিশেষ কার্যকরী। সোহাগা ও এমোনিয়া মৃদু ক্ষার এবং

সুতার ক্ষতিকারক নয়। সাদা পশমের পোশাক পরিষ্কারে ইহা বিশেষ কার্যকরী।

বেনজিন বেনজিন সাবান বিশেষ করিয়া দাগ তুলিবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

ঔষধ, তৈল ও জীবাণুনাশক দ্রব্য কুইনাইন, জলপাই তৈল, কার্বলিক এসিড প্রভৃতি কোমল অথবা ব্যাধিগ্রস্ত ত্বকের মানুষের জন্য, ঘা ধুইবার জন্য এবং জীবাণুনাশ করিবার জন্য সাবান প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

সুগন্ধি দ্রব্য ও রং এই দ্রব্যগুলি উৎকৃষ্ট এবং দামী সাবানে ব্যবহৃত হয়। কমদামী সাবানে ব্যবহৃত হইলে বুঝিতে হইবে যে ভেজাল ঢাকিবার জন্য ইহাদের ব্যবহার করা হইয়াছে।

অতিরিক্ত ক্ষার ক্ষার জলকে মৃদু করে, ফেনা বাড়ায় এবং তেল ও চর্বি গলাইয়া দেয়। ক্ষার সস্তা ; সেই জন্য সাবানে কখনও কখনও বেশী ক্ষারের মিশ্রণ থাকে। কিন্তু অতিরিক্ত ক্ষার সকল জাতীয় সুতার ক্ষতি করে, বিশেষ করিয়া রেশম, পশম ও কাপড়ের রংয়ের।

ধুনা ও রজন ইহারা প্রচুর কৃত্রিম ফেনা সৃষ্টি করিতে পারে : সেই জন্য ভেজাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের অতি অল্প পরিমাণ পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা আছে বটে কিন্তু ইহাদের সৃষ্ট ফেনা আঠাল, সেই হেতু কাপড়ে গাদের মত আটকাইয়া যায়, ধুইবার পরও কাপড় হইতে সম্পূর্ণ ছাড়ে না এবং সাদা কাপড়ে হলদে ছোপ ধরে।

বালি ইহা আঁচর কাটিয়া বা চাঁচিয়া ময়লা পরিষ্কার করে। কাপড়ে ঘষিয়া মাখাইবার সাবানে মিহি বালি ভেজাল দেওয়া হয়।

ভেজাল নির্ণয় রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে সাবানের ভেজাল নির্ণয় করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সাধারণের পক্ষে সম্ভব এইরূপ কয়েকটি সহজ পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্ষার সাবানের গোলাকে ছুরি দিয়া দ্বিখণ্ডিত করুন। মাঝখান হইতে অল্প সাবান লইয়া কয়েক সেকেণ্ড জিবে রাখুন। যদি জিব চিন্ চিন্ করে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সাবানে ক্ষার বেশী আছে। বিশুদ্ধ সাবানের কোন স্বাদ নাই।

ধুনা বা রজন দ্বিখণ্ডিত সাবানের মাঝখানে (১) শুষ্ক আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করুন, (২) ভিজা আঙ্গুল দিয়া স্পর্শ করুন। যদি চট্‌চট্ কবে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ধুনা বা রজন ভেজাল আছে।

ফেনা একটি বোতল জলে অর্ধেক পূর্ণ করিয়া অল্প অল্প করিয়া সাবান দিন। বোতলটি নাড়িযা ফেনা উৎপন্ন করুন।

নরম সাবান হইলে

১। ঠাণ্ডা জলে সাবান দিন।

২। হাতে-সওয়া গরম জলে সাবান দিন।

শক্ত সাবান হইলে

১। হাতে-সওয়া গরম জলে সাবান দিন।

২। বেশী গরম জলে সাবান দিন।

৩। ফুটন্ত „ „ „ „ ।

বোতলটি নাড়িয়া রাখিবার পর যদি ফেনা পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়

তাহা হইলে বুঝিবেন যে আপনি অত্যুৎকৃষ্ট সাবান কিনিয়াছেন। এই পরীক্ষায় কোন্ উত্তাপের জলে সাবানে বেশী ফেনা হয় বা সাবান পরিষ্কার কার্যে বেশী কার্যকরী হয় তাহাও বুঝিতে পারিবেন। বোতলের তলায় যদি তলানি পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে বালি প্রভৃতি ভেজাল আছে। ব্লটিং কাগজে ছাকিয়াও ইহা বোঝা যায়।

ভাল সাবানের রং হাল্কা। ঘন এবং গাঢ় রংয়ের সাবানে ভেজাল থাকিতে পারে। ঈষৎ স্বচ্ছ হলদে রংয়ের সাবানে বেশী পরিমাণ রঞ্জন মিশ্রিত থকিবার সম্ভাবনা।

ভাঁড়ারে রাখিয়া দিলে ভাল সাবানের উপবতল পূর্বে যেরূপ ছিল সেই অবস্থায় থাকিয়া শুকাইয়া শক্ত হইবে, পূর্বের অপেক্ষা এবড়ো খেবড়ো হইবে না। শুষ্ক হইবার পর যে সাবানের উপরতল খড়িফোটা মত হয়, সেই সাবানে অত্যধিক ক্ষার থাকে যাহা সুতার পক্ষে ক্ষতিকারক।

সস্তায় ভেজাল সাবান কেনা অপেক্ষা অল্প বেশী দাম দিয়া বিশুদ্ধ সাবান কেনা সকল দিক দিয়া মিতব্যয়িতা। বিশুদ্ধ সাবানে কাপড় নূতনের ন্যায় পরিষ্কার হয়, অল্প পরিশ্রমে পরিষ্কার করা যায় এবং কাপড় পূর্ণ সময় পর্যন্ত টে কে।

বিভিন্ন আকারের সাবান সাবান বল, চৌকা, আঁস ও গুঁড়া আকারে পাওয়া যায়।

বল সাবান গোল বা পিণ্ড আকারের এবং শক্ত। ইহা বেশী গরম জলে বা ফুটন্ত গরম জলে বেশী কার্যকরী।

সাবানকে ডলনায় পিষিবার পর শুকাইয়া মাছের আঁসের মত ছোট ছোট পাতলা টুকরা আকারে বিক্রয় করা হয়। আঁস

সাবানের (Soap flex) সুবিধা এই যে ইহা অতি অল্প সময়ে জলে গুলিয়া যায়। ইহা ভ্রমণকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক যেখানে সময় বাচান সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এই সাবান জলে গুলিয়া লইয়া তাহার মধ্যে পোশাক ডোবাইয়া রগড়াইয়া লইলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

অল্প সময়ে গুলিয়া যাইবার জন্য ভাল সাবানকে চূর্ণ করিয়া গুঁড়া সাবান (Soap powder) আকারে বিক্রয় হয়। ইহাতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে কাপড় পরিষ্কার হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এই সাবানের সঙ্গে দাগ পরিষ্কার করিবার এবং কাপড় বেশী সাদা করিবার জন্য অন্যান্য পরিষ্কারক ও বিরঞ্জন দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। কাপড কাচা সোডা, সিলিকেট, ফসফেট, সোডিয়াম পারবোরেট যাহা এই চূর্ণের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয় তাহা উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু মাত্রাধিক্য পরিমাণে থাকিলে অনবরত গুঁড়া সাবান ব্যবহারে সুতা কমজোরী হইয়া যায়।

সাবান দ্রবণ (Soap solution) পরিমাণ ৪ আউন্স সাবান ও ১ পাঁইট জল। পাত্র করিয়া জল উনানে চড়াইয়া সাবান কুঁচা করিয়া তাহাতে দিন। উনানের মুখে চাপা দিয়া ধীরে ধীরে তাপ দিতে থাকুন যেন টগবগ করিয়া না ফোটে। সম্পূর্ণ গলিয়া গেলে বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দিন।

ইহাতে পরিষ্কার করিবার জলে বেশ ফেনা হয়। ঘষিয়া কাচা ছাড়া সব রকম পরিষ্কার করিবার কাজে ইহা ব্যবহার করা যায়। বাসনপত্র, মেঝে প্রভৃতি পরিষ্কার করা যায়।

পরিদ্রাবক সাবান (Solvent soap) উপাদান—১ টেবিল চামচ তার্পিন তেল, ১ টেবিল চামচ উৎকৃষ্ট নরম সাবান ও ১ চাচামচ মেথিলেটেড স্পিরিট। অল্প গরম জলে এইগুলি দিয়া গরম করুন। স্বচ্ছ লেই বা কাইয়ের মত হইলে নামাইয়া নিন এবং বড় মুখওয়ালা শিশিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিন।

উপযোগিতা ১। সাবান অপেক্ষা ভিজাইবার ক্ষমতা বেশী।

২। খর জলে ব্যবহাব করা যায়।

৩। রঙ্গিল কাপড়ে উজ্জলতা আনে।

৪। সাধাবণ সাবানের সহিত মিশাইয়া ব্যবহাব করা চলে।

৫। চর্বি দ্রাবক।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী বাড়ীতে সাবান তৈয়ারী কবিয়া লওয়া যায় কিন্তু তাহার জন্য সাজসরঞ্জাম ক্রয়ে যে ব্যয় হয় এবং যে পরিশ্রম ও সময় লাগে তাহার তুলনায় বাড়ীতে তৈয়ারী সাবান বিশেষ সস্তা হয় না। কিন্তু যেখানে চর্বি বা তৈল অত্যন্ত সস্তায় পাওয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যাওয়া ব্যতীত কোন কাজে লাগান যায় না সেখানে ইহাদের সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার করা লাভজনক। যেমন গ্রামাঞ্চলে যেখানে বাড়তি নারিকেল অত্যন্ত কম দামে বিক্রয় করিয়া দিতে হয় সেখানে নারিকেলের শাঁস হইতে তৈল বাহির করিয়া সাবান করিলে উভয় দিক হইতে লাভ হয়; কম দামে নারিকেল বিক্রয় করিতে হয় না এবং বেশী দামে সাবানও কিনিতে হয় না। এইসব ক্ষেত্রে সাবান প্রস্তুত করিয়া লইবার কয়েকটি পদ্ধতি জানান হইল।

উপাদান—

১নং	২নং
কষ্টিক সোডা—১২৫ গ্রাম	কষ্টিক সোডা—১২৫ গ্রাম
জল — ২ কাপ	জল — ৪ কাপ
নারিকেল তৈল—৫০০ গ্রাম	মহুয়া তৈল —৫০০ গ্রাম
বেসন —১২৫ „	ময়দা —২৫০ „

পদ্ধতি (১) মাটিব পাত্রে জলে কষ্টিক সোডা গুলিয়া ৩/৪ ঘণ্টা রাখিয়া দিন।

(২) একটি বড় পাত্রে বেসন ও নারিকেল তৈল অথবা ময়দা ও মহুয়া তৈল মিশান।

(৩) বেসন-নাবিকেল তৈল বা ময়দা-মহুয়া তেল মিশ্রণে অল্প অল্প করিয়া কাষ্টিক সোডা দ্রবণ ঢালিয়া কাঠের কাঠি দিয়া নাড়িতে থাকুন যতক্ষণ না থক্‌থকে ঘন আকার ধারণ করে। কেবলমাত্র একদিকে নাড়িবেন, উল্টা দিকে ন ড়িবেন না।

(৪) ঐ মিশ্রণকে সাবানে পরিণত হইবার জন্য এক দিন রাখিয়া দিন।

সাবান বিহীন সাবান ইহাকে সাংযোগিক পরিষ্কারক বা Synthetic detergents বলা হয়। ইহা চর্বি-সুরাসার এবং সংক্ষেপে এস, এফ. এ (S. F. A=Sulphonated fatty alcohols) বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

ধ্বংসকারী যুদ্ধের ইহা একটি সৃষ্টি-অবদান। যুদ্ধের সময় সাবান প্রস্তুতের চর্বি ও তৈলের অভাব হওয়ার জন্য সাবান প্রস্তুতে বিকল্প উপাদান আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রথম

বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানী নারিকেল তৈল হইতে এই জাতীয় পরিষ্কারক আবিষ্কার করে। তাল জাতীয় ফলের শাঁস হইতেও ইহা প্রস্তুত হইত। পরে পেট্রল খনি হইতে উদ্ভূত অবিশুদ্ধ তৈল এই জাতীয় পরিষ্কারক দ্রব্য প্রস্তুতের প্রধান উপাদান হয়। এখন নিত্য নূতন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়া এই জাতীয় উপাদানের সংখ্যা বর্ধিত করিতেছে এবং ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সাধারণের মধ্যে ইহার ব্যবহাব ক্রমশ প্রসারিত হইবার দিকে যাইতেছে। এই আবিষ্কারের ফলে সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার্য হাজার হাজার মন খাদ্য তৈল ও চর্বিব সাশ্রয় হইতেছে।

ইহা দেখিতে চূর্ণ সাবানের মত এবং সাবানের সমস্ত গুণসম্পন্ন। সাবানের মত ইহা ময়লা কাপড়কে সহজে ভিজাইয়া দেয় এবং কাপড়ের ময়লাকে আকর্ষণ করিযা জলে ভাসাইয়া রাখে।

সাবান অপেক্ষা ব্যবহারে সুবিধা সাবান বিহীন সাবান বা সাংযোগিক পবিষ্কারক ব্যবহারের সময় জলের খরতা এবং মৃদুতা সম্বন্ধে মাথা ঘামাইতে হইবে না। উভয় প্রকার জলেই সাবানেব মত পিচ্ছিলতা ও ফেনাব সৃষ্টি হয়। ইহা জলের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম উপাদানকে গলাইয়া দেয় সেই জন্য খর জলে এই জাতীয় গাদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এমনকি কাপড়ে পূর্বে ব্যবহৃত খর জল এবং সাবানের অপব্যবহার জনিত সঞ্চিত পদার্থ পরিষ্কার করিয়া দেয়। যে সমস্ত কাপড় ক্ষার সহ্য করিতে পারে না সেই সমস্ত কাপড় ইহার সাহায্যে নির্ভয়ে কাচা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে জলে অল্প এসিড থাকিলেও ইহার পরিষ্কারকার্যে কোন অসুবিধা হয় না। কাপড়ের

রং অক্ষত অবস্থায় থাকে। সাবান বিহীন সাবান জলে গুলিয়া ময়লা কাপড় কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে পরে মাত্র অল্প রগড়াইলেই পরিষ্কার হইয়া যায়, কঠিন পরিশ্রম সহযোগে কাচিবার কোন প্রয়োজন হয় না। গৃহিণীদের সুবিধার জন্য এবং ধোলাই কার্যকে আনন্দ ও তৃপ্তিদায়ক করিবার জন্য কোন কোন প্রস্তুত-কারক ইহাতে অল্প নীল ও সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া দেন।

অষ্টম অধ্যায়

অন্যান্য পরিষ্কারক সামগ্রী

ক্ষার কাপড় পরিষ্কার করিতে ক্ষার (soda) একটি অপরিহার্য উপাদান। বহু রকম ক্ষার কাপড় পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত হয়। পরিষ্কার করিবার পর ভালভাবে ধুইয়া কাপড় হইতে ক্ষারের শেষ অংশ পর্যন্ত ধুইয়া ফেলা উচিত।

রিটা ইহা এক প্রকার গাছের ফল এবং ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র উৎপন্ন হয়। শুষ্ক ফল বেনের দোকানে পাওয়া যায়, দামে সস্তা এবং যাহারা ক্ষারবিহীন দামী সাবান বা সাবানবিহীন সাবান কিনিতে পারেন না সেই সমস্ত অল্প আয়ের লোকদের আর্থিক সাশ্রয় আনিবে। আর একটি সুবিধা যে ইহা ব্যবহারের সময় জল খর কি মৃদু সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে হইবে না এবং খর জল মৃদু করিবার জন্য সোহাগা ব্যবহার করিব কি এমোনিয়া ব্যবহার করিব এবং

কি পরিমাণে ব্যবহার করিব, এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও পড়িতে হইবে না।

ইহা রেশম এবং পশম বিশেষ করিয়া ঐ সমস্ত রঙ্গিল কাপড় চমৎকার ভাবে পরিষ্কার করে। রেশমের কাপড়ে ইহা বেশী কার্যকরী।

ব্যবহার বিধি ঃ শুষ্ক ফল ভাঙ্গিয়া বীজ ফেলিয়া দিয়া উপরের শাঁস অংশ লইতে হইবে। ১০০ গ্রাম রিটার শাঁস আধ লিটার ফুটন্ত জলে দিয়া ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিন। পরে ইহা হাতে করিয়া চটকাইয়া কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাকিয়া লউন। এই দ্রবণ ঠাণ্ডা বা অল্প গরম জলে মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকুন। প্রচুর ফেনা হইবার মত দ্রবণ দিন। এই জলে পোশাক ডোবাইয়া অল্প ঠাসিয়া এবং হাতের মধ্যে চাপিয়া পরিষ্কার করুন। প্রথমে অল্প গরম জলে ধুইয়া লইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া নিন।

সোনা ও রূপার গহনা রিটার জলে পরিষ্কার হয়।

গমভুষির জল কাপড়ের রং কাঁচা হইলে বা রং সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে গমভুষির জল দিয়া ধুইলে রং ঠিক থাকে।

ব্যবহার বিধি ঃ এক ভাগ গমভুষি চার ভাগ জলে গুলিয়া ২০/৩০ মিনিট জ্বাল দিয়া ফোটান, পরে ছাঁকিয়া লউন। ৩৮° সেঃ গরম থাকিবার সময় ব্যবহার করুন। এই দ্রবণের অর্ধেকটি জলের সঙ্গে মিশাইয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া জলটি সাবান জলের মত করুন। কাপড় এই জলে দিয়া মুঠার মধ্যে চাপিয়া চাপিয়া পরিষ্কার করুন। কাপড়ে যদি ময়লা বেশী থাকে তাহা হইলে অল্প সাবান দ্রবণ মিশাইতে পারেন। বাকী অর্ধেক দ্রবণ জলে

মিশাইয়া সেই জলে কাপড় ধুইয়া নিন। অন্য কোন জলে আর ধুইবার প্রয়োজন নাই। কাপড় অর্ধেক শুষ্ক হইলে সেই অবস্থায় ইস্ত্রি করুন।

গমভুষি গরম করিয়া বিনাজলে কাপড় পরিষ্কার করিবার সময় দাগ তোলার শোষক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

নবম অধ্যায়

বিরঞ্জন

(Bleaching)

বহু দিন ব্যবহারে সাদা পোশাকে ঈষৎ হলদে ছোপ ধরে, তখন সাধারণ ভাবে কাচিলে ধবধবে সাদা হয় না। রঙ্গিল কাপড় কাচিবার দোষে বা অন্য কোন দাগ লাগিয়া কখনও কখনও দেখিতে অত্যন্ত অশোভন হয়। এই সব ক্ষেত্রে বিরঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে বিরঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ ইহা যত কমই হউক সুতার কিছু ক্ষতি করিবেই।

বেশী সময় কোন বিরঞ্জন দ্রবণে কাপড় ভিজাইয়া রাখা উচিত নয়। প্রত্যেক রকম বিরঞ্জন দ্রব্য ব্যবহারের পরই ঠাণ্ডা মৃদু জলে কাপড় বার বার ধুইয়া কাপড় হইতে বিরঞ্জন দ্রব্য সম্পূর্ণ বিদূরিত করা উচিত। তাহা না হইলে কাপড় কমজোরী হইয়া যাইবে।

বিরঞ্জন দ্রব্য দুই প্রকারের, যথা, অম্লজান বাষ্পীয় (oxidising) বিরঞ্জন ও হ্রস্বনীয় (reducing) বিরঞ্জন।

অম্লজান বাষ্পীয় বিরঞ্জনেব প্রধান উপাদান অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প যাহা কাপড় বা কাপড়ের দাগের সংস্পর্শে আসিয়া একটি রংবিহীন মিশ্রণে পরিণত হয়।

হ্রস্বণীয় বিরঞ্জন বং হইতে অক্সিজেন বা অম্লজান বাষ্প বিদূবিত করে এবং বংকে ক্রমশ হ্রাস কবিয়া বংবিহীন করিয়া দেয়।

অম্লজান বাষ্পীয় বিরঞ্জন

সূর্যকিরণ ও মুক্তবায়ু তূলা এবং লিনেন বস্ত্র বিবঞ্জন করিতে ইহাই পৃথিবীর প্রাচীনতম পদ্ধতি এবং সর্বাপেক্ষা সহজ, সস্তা ও অক্ষতিকারক। ভিজা কাপড় সূর্য কিরণে মেলিয়া দিয়া দুএকবার জল ছিটাইয়া দিতে হয়। ঘাসের উপর বা সবুজ ঝোপের উপর ভিজা কাপড় মেলিয়া দিয়া দুএকবার জল ছিটাইয়া দিলে সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ হয়। সূর্যকিরণ ও আর্দ্রতা বাতাস এবং পাতার সবুজকণা হইতে অম্লজান বাষ্প টানিয়া লইয়া বিরঞ্জন কার্য করে।

জ্যাভেল জল বা সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট (javel wat.r or sodium hypochlorıte) কেবল মাত্র তূলা এবং লিনেন স্থতার কাপড়ে ব্যবহার্য। জ্যাভেল জলে কাপড় দিয়া ফোটান উচিত নয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় জ্যাভেল জলে কাপড় ভিজাইয়া রাখা উচিত নয়, কুড়ি মিনিট সর্বোচ্চ সময়। অন্যান্য বিষয়ের জন্য ৪৬ পৃষ্ঠা দেখুন।

পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট (Potassium permanganate) এই দ্রবণে কাপড় মাত্র কয়েক মিনিট ভিজাইয়া রাখিতে হয়। প্রাণীজ সুতায় ব্যবহার করিতে হইলে অল্প গরম জলে এক গ্যালনে ¼ আউন্স পটাশ পারমাঙ্গানেট এবং তুলা ও লিনেন ব্যবহার করিতে হইলে বেশী গরম জলে এক গ্যালনে ১ আউন্স হিসাবে মিশাইতে হয়। প্রধানত পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট রং, ছাতাধরা, ঘাম ও মার্কা করিবার কালির দাগ তুলিতে ব্যবহৃত হয়।

বাহ্য বিরঞ্জন দ্রব্য (Optical bleaches) এক প্রকার সাদা গুঁড়া (টিনোপল ইত্যাদি) বিক্রয় হয় যাহা সাদা কাপড় বিরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বিরঞ্জন দ্রব্য নয়। কারণ বিরঞ্জন দ্রব্য রংয়ের মধ্য হইতে অম্লজান বাষ্প বাহির করিয়া দিয়া দাগকে রংবিহীন করে। কিন্তু এই গুঁড়া সাদা কাপড়ের উপবের বহু দিন ব্যবহারজনিত ঈষৎ হলদে ছোপকে দূর না করিয়া ইহার উপর একটি ঈষৎ নীলাভ সাদা রং করিয়া দেয় যাহাতে হলদে ছোপটি ঢাকা পড়িয়া যায়। সুতরাং ইহা বাহির হইতে চাপান একটি সাদা রং। এই রং অদৃশ্য অতিনীললোহিত রশ্মি গ্রহণ করিয়া ঈষৎ নীল আভা বিকীরণ করে। কাপড় এই রং টানিয়া লয় এবং দেখিতে ঝক্‌ঝকে সাদা হয়। সেইজন্য ইহাকে দৃশ্যত বিরঞ্জন দ্রব্যও বলে।

ইহার ব্যবহারে কয়েকটি সুবিধা আছে। ইহা সুতার কোন ক্ষতি করে না, সকল রকম সুতায় ব্যবহার করা যায়, তুলা, ভিসকোস রেয়ন, এসেটেট ও নাইলন সুতায় ভাল কাজ দেয়,

অল্প পরিমাণ প্রয়োগে কাজ হয় এবং রং পাকা, কাচিলেও উঠিয়া যায় না।

জলের খরতা এবং লৌহঘটিত পদার্থ এই রংয়ের ক্ষতি করে। কোন কোন গুঁড়ার উজ্জ্বলতা ইস্ত্রির গরমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়।

দশম অধ্যায়

নীল ও নীল দিবার পদ্ধতি

কাপড়ে নাল দেওয়া হয় কেন? কাপড়ে নীল রং করিবার জন্য? না, নীল দেওয়া হয় সাদা কাপড়কে সাদা করিবার জন্য, খড়ির মত, নিষ্প্রভ সাদা রংকে উজ্জ্বল ও মনোরম সাদা রং করিবার জন্য। নীল সাদা কাপড়ের উপর যেন ইন্দ্রজাল প্রয়োগ করে, বিভ্রান্তি ঘটিয়ে সাদাকে আরও সাদা করিয়া দেখায়।

নীল খারাপ কাজকে ভাল করিতে পারে না। নীল ভাল কাজ আরও ভাল করে।

নীলের প্রকারভেদ নীল চার রকম, যথা :—

উদ্ভিজ্জ—ইণ্ডিগো (indigo)—সম্পূর্ণ অদ্রবনীয়—রং কালচে নীল, আকার গুঁড়া ও ডেলা—অতি উত্তাপ অসহনীয়।

খনিজ—আল্ট্রামেরিন (ultramarine)—অংশত অদ্রবনীয়, লালচে নীল —গোল ও বরফি—-এসিড ক্ষতিকর।

রাসায়নিক প্রুশিয়ান (prussian blue)—সম্পূর্ণ দ্রবণীয়—সবজে নীল—তরল ও গুঁড়া—দীর্ঘস্থায়ী; সূর্যকিরণ ও ক্ষার ক্ষতিকর।

রঞ্জক—এনিলাইন (aniline)—সম্পূর্ণ দ্রবণীয়—নীলাভ নীল—গুঁড়া ও দানা।

নির্বাচন—বেআহাম্মকী নীল বলিয়া কিছু নাই। অমনোযোগ ও অসাবধানতার সহিত ব্যবহার করিলে যে কোন নীলের কাজ খাবাপ হইবে। সকল প্রকার নীল সাবধানে ব্যবহার করিতে হইবে। নীলে অনেক সময় মাটি মেশান থাকে। অদ্রবণীয় নীল বেশী লাগিবার সম্ভাবনা। নীল কিনিবার সময় ইহার উৎকর্ষের দিক দেখিতে হইবে, সস্তার দিক নয়।

ভেজাল নির্ণয় সাদা কাঁচের গ্লাসে অল্প জল নিন। গোল, ডেলা বা বরফি আকারের নীল অল্প গুঁড়া করিয়া বা গুড়া নীল অল্প পরিমাণে জলে দিন। গলিয়া যাইবার জন্য সময় দিন, পরে ব্লটিং কাগজের ভিতর দিয়া ছাকুন। মাটি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকিলে কাগজের উপর ধরা পড়িবে।

পরিমাণ জলে কতটা পরিমাণ নীল দিতে হইবে তাহার বাঁধাধরা নিয়ম করা সম্ভব নয়। মোটা কাপড়ে যেমন বিছানার চাদর, শার্ট ইত্যাদি নীল দিবার সময় অল্প ঘন রং করিতে হইবে। মিহি কাপড়ে যেমন আদ্দি ইত্যাদি নীল দিবার রং হাল্কা করিতে হইবে। ঘন বয়নের কাপড়ের যেমন বিছানার চাদর, প্যাণ্ট ইত্যাদির জন্য অল্প ঘন রংয়ের নীল দরকার। ঢিলা বুননের কাপড় যেমন বোনা লেশ, টেবিল ঢাকিবার বোনা কাপড় তাড়াতাড়ি রং টানিয়া লয় সেইজন্য ঢিলা বয়নের বা বুননের কাপড়ে দিবার জন্য হাল্কা নীল রং দরকার।

জলে নীল গুলিবার পব জলেব উপর তলা হইতে ছুতিন ইঞ্চি নীচে হাতের তালু বাখিয়া রংযের গাঢ়তা পবীক্ষা করিতে হয়। সাদা কাঁচেব গ্লাসে অল্প জল লইয়া দেখিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অভিজ্ঞতা হইতে গাঢ বা হাল্কা বং সম্বন্ধে ধাবণা হইয়া যায়।

কোন্ রংয়ের কাপড়ে নীল দেওয়া হয় সাদা কাপড়ে নীল দেওয়া হয়। গাঢ় নীল এবং কাল কাপড়ে গাঢ় নীল দেওয়া যাইতে পারে।

অন্য কোন বংয়ের কাপড়ে নীল দেওয়া চলিবে না।

কাপড়ে নীল দেওয়া নীলের জলে কাপড় ডোবাইবার পূর্বে কাপড় ভাল করিয়া ধুইয়া কাপড় হইতে সাবান ও ক্ষার সম্পূর্ণ দূর করিতে হইবে। শেষ বারের ধুইবার জলটি যেন ঠাণ্ডা হয়। কাপড় বা জামা খুলিয়া ঝাঁকানি দিয়া সমস্ত ভাঁজ আলগা কবিয়া লইতে হইবে, তারপর নীলে ডোবাইতে হইবে। প্রত্যেক বার কাপড় ডোবাইবার পূর্বে হাতে কবিয়া জল নাড়িয়া লইতে হইবে; অদ্রবণীয় নীলের জলে বেশী সাবধান হইতে হইবে, তাহা না হইলে কাপড়ে সূক্ষ্ম ছিট ছিট নীল দাগ হইবে। নীলেব জলে কাপড় ছু তিন বার ডোবাইয়া তুলিয়া লইতে হইবে, কাপড় বেশী সময় জলে রাখা উচিত নয়। প্রথম দিকে নীলের জলে মোটা কাপড়ের পোশাক, যাহাতে নীল অল্প বেশী হওয়া দরকার, ডোবাইতে হইবে। ইহারা বেশী রং টানিয়া লইবে; অবশিষ্ট জলের রং হাল্কা হইয়া যাইবে; তখন পাতলা কাপড় ডোবাইতে হইবে। যদি তখনও রং গাঢ় থাকে, তাহা হইলে জল মিশাইয়া রং হাল্কা করিয়া

লইতে হইবে। নীল দিবার পর কাপড় ভাল করিয়া নিঙড়াইয়া রাখুন।

কলের সাহায্যে কাপড়ে নীল দিলে অনেক অল্প সময়ে কার্য সমাধা হয়।

বেশী নীল হইলে কাপড়ে যদি বেশী নীল হইয়া যায় তাহা হইলে ফুটন্ত জলে কাপড় দিয়া আধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে রং হাল্কা হইয়া যায়। যদি ইহাতে কাজ না হয় তাহা হইলে ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া উনানে চাপাইয়া ফোটাইতে হইবে এবং কাপড় সম্পূর্ণ সাদা কবিয়া ফেলিতে হইবে।

একাদশ অধ্যায়

মাড় ও মাড় দিবার পদ্ধতি

মাড় পোশাকে চাকচিক্য এবং ঔজ্জ্বল্য আনে। জলে ভিজাইয়া কাচিবার পর কাপড়েব সুতা নরম হইয়া যায়। পরিমিত পরিমাণ মাড় সুতার মৌলিক কড়াভাব ফিরাইয়া আনে এবং প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী বাড়তি মাড় পোশাককে জমকাল করে। ইহা পোশাককে মসৃণ করে যাহা স্পর্শ সুখদায়ক ও নয়নান্দকর। এই সূক্ষ্ম মসৃণ আস্তরণের জন্য কাপড়ে বেশী ময়লা ধরিতে পারে না এবং যাহাও ধরে তাহাও সুতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, ফলে কাচিবার সময় ঘর্ষণে পরিশ্রম কম হয়। কাচিবার সময় সুতার আঁশ আলগা হইয়া যায়, মাড় তাহা পুনঃসংস্থাপিত করে, ফলে কাপড়ের স্থায়িত্ব বাড়িয়া যায়।

শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ হইতে মাড় তৈয়ারী করা হয়। বহু জিনিসের মধ্যেই শ্বেতসার আছে। কাপড়ে মাড় দিবার জন্য যেগুলি উপযুক্ত এবং ব্যবহৃত হয়, তাহা হইল চাল, গম, ভুট্টা ও এরারুট।

চালের মাড় মাড়ের মধ্যে ইহা সর্বোৎকৃষ্ট। সুতার মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ইহার সর্বাপেক্ষা বেশী। ইহা কাপড়কে তৃপ্তিপ্রদ মসৃণ ও কড়া করে। ইহা অন্যান্য মাড়ের সহিত ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষের বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে অধিকাংশ পরিবারে ভাতের ফেন মাড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কাপড়ে মাড় দিবার জন্য আলাদা খরচ হয় না।

এরারুট ইহার মাড় পাতলা। সেইজন্য ইহা মোটা কাপড় অপেক্ষা মিহি কাপড়ে ভাল কাজ করে। গোঁড়া হিন্দু পরিবার কোন কাপড়ে ভাতের মাড় পছন্দ করেন না। গম ও ভুট্টার মাড় দুষ্প্রাপ্য হইলে তাহারা এরারুটের মাড় ব্যবহার করিতে পারেন। হিন্দুর ধর্মীয় বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়া পূজা করিবার কাপড়ে ভাতের মাড় দেওয়া বর্জন করা উচিত। এই সব কাপড় পরিধানের সময় নমনীয় ও সুখকর হওয়া দরকার সেই কারণে এই সব কাপড়ে এরারুটের মাড় প্রয়োগ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

বাজারে যে মাড় বিক্রীত হয় তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুই তিনটি মাড়ের সংমিশ্রণ। যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে হইবে সেই উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়া প্রস্তুতকারকেরা কড়া ও নরম মাড়ের সংমিশ্রণ করেন এবং ব্যবহারকারীরাও প্রয়োজন ও পছন্দ অনুযায়ী ঠিক মত ব্যবহার করিতে পারেন।

মাড় প্রস্তুত প্রণালী :

বাজার হইতে কেনা মাড় প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত কারকের নির্দেশ মানিয়া চলা উচিত। নিম্নলিখিত কয়েকটি সাধারণ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার।

মাড় ওজন করিয়া লইতে হইবে, কোন পাত্রে মাপিয়া নয়; কারণ বিভিন্ন প্রকার মাড়ের দানার ঘনত্ব বিভিন্ন রকম। নির্ধারিত ওজনের মাড় দিয়া সিদ্ধ করিতে না পারিলে তরল মাড়ের ঘনত্ব নির্ধারিত পরিমাণ হইবে না এবং নির্ধারিত ঘনত্বের তরল মাড় ব্যবহার করিতে না পারিলে কাপড় প্রয়োজনমত কড়া হইবে না এবং সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে।

মাড় ঠিকমত সিদ্ধ করা দরকার। অল্প সিদ্ধ হইলে মাড় ডেলা পাকাইয়া যাইবে। অল্পসিদ্ধ মাড় প্রয়োগ করিলে কাপড়ের এক জায়গা বেশী কড়া ও উজ্জ্বল এবং আর এক জায়গা অল্প কড়া ও অনুজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার বেশী সিদ্ধ হইলে মাড় পাতলা এবং কম আঠালো হইবে ফলে কাপড়ে অসমান মাড় লাগিবার জন্য দাগ দাগ হইবে।

মরচে ধরা পাত্রে মাড় যেন তৈয়ারী করা না হয়; কাপড়ে মরচের দাগ উঠিতে পারে। মাড় প্রস্তুত পাত্র পরিষ্কার হওয়া দরকার। পুরাতন মাড় যদি পাত্রে শুকাইয়া লাগিয়া থাকে তাহা হইলে নূতন প্রস্তুত করা মাড় গাঁজিয়া ও টকিয়া যাইতে পারে।

কাপড়ে নীল দিবার নীল মাড়ের সহিত ব্যবহার করা উচিত নয়। নীল দেওয়া এবং মাড় দেওয়া, দুইটি কার্য আলাদাভাবে

হওয়া উচিত। মাড় কাপড় হইতে নীল টানিয়া লয়। সেই জন্য নীল দেওয়া কাপড়ে মাড় দিবার সময় মাড়ে খুব অল্প পরিমাণে নীল দেওয়া ভাল। এই নীল দিবার উদ্দেশ্য কাপড়ে দেওয়া নীল ফিকা হইয়া যাওয়া বন্ধ করা, কাপড়ে নীল দেওয়া নয়। রঙ্গিল কাপড়ে দিবার মাড়ে এইভাবে নীল দিবেন না।

মাড় প্রস্তুত প্রণালী :

উপাদান ১ টেবিলচামচ মাড়
২ „ „ ঠাণ্ডা জল
১ পাঁইট ফুটন্ত জল
½ চাচামচ সোহাগা
½ „ মোম অথবা অল্প পরিমাণ আঁসের মত পাতলা ফালি করা সাবান।

সোহাগা এবং মোম বা সাবান দেওয়া ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সোহাগা সাদা ও অন্য রংকে উজ্জ্বল করে। মোম বা সাবান পোশাকে চাকচিক্য আনে এবং মসৃণতা আনে ফলে ইস্ত্রি করিবার সুবিধা হয়। সব সময় সাদা মোম ও সাদা সাবান ব্যবহার করা উচিত। পোড়া মোম-বাতির শেষ অংশ ব্যবহার করা যায়। সোহাগার পরিবর্তে ফটকিরি ব্যবহার করা যায়। ফটকিরি মাড়কে পাতলা করে কিন্তু ইহাতে মাড়ের শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

প্রথমে মাড়কে ঠাণ্ডা জলে ভালভাবে গুলিয়া কাদার মত করুন। ইহাতে সোহাগা এবং মোম বা সাবান মেশান। ফুটন্ত জলের উপর ঢালিয়া দিন এবং কাঠের চামচ বা কাঠি দিয়া (ধাতু চামচ ব্যবহার করিবেন না) অনবরত নাড়িতে থাকুন। ইহার রং

বদলাইয়া স্বচ্ছ ধুসর রং হইলে বুঝিবেন মাড় ঠিকমত প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাই হইল পূর্ণশক্তি মাড়। ইহাকে এই অবস্থায় রাখিয়া দিলে শক্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে ইহার সহিত সম পরিমাণ গরম জল মিশাইতে হইবে। ইহার শক্তি হইল ১ : ১, দ্বিগুণ পরিমাণ জল দিলে ইহার শক্তি হইবে ১ : ২। ইহাকে যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিয়া দেওয়া যায় এবং পরে প্রয়োজনমত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়।

চালের মাড়।

উপাদান ১ টেবিল চামচ চালের মাড়
১ কাপ ঠাণ্ডা জল
১/২ চা চামচ সোহাগা
১/৩ „ মোম বা সাবানের ফালি

চালকে ঐ জলে সম্পূর্ণ সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ চাল কাপড়ের মধ্যে লইয়া চটকাইয়া লেই বা কাইয়ের মত করুন। সোহাগা এবং মোম গরম জলে গুলিয়া ইহাতে ঢালিয়া দিন। এই মাড় পরিমাণ মত ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া ব্যবহার করুন।

ভাতের ফেন ভাতের ফেন কাপড়ে ছাঁকিয়া লউন। সিকি চাচামচ আন্দাজ সোহাগা ও সিকি চা চামচ আন্দাজ মোম বা সাবান অল্প জলে গরম করিয়া ১/২ কাপ ফেনের সহিত মেশান। এই ফেন গরম করিয়া অল্প গরম থাকিতে থাকিতে পরিমাণ মত ঠাণ্ডা জলে মেশান। ঠাণ্ডা জলের পরিমাণের বাঁধাধরা নিয়ম করা সম্ভব নয় কারণ সকল ফেনের ঘনত্ব এক রকম নয়। অল্প দিন ব্যবহারে গৃহিণীদের অভিজ্ঞতা হইয়া যায়।

স্বচ্ছ মাড় অর্ধ আউন্স গম অথবা চালের মাড় এক বোতল জলে মিশাইয়া নিন। ইহা এত পাতলা যে ইহার সহিত আর জল মিশাইতে হইবে না। ইহা কাপড়ে কেবলমাত্র একটি নূতন ভাব আনিয়া দেয়।

মাড়ের পরিমাণ গাঢ় বা পাতলা মাড় দেওয়া দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে,

১। মোটা বা মিহি কাপড়,

২। কাপড় কি ধরনের কড়া হওয়া দরকার, বেশী বা কম।

মিহি কাপড়ের জন্য গাঢ় এবং মোটা কাপড়ের জন্য পাতলা মাড় দরকার। গরম জলের মাড়ের সহিত ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া মাড় প্রয়োজন মত গাঢ় বা পাতলা করিয়া লইতে হয়।

পূর্ণশক্তি মাড	ঠাণ্ডা জল	তুলা ও লিনেনের পোশাক
১ ভাগ	১ ভাগ	পাগড়ি, টুপি।
১ "	২ "	মসলিন, ঢাকাই শাড়ী, দোপাট্টা, শার্টের কফ ও কলার।
১ "	৩ "	কড়া অ্যাপ্রণ (apron), মিহি তাঁতের শাড়ী, বারকোষ ঢাকিবার খুঞ্চপোষ।
১ "	৪ "	তাঁতের শাড়ী ও ধুতি, সালোয়ার, শার্ট, ব্লাউজ, পরদা, টেবিল ঢাকিবার কাপড়।
১ "	৬ "	মিলের ধুতি ও শাড়ী, পাঞ্জাবী, আটপৌড়ে ব্লাউজ, মোটা পরদা, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়।
১ "	৮/১০ "	যে সমস্ত পোশাকে সামান্য কড়াভাব দরকার, যেমন মিহি রুমাল।

মাড় বর্জনীয় গামছা, গা মোছা তোয়ালে, গেঞ্জী, আণ্ডার-ওয়াড়, (underwear) ইজের প্রভৃতি যে সমস্ত কাপড়ের প্রধান কাজ ঘাম শুষিয়া লওয়া বা জল টানিয়া লওয়া সেই সমস্ত কাপড়ে মাড় দেওয়া উচিত নয়।

মাড় দিবার প্রণালী ভিজা কাপড়কে শক্তভাবে নিঙড়াইয়া লইতে হইবে। কাপড়ে বেশী জল থাকিলে মাড় ক্রমশ পাতলা হইয়া যাইবে। কাপড় ঝাড়িয়া সমস্ত ভাঁজ আলগা করিয়া মাড়ের মধ্যে ডোবাইতে হইবে যাহাতে কাপড়ের সব জায়গায় মাড় লাগে। শক্ত করিয়া নিঙড়ান কাপড় অপেক্ষাকৃত পাতলা মাড়ে সম্পূর্ণ ডোবাইয়া দেওয়া সাধারণত ভাল। প্যাণ্ট, শার্ট, পাঞ্জাবী প্রভৃতি উল্টাইয়া লইয়া মাড়ে ডোবাইয়া লইলে ইস্ত্রি করিবার পর অসমান মাড় লাগিবার জন্য কোন বিসদৃশভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। মাড় দিবার পর কাপড় নিঙড়াইয়া শুকাইতে দিতে হইবে। জামার পকেটগুলি হাতে করিয়া চাপিয়া সমস্ত মাড় বাহির করিয়া দিতে হইবে। শুষ্ক কাপড়ে জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া লইয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে।

স্বচ্ছ মাড় লেশ প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাপড়ে ব্যবহৃত হয়। মাড় দেওয়া কাপড় গোল করিয়া জড়াইয়া আধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টা রাখিয়া দিন। পরে ঐ অর্ধ ভিজা অবস্থায় ইস্ত্রি করুন।

বিকল্প মাড়—

গম ভুষির মাড় ৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

গঁদের মাড় ইহা সাধারণত রেশমের ও গরদের কাপড়ে মাড় দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

উপাদান ৪ আউন্স গঁদ
১ পাঁইট জল

গঁদ জলে দিয়া সারারাত্রি ভিজাইয়া রাখুন। একটি জলের পাত্রের মধ্যে গঁদের পাত্রটি বসাইয়া মাঝে মাঝে নাড়িয়া গবম করিতে থাকুন যতক্ষণ না সমস্ত ডেলা গঁদ ভালভাবে গুলিয়া যায়। কাপড়ে ছাকিয়া বোতলে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়া দিন।

প্রয়োজনমত কাপড় কড়া বা নবম কবিবাব জন্য এই গঁদ পরিমাণ মত ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া নিন। কাপড় এই জলে ডোবাইয়া নিঙড়াইয়া নিন। সাধারণ মিশাইবাব পরিমাণ এক পাঁইট জলে ১ চাচামচ গঁদ।

ইস্ত্রি না কবিলে ইহাব কড়াভাব বোঝা যায় না। সেই জন্য পোশাকেব একটি জায়গা ইস্ত্রি কবিয়া দেখিতে হয় কি ধরনের কড়া হইয়াছে। যদি বেশী কড়া হয়, তাহা হইলে পোশাকটি গরম জলে ডোবাইয়া নিঙড়াইয়া লইলে ঠিক হইয়া যাইবে।

শিরিসের মাড় ঘন রংয়ের কাপড়ে বিশেষ করিয়া নীল, পিঙ্গল ও কাল কাপড়ে এই মাড় ব্যবহার হয় যাহাতে সাধারণ মাড়ের সাদা রঙ কাপড়ের উপর ফুটিয়া না উঠে।

প্রস্তুত প্রণালী এবং ব্যবহার বিধি গঁদের ন্যায়।

সোহাগা লেশ প্রভৃতি জিনিস অল্প কড়া করিবার জন্য কখনও কখনও সোহাগা একক মাড় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্ধ পাঁইট জলে ১ হইতে ৪ চাচামচ মিশাইতে হয়।

প্লাষ্টিক মাড় ইহা তরল অবস্থায় বিক্রীত হয় এবং জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রস্তুত কারকের নির্দেশমত ব্যবহার

করুন। আগে অল্প কাপড়ে লাগাইয়া পরীক্ষা করিয়া নিন আপনার প্রয়োজন মত কড়া হইয়াছে কিনা। ইহা ব্যবহার করিবার সুবিধা এই যে ইহা এক বার লাগাইলে কয়েক বার ধোলাই হইবার পরও ঠিক থাকে, প্রায় শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করিলেই চলে, কাপড় পুরা শুকাইয়া আবার জল দিয়া ভিজাইবার দরকার হয় না।

অন্যান্য মাড় খাদ্য শস্যের মাড় ব্যবহার নিবারণ করিবার জন্য ক্যালসিয়াম এলগিনেট (calcium alginate) ও বেরিয়াম সালফেট (barium sulfate) প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য মাড় হিসাবে প্রচলনের চেষ্টা হইতেছে।

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে সাগুজাতীয় দানার চূর্ণ এবং তেঁতুল বীচি চূর্ণ মাড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিক্রীত হয়। ইহাতে মাড় দিবার কাজ হয়।

অগ্নিনিরোধক মাড় শিশুদের পোশাকে এবং যেখানে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা আছে সেইরূপ কাপড়, মশারি, পরদা ইত্যাদিতে অগ্নিনিরোধক মাড় দিলে অনেক বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নিম্নে একটি প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহারবিধি দেওয়া হইল। ইহা তূলা এবং সেলুলোস রেয়ন সুতায় কার্যকরী ; এসেটেট রেয়ন ও নাইলনে কার্যকরী নয়। ইহার ব্যবহারে কাপড়ের স্থায়িত্ব, রং প্রভৃতি কোন গুণের তারতম্য হয় না।

৭ আউন্স বোরেকিক (boracic) এসিড ও ৩ আউন্স সোহাগা এক বোতল গরম জলে মিশান। ঠাণ্ডা হইলে জল মিশাইয়া এই দ্রবণকে ৫ পাঁইট করুন। ভাল করিয়া ভিজিবার সময় পর্যন্ত

কাপড় এই দ্রবণে রাখুন, নিঙড়াইয়া শুকাইতে দিন এবং অল্প ভিজা থাকিতে থাকিতে ইস্ত্রি করুন।

এক টুকরা কাপড় এই দ্রবণে ভিজাইয়া শুকাইয়া নিন। কাপড়ের টুকরাটি আগুনে ধরিয়া পরীক্ষা করুন, আগুন ধরিবে না। জলে ধুইলে এই মাড় উঠিয়া যায়, সুতরাং পরিষ্কার করিবার পর প্রতিবার অগ্নিনিবোধক মাড় দিতে হইবে। কাপড় বহু দিন রাখিয়া দিলে এই মাড়ের গুণ নষ্ট হইয়া যায়।

আরও কয়েকটি প্রণালী ঃ—

১। মোটা কাপড়ের জন্য—১ পাউণ্ড এমোনিয়া ফসফেট এবং ২ পাউণ্ড এমোনিয়াম ক্লোরাইড ১½ গ্যালন জলে।

২। এক বোতল অল্প গরম জলে ২ আউন্স বোরিক এসিড ও ৪ আউন্স সোহাগা। কাপড় ১৫ মিনিট হইতে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

টক দিবার পদ্ধতি

পরিষ্কার করিবার পর পোশাক হইতে ক্ষার সম্পূর্ণ দূর করা প্রায় অসম্ভব। (১) সাবান ও (২) কলের জল হইতে পোশাকে ক্ষার আসে। পোশাকে সংলগ্ন অবশিষ্ট ক্ষার নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা সব কয়টি ক্ষতি করিতে পারে ঃ—

১। সুতার আয়ু নষ্ট করা,

২। কাপড়ের সাদা রংকে হলদে ছোপ ধরান,

৩। কাপড়ের রংকে ফিকা বা ম্যাড়মেড়ে করা।

নিম্নলিখিত দুইটি কারণের জন্যও কাপড়ে টক দিবার প্রয়োজন ঃ—

১। জলে লৌহ এবং অন্য ধাতুঘটিত পদার্থ থাকিলে পোশাকে হলদে হইতে পিঙ্গল রংয়ের ছোপ ধরিতে পারে।

২। সিদ্ধ করিলে কাপড় সংলগ্ন জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু রঙ্গিল বা যে সমস্ত কাপড় ঠাণ্ডা জলে কাচা হয় সেই সমস্ত কাপড়ে জীবাণু থাকিলে তাহারা অক্ষত অবস্থায় থাকে।

সুতরাং কাপড়ের স্থায়িত্ব এবং পরিধানকারীর স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া কাপড় পরিষ্কার করিবার পর শেষ বারের ধুইবার জলে (নীল দিবার পূর্বে) টক দিয়া ধুইতে পারিলে ভাল। ইহাতে কাপড়ের কোন ক্ষতি হয় না এবং টক দিবার নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা থাকিলে সুফল ছাড়া ইহাতে কোন কুফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষত যেখানে নলকূপের জলে কাপড় কাচা হয় সেখানে টক প্রয়োগ করা একান্ত দরকার। ইহার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম নাই এবং যৎসামান্য যাহা খরচ হয় তাহার তুলনায় উপকার অনেক বেশী পাওয়া যায়। প্রয়োজনানুযায়ী টক এসিড পরিমাণ মত জলে মিশাইয়া মাত্র কাপড়টি ডোবাইয়া লইলেই যথেষ্ট।

যে কয়টি টকজাতীয় এসিড কাপড়ে দিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার পরিচয় দেওয়া হইল।

এমোনিয়াম সিলিকোফ্লুওরাইড (Ammonium silicofluoride [$(NH_4)_2 SiF_6$]) ক্ষার জাতীয় দোষ দূর করিবার ক্ষমতা ইহার সর্বাপেক্ষা বেশী কিন্তু লৌহঘটিত দোষ দূর করিবার ক্ষমতা নাই।

পরিমাণ —১ গ্যালন জলে ১·৬৭ পাউণ্ড, ৬০° ফাঃ উত্তাপে।

জিঙ্ক সিলিকোফ্লুওরাইড (Zine silicofluoride [$Zn SiF_6$ —$H_2 O$]) ইহার ক্ষার জাতীয় দোষ দূর করিবার ও জীবাণু ধ্বংস করিবার ক্ষমতা চমৎকার। রঙ্গিল কাপড় কাচিবার সময় সাবানের সহিত যথেষ্ট ক্ষার ব্যবহার করা হয় না, ইহাতে কাপড়ে সাবানের গন্ধ থাকিতে পারে। এই এসিড ঐ গন্ধ দূর করে এবং কাপড়ে সংলগ্ন সাবানের অবশিষ্টাংশজনিত দোষ দূর করে।

পরিমাণ—১ গ্যালন জলে ৪ পাউণ্ড।

সোডিয়াম সিলিকোফ্লুওরাইড (Sodium silicofluoride [Na_2SiF_6]) ইহা সর্বাপেক্ষা সস্তা। ইহার ক্ষার জাতীয় দোষ দূর করিবার ক্ষমতা উত্তম কিন্তু লৌহঘটিত দোষ দূর করিবার ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর। ইহার জলে দ্রবণক্ষমতা কম, সেই জন্য এই এসিড জলে ভাল করিয়া গুলিয়া না লইলে কাপড়ের কতক জায়গায় টক বেশী লাগিতে পারে এবং কতক জায়গায় কম লাগিতে পারে।

পরিমাণ—২০ গ্যালন জলে ১ পাউণ্ড।

এমোনিয়া এসিড ফ্লুওরাইড (Ammonium acid fluoride [$NH_4 HF_2$]) ইহার লৌহঘটিত দোষ দূর করিবার ক্ষমতা উত্তম।

পরিমাণ ১ গ্যালন জলে ২ পাউণ্ড, ঘরের উত্তাপে।

সোডিয়াম এসিড ফ্লুওরাইড (Sodium acid fluoride [Na HF_2]) ইহার লৌহঘটিত দোষ দূর করিবার ক্ষমতা উত্তম, কিন্তু ক্ষারজাতীয় দোষ দূর করিবার ক্ষমতা খুব বেশী নাই। যেখানে জলে লৌহঘটিত দোষ থাকে প্রধানত সেখানে ইহা ব্যবহৃত হয়।

পরিমাণ—৫ গ্যালন জলে ১ পাউণ্ড।

অক্‌জালিক এসিড (Oxalic acid [$(CooH)_2$]) ইহার লৌহঘটিত দোষ দূর করিবার ক্ষমতা চমৎকার। ইহা ব্যবহারের পর কাপড় ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা উচিত। ব্যবহারের পর না ধুইয়া রাখিলে তূলা ও লিনেন পোশাক কমজোরী হইয়া যায়।

পরিমাণ—১ গ্যালন জলে ১০ আউন্স, ঘরের উত্তাপে।

এসেটিক এসিড (Acetic acid (CH_3 CooH) ইহা তরল অবস্থায় এবং ২৮ হইতে ৫৬% গাঢ়তায় বিক্রীত হয়। ইহার আর একটি রকম গ্লেসিয়াল এসেটিক এসিড। ইহার গন্ধ ভিনিগারের ন্যায় এবং লৌহঘটিত দোষ দূর করিবার কোন ক্ষমতা নাই। ইহা সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায় সেই জন্য টক হিসাবে ইহা বহুল ব্যবহৃত হইত এবং নীলের সঙ্গে মিশাইয়াও ব্যবহৃত হয়।

স্থানীয় জলের অবস্থার উপর টক জাতীয় এসিড ব্যবহার করা নির্ভর করে। যেখানে জলে স্বাভাবিকভাবে লৌহঘটিত পদার্থ থাকে বা টিনের জলাধারে থাকিবার জন্য নলকূপ এবং নলের মধ্য দিয়া আসিবার জন্য জলে লৌহঘটিত পদার্থ থাকে সেখানে লৌহ-ঘটিত দোষ দূর করিবার এসিড ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে এইভাবে টক দিবার উদ্দেশ্য কাপড়ে লৌহঘটিত পদার্থজনিত দোষ হওয়া নিবারণ করা। যে কাপড়ে

লৌহঘটিত বিশেষ দাগ হইয়া গিয়াছে সেই দাগ তুলিবার জন্য কাপড়কে আলাদাভাবে রাখিতে হইবে এবং দাগ তুলিবার পদ্ধতিতে দাগ তুলিতে হইবে। যেখানে লৌহঘটিত দোষের কোন সমস্যা নাই সেখানে ক্ষারজনিত দোষ দূর করিবার এসিড ব্যবহার করা মিতব্যয়িতা।

প্রস্তুত কারকেরা অনেক সময় নানাজাতীয় এসিড মিশাইয়া নিজস্ব ব্যবসায়িক নাম দিয়া টক এসিড বিক্রয় করেন। বোতলের উপরে কোন জাতীয় এসিড কি পরিমাণে আছে এবং তাহাদের কাজ কি তাহার উল্লেখ থাকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইস্ত্রি ও ইস্ত্রি করিবার পদ্ধতি

ইস্ত্রি করা একটি কলা বিশেষ। প্রত্যেক কলা বিদ্যার ন্যায় এ সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম ও নির্দেশ আছে এবং তাহা শিক্ষা দেওয়া চলে কিন্তু কাজের আসল উৎকর্ষ নির্ভর করে ইস্ত্রি-কারীর নিজস্ব গুণের উপর। অভ্যাস ইস্ত্রি করায় দক্ষতা লাভের উপায়। পোশাকের পারিপাট্যের জন্য অভ্যাসের সঙ্গে আর যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার তাহা হইল ইস্ত্রিকারীর ধৈর্য, যত্ন ও সৌন্দর্যস্পৃহা।

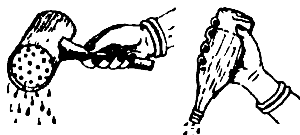
পোশাক সুন্দর এবং মনোরম করিবার জন্য কাপড় ভাঁজ করিবার এবং পাট করিবার ও ইস্ত্রি চালাইবার কয়েকটি পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিগুলি এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রস্তুতি

১। নিম্নলিখিত জিনিসগুলি নিন :—

(ক) একটি ইস্ত্রি করিবার টেবিল, সাধারণ মাপ ৪ × ২½ ফুট, উচ্চতা ৩ ফুট। লম্বা এবং বেঁটে লোকের জন্য উচ্চতা অল্প বেশী এবং কম করা দরকার। উপযুক্ত উচ্চতা অপেক্ষা বেশী হইলে, ইস্ত্রি চালাইবার অসুবিধা হইবে এবং শীঘ্র হাত ক্লান্ত হইয়া যাইবে; কম হইলে, ঝুঁকিয়া পড়িয়া ইস্ত্রি করিবার জন্য কিছুক্ষণ পরে কোমর টনটন্ করিবে। জামার হাতা ইস্ত্রি করিবার জন্য স্লিভ বোর্ড (sleeve board) রাখিলে ভাল হয়। মেঝের উপর রাখিয়া উবু হইয়া বসিয়াও ইস্ত্রি করা যায়, তবে ইস্ত্রি করিবার টেবিল ব্যবহার করাই ভাল।

(খ) কাপড় আর্দ্র করিবার সরঞ্জাম। একটি বোতলের টিনের পেঁচওয়ালা ছিপিতে খুব ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে অথবা একটি কৌটার তলার দিকে ছিদ্র করিয়া একটি হাতল লাগাইয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।



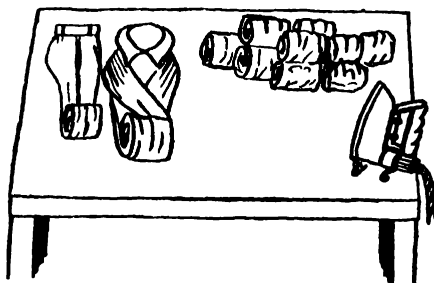
(গ) টেবিলের বাম দিকে এক বাটি জল ও এক খণ্ড কাপড়, ডান দিকে ইস্ত্রি রাখিবার লোহার বা পাথরের আধার।

২। টেবিলের উপর কম্বল রাখিয়া একটি পরিষ্কার কাপড় দিয়া ঢাকিয়া নিন অথবা ৩/৪ পাট করিয়া সাদা চাদর বা কাপড় দিয়া পাতলা নরম গদির মত করিয়া নিন। সূচীশিল্পের কাজ

ইস্ত্রি করিবার সময় এই গদি আরও পুরু করিয়া লইবেন এবং সূচীশিল্পের উল্টাদিকে ইস্ত্রি করিলে গদির মধ্যে বসিয়া যাইয়া সূচীশিল্পেব কাজগুলি বেশ স্পষ্ট এবং সুদৃশ্য হইবে।

৩। উপযুক্ত ইস্ত্রি, মোটা কাপড়ের জন্য ভারী বড় ইস্ত্রি এবং পাতলা কাপড়েব জন্য হাল্কা ছোট ইস্ত্রি। ছাই অথবা অন্য কোন সূক্ষ্ম গুঁড়া দিয়া মাজিয়া ইস্ত্রির তলা বেশ মসৃণ ও চকচকে করিতে হইবে, কখনও লোহা ঘষিবাব কাগজ (emery paper) ব্যবহার করিবেন না। বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিব তলা নিকেল অথবা ক্রোমিয়াম করা থাকে, কাপড়ের উপর ঘষিয়া লইলে যথেষ্ট হইবে।

৪। ইস্ত্রি কবিবার সময় কাপড় জল ছিটাইয়া আদ্র করুন এবং শক্তভাবে গুটাইয়া আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিন। ইহার ফলে



কাপড়ের যেস্থানে জল বেশী পড়িয়াছিল সেই স্থান হইতে জল টানিয়া লইয়া শুষ্ক জায়গাগুলি ভিজিয়া সমস্ত কাপড়টি সমান ভাবে আর্দ্র হইবে। জল ছিটাইবার জন্য উপরিল্লিখিত কোন একটি সরঞ্জাম ব্যবহার করা উচিত, কারণ হাতে করিয়া জল ছিটাইলে এক এক জায়গায় খুব বেশী জল পড়ে এবং এক এক জায়গায়

একেবারেই জল পড়ে না এবং কাপড়টি সমভাবে আর্দ্র হয় না। কাপড় সমভাবে আর্দ্র করিয়া ইস্ত্রি করিলে দেখিতে অতি সুন্দর হয়। ছিটাইবার জন্য ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা অল্প গরম জল ব্যবহার করিলে জল কাপড়ের মধ্যে ভাল ভাবে প্রবেশ করে। কাপড়ে উপযুক্ত মত জল দেওয়া উচিত; বেশী হইলে, অযথা পরিশ্রম ও জ্বালানি ব্যয় হয়, এবং কম হইলে, ইস্ত্রি ভাল হইবে না, কাপড়ে কোঁচকান ভাব থাকিয়া যাইবে।

নিয়ম

১। ইস্ত্রি প্রয়োজনানুরূপ গরম করিয়া লইতে হইবে; পশম বস্ত্রের জন্য অল্প গরম, রেশম বস্ত্রের জন্য মাঝারি গরম এবং তূলা ও লিনেন বস্ত্রের জন্য বেশী গরম। কৃত্রিম সুতার বস্ত্র ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতা প্রস্তুতকারকের ইস্ত্রিতে উত্তাপ ব্যবহারের কোন নির্দেশ না থাকিলে এবং ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন বোধ করিলে পশম বস্ত্রের ন্যায় ইস্ত্রি করিবেন। তাপ-নিয়ামক (thermostatic control or automatic) বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে সহজে প্রয়োজনানুরূপ উত্তাপ রাখা যায়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে অন্যান্য ইস্ত্রির উত্তাপের তারতম্য বুঝিতে পারা যায়। অনভিজ্ঞেরা নিম্নলিখিত উপায়ে ইস্ত্রির উত্তাপ বুঝিতে পারিবেন। গরম ইস্ত্রি উল্টাইয়া ধরিয়া আঙ্গুলে করিয়া এক ফোঁটা জল দিন, নরম আওয়াজ হইলে এবং ইস্ত্রির উপর জলের দাগ বেশ স্পষ্ট থাকিলে বুঝিতে হইবে অল্প গরম, আওয়াজ জোর ও দাগ অস্পষ্ট হইলে মাঝারি গরম এবং আওয়াজ তীক্ষ্ণ ও কোন জলের দাগ না

থাকিলে বুঝিতে হইবে বেশী গরম। কোন আওয়াজ না হইলেও জল বাষ্প হইয়া না গিয়া ইস্ত্রির উপর ফুটিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে অত্যন্ত অল্প গরম এবং ব্যবহারের অনুপযুক্ত। জল পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যদি মুহূর্তের মধ্যে বাষ্প হইয়া যায় এবং কোন শব্দ হয় না, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে অত্যন্ত গরম। এই উত্তাপে ইস্ত্রি করিলে কাপড় পুড়িয়া যাইবে। টিস্যু (tissue) কাগজের উপর গরম ইস্ত্রি রাখিয়াও উত্তাপ পরীক্ষা করা যায়।

২। ইস্ত্রি মুখের দিক দিয়া সোজা সামনের দিকে চালাইতে হইবে, পরে ঐ লাইনে পিছনের দিকে টানিয়া আনা যায়। সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে সব সময়েই ইস্ত্রি সোজা চালাইতে হইবে।

৩। অল্প চাপ দিয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে, খুব জোরে চাপ দিবার প্রয়োজন নাই। মনে রাখিবেন উত্তাপ এবং আর্দ্রতা ইস্ত্রি সম্পন্ন করে, শরীরের শক্তি নয়।

৪। ইস্ত্রি করিবার কাপড় ও পোশাককে মেলিয়া লইয়া প্রথমে ঠিক মত পাট করিয়া হাতের তালু দিয়া ঘষিয়া লইতে হইবে।

৫। ডান হাতে ইস্ত্রি লইয়া কাপড়ে রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে বাম হাত দিয়া ইস্ত্রির সামনের দিকের কাপড় টানিয়া ধরিতে হইবে।

৬। ছোট ছোট অংশ, যেমন, ফিতা, লেশ, কুঁচি প্রথমে ইস্ত্রি করিতে হইবে। তাহার পর পটির অংশ এবং মোটা জায়গাগুলি উল্টাদিকে ইস্ত্রি করিবেন, তাহার পর অন্যান্য অংশ।

৭। ছাপা কাপড় উল্টা দিকে অর্থাৎ ভিতর দিকে ইস্ত্রি করিবেন।

৮। অত্যন্ত মোটা জায়গাগুলি প্রথমে উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিয়া লইবেন এবং গাঢ় রংয়ের কাপড় উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিবেন। ইহাতে কাপড়ে চকচকে ভাব হইবে না।

৯। প্যাণ্টের পায়ের পাশের বা অন্য পোশাকের মোটা সেলাই অংশের তলায় পিচবোর্ড বা খবরের কাগজ চার ভাঁজ করিয়া দিয়া ইস্ত্রি করিবেন। ইহাতে পোশাকের অপর দিকের অংশে ঐ জায়গার দাগ ফুটিয়া উঠিবে না।

১০। কৃত্রিম সুতার এবং পশমের কাপড় ইস্ত্রি করিতে হইলে কাপড়ের উপর তূলার বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লইয়া রাখিবেন, তাহার উপর অল্প গরম ইস্ত্রি চাপ দিয়া রাখিবেন এবং পরে ইস্ত্রি না টানিয়া উপর দিকে উঠাইয়া লইবেন। ভিজা বস্ত্রখণ্ডটি পশমের কাপড় হইতে উপর দিকে তুলিয়া না লইয়া টানিয়া লইবেন। ইহাতে পশমের রোঁয়াগুলি উন্নত হইবে এবং পোশাকটি দেখিতে সুন্দর হইবে।

১১। লেশ এবং সূচীশিল্পের অংশ মোটা গদির উপর উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিলে উন্নত অংশগুলি বেশ স্পষ্ট এবং সুদৃশ্য হইবে।

১২। ছোট অংশের এবং সূক্ষ্ম বস্ত্রের সুতাগুলি সোজা করিয়া ধরিয়া ইস্ত্রির মাঝখান দিয়া ইস্ত্রি করিবেন, ইস্ত্রির অর্ধেক অংশ কাপড়ের বাহিরে থাকিবে। পরে কাপড়ের ভিতর দিক ইস্ত্রি করিবেন।

১৩। ইস্ত্রি এমন সময় পর্যন্ত কাপড়ের উপর রাখিয়া টানিতে হইবে যে কাপড়টি সম্পূর্ণ শুকাইয়া যায়। ভিজা অবস্থায় থাকিলে পরে শুকাইয়া কাপড় খসখসে ভাবের দেখিতে হইবে, ইস্ত্রির মসৃণতা থাকিবে না।

১৪। স্থিতিস্থাপক (elastic) রবার অংশ ইস্ত্রি করিবেন না।

১৫। সমস্ত রকম কাপড় ইস্ত্রি করিবার পর দু এক ঘণ্টা বাতাসে মেলিয়া রাখিবেন, তাহা না হইলে পোশাকে ছাতা ধরিবে এবং পোকা লাগিবে।

১৬। নিম্নে কয়েক প্রকার কাপড়ের ক্রমানুমিক ভাবে ইস্ত্রি ও পাট করিবার পদ্ধতি লিখিত হইল।

শাড়ী ও ধুতি ১। প্রথমে কাপড় লম্বালম্বি দুভাঁজ করিয়া দুই জনে দুইটি করিয়া কোণ ধরিয়া কোণাকুণি টানিয়া লইতে হইবে,

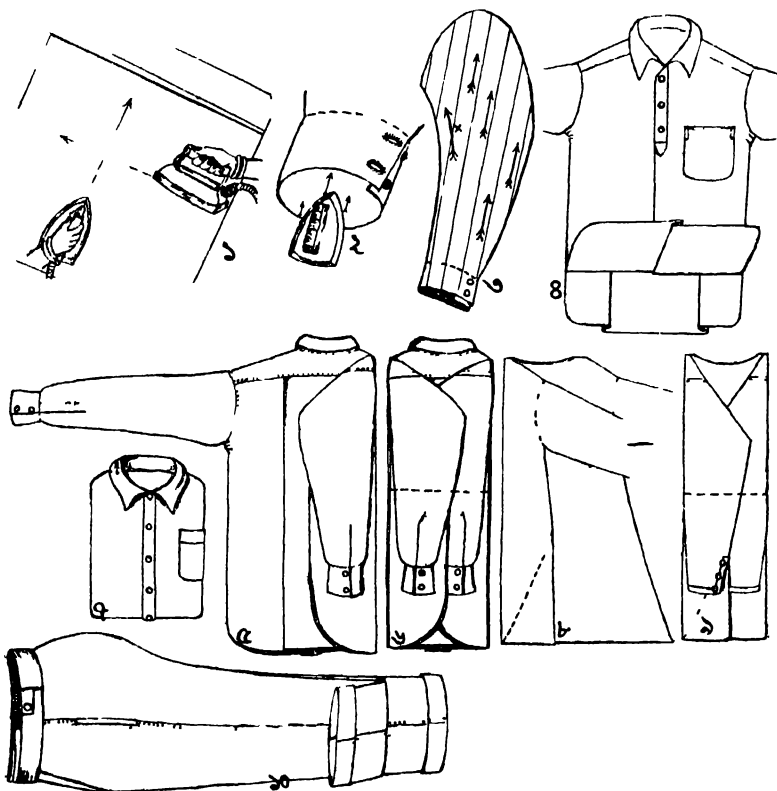


তাহা না করিলে ইস্ত্রি করিবার পর কাপড়ের ধারগুলি এঁকাবেঁকা হইবে। পরে ইস্ত্রি, ২। সমস্ত পাড় ও শাড়ীর আঁচলা, ৩। ভিতরের সমস্ত অংশ অথবা চার পাট করিয়া লইয়া, ৪। পরে ৮ বা ১৬ পাট করিয়া ইস্ত্রি করিবেন, ৫। পোশাকী শাড়ী ভিতরের সমস্ত অংশ এক পাটে ইস্ত্রি করিবেন, পরে ৮ বা ১৬ পাট করিয়া হাতের চাপ দিয়া ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দিবেন, ভাঁজের উপর ইস্ত্রি করিবেন না।

পাঞ্জাবি ১। জামার পিছন দিকের গলার অংশ, ২। পকেট, ৩। পকেট ডু পাট করিয়া, ৪। চুড়িদার পাঞ্জাবি হইলে হাতার কফ, ৫। হাতা ইস্ত্রি করিবার পর পাঞ্জাবি বা কুর্তা বা পিরানের সামনের দিক টেবিলের উপর পাতিয়া রাখিবেন। জামার পিছন ও সামনের দিক উপর উপর বিস্তৃত করিয়া হাতের তালু দিয়া সমস্ত কোঁচ সমান করিয়া দিবেন। তারপর ইস্ত্রি -৬। বাম দিকের বা বোতাম লাগান বুকের পটি, ৭। ডান দিকের বুকের পটি, ৮। কাঁধ হইতে আরম্ভ করিয়া জামার সমস্ত সামনের দিক, ৯। উল্টাইয়া লইয়া জামার সমস্ত পিছন দিক। তারপর পাট— ১০। জামার পিছন দিক উপরে রাখিয়া গলা হইতে ২/২½" দূরে উপর হইতে নীচে পর্যন্ত জামার এক পার্শ্ব সরল রেখায় পাট করুন, ১১। পকেটের পটির উপর দিকের সেলাই হইতে জামার কোণের দিক আগের পাটের সমান্তরাল করিয়া ভিতর দিকে পাট করুন, ১২। ভাঁজের উপর ইস্ত্রি করুন, ১৩। হাতা কাঁধ হইতে ভাঁজ করিয়া ঐ পাটের উপর সমান করিয়া রাখিয়া ইস্ত্রি করুন, ১৪। জামার অপর পার্শ্ব ঠিক ঐ ভাবে পাট ও ইস্ত্রি করুন, ১৫। জামার মাঝখান হইতে ডু পাট করিয়া শেষ পর্যায়ের ইস্ত্রি করুন।

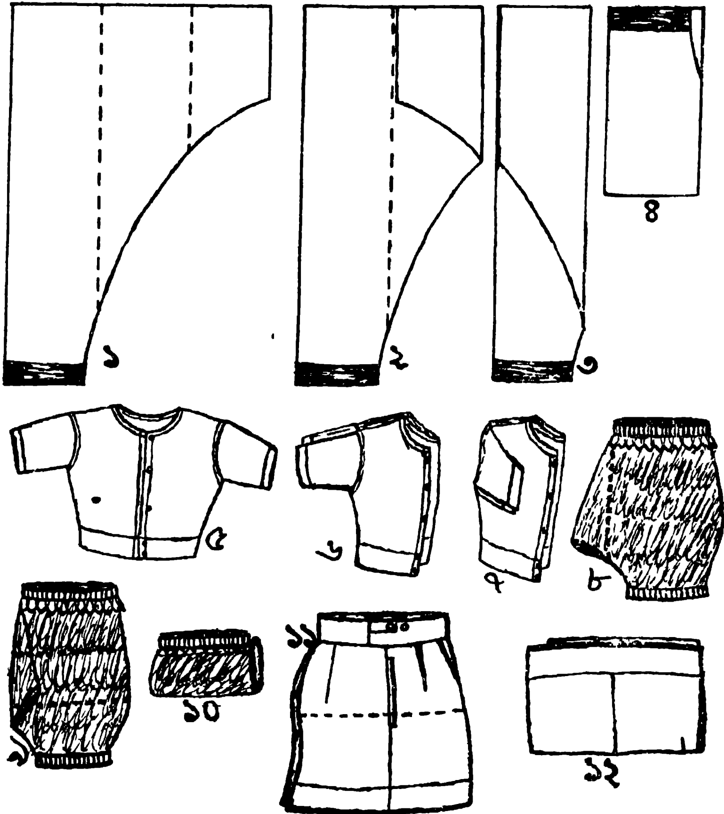
শার্ট ১। পকেট, ২। পকেট ডু পাট করিয়া, ৩। কাঁধের পটি, ৪। কলার প্রথমে উল্টাদিকে পরে সামনের দিকে, ৫। হাতার কফ, ৬। হাতা, ৭। শার্ট বা কামিজের সামনের দিক উপরে রাখিয়া টেবিলের উপর বিছাইয়া নিন। জামার পিছন ও সামনের দিক ঠিক উপর উপর রাখিয়া হাতের তালু দিয়া সমস্ত কোঁচ সমান

কবিয়া দিন। ৮। জামাব সামনেব কাপড তুলিয়া পিছন দিকেব প্লিটেব ভাঁজ দিযা ঐ অংশ ইস্ত্রি করুন, ৯। এইবাব জামাব



১—ইস্ত্রি সব সময় সোজাসুজি চালাইবেন। ২—শার্টের কফ ইস্ত্রি কবিবার পদ্ধতি। ৩—সোজা তীর চিহ্নের মত ইস্ত্রি চালাইবেন, × তীব চিহ্নের মত বাঁকা ভাবে ইস্ত্রি চালাইবেন না। ৪, ৫, ৬ ও ৭—শার্ট পাট করিবার পদ্ধতি। ৮—পাঞ্জাবির ঝুলেব কোণ পাট করিবার পদ্ধতি। ৯—পাঞ্জাবিব পাট। ১০—প্যান্টের পাট।

সামনের কাপড় উপরে পাতিয়া বুকের পটি হইতে নীচে পর্যন্ত বিস্তৃত প্লিটের ভাঁজ দিয়া ইস্ত্রি করুন, ১০। বাম দিকের বা বোতাম লাগান বুকের পটি, ১১। ডান দিকের বুকের পটি, ১২। কাঁধ



১, ২, ৩ ও ৪—সালোয়ার পাট করিবার পদ্ধতি। ৫, ৬ ও ৭—ব্লাউজ পাট করিবার পদ্ধতি। ৮, ৯ ও ১০—ইজের পাট করিবার পদ্ধতি। ১১ ও ১২—হাফপ্যান্ট পাট করিবার পদ্ধতি।

হইতে সমস্ত জামা, ১৩। উল্টাইয়া লইয়া পিছন দিকের সমস্ত জামা, ১৪। পাঞ্জাবির ন্যায় পাট ও ইস্ত্রি করুন (১০-১৫), কেবল পাঞ্জাবির ১১ নং পাট হইবে না।

প্যাণ্ট ১। কোমর পটি প্রথমে উল্টা দিকে পরে সোজা দিকে, ২। পায়ের লম্বা সেলাই মাঝখানে রাখিয়া এবং পাছার পটি ধারে রাখিয়া পাট করুন, ৩। একটি পায়ের উপর আর একটি পা পাট করিয়া রাখুন, ৪। উপরের পা উপর দিকে গুটাইয়া নীচের পা তলা হইতে কোমর পটি পর্যন্ত ইস্ত্রি করুন, ৫। পরে উপরের পা পাতিয়া সমস্ত ইস্ত্রি করুন, ৬। প্যাণ্টটি উল্টাইয়া লইয়া ঠিক ঐ ভাবে পায়ের অপর দিকগুলি ইস্ত্রি করুন, ৭। মাঝখান হইতে দু পাট কবিয়া ইস্ত্রি করুন। শৌখীন ব্যক্তিরা মাঝখান হইতে দু পাট করা পছন্দ করেন না।

ব্লাউজ ১। হাতা, কাঁধ হইতে হাতার মুখের দিকে ইস্ত্রি টানুন, ২। জামাটি পাশে করিয়া টেবিলের উপর পাতুন, যাহাতে গলা বাম হাতের দিকে থাকে, ৩। ডান দিক বুকের পটি হইতে সমস্ত অংশ ইস্ত্রি করুন, ৪। বাম দিক ঐভাবে, ৫। উল্টাইয়া সমস্ত পিছন দিক, ৬। জামার বোতাম দিয়া উল্টাদিকে উপর নীচে একটি ভাঁজ দিন, ৭। হাতা দুটি একত্রে কাঁধ হইতে ভাঁজ দিয়া জামার উপরে রাখুন ও ইস্ত্রি করুন, ৮। ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিতে পারেন বা মাঝখান হইতে দু পাট করিয়া ইস্ত্রি করিতে পারেন। ৯। বোতাম খুলিয়া দিন।

স্কার্ট ১। কোমর পটি, ২। তলার পটি, ৩। টেবিলের উপর পাতিয়া, প্লিট থাকিলে, এক একটি প্লিট ঠিক করিয়া কোমর পটি

হইতে নীচের দিকে ইস্ত্রি করিয়া যাইতে হইবে; কুচি দেওয়া থাকিলে, কুচিগুলি যতটা সম্ভব ঠিক করিয়া কুচির উপর ইস্ত্রি চাপিয়া ধরিতে হইবে এবং পরে তলার পটি পর্যন্ত ধীরে ধীরে ইস্ত্রি টানিতে হইবে, ৪। কোন ভাঁজ করিবেন না।

ফ্রক ১। হাতা, ২। কলার থাকিলে, কাঁধের পটি ও কলার, ৩। টেবিলের উপর পাতিয়া প্রথমে কোমর হইতে উপর দিকের বডিস্ অংশ ইস্ত্রি করুন, পরে কোমর হইতে নীচের ঝুলের দিকে ইস্ত্রি করুন, ৪। বডিস্ ইস্ত্রি করিবার সময় কাঁধ হইতে কোমরের দিকে ইস্ত্রি চালান, ৫। ঝুল ইস্ত্রি করিবার সময় তলা হইতে কোমরের দিকে ইস্ত্রি টানুন, ৬। ফ্রকের প্লিট, কুচি প্রভৃতি ইস্ত্রির মুখ দিয়া ভাল ভাবে ইস্ত্রি করিতে হইবে। ৭। ফ্রক ভাঁজ না করিয়া রাখিতে পারিলে ভাল। প্রয়োজন হইলে হাতা হইতে কাঁধের সেলাইয়ের ১"/২" ভিতরে উপর হইতে নীচে পর্যন্ত সোজা পাট করুন। দুদিকেই ঐ ভাবে পাট করুন, তারপর কোমরে একটি ভাঁজ দিন। ঐ সমস্ত পাট ও ভাঁজের উপর ইস্ত্রি করিতে পারেন বা ইস্ত্রি না করিয়া রাখিয়া দিতে পারেন।

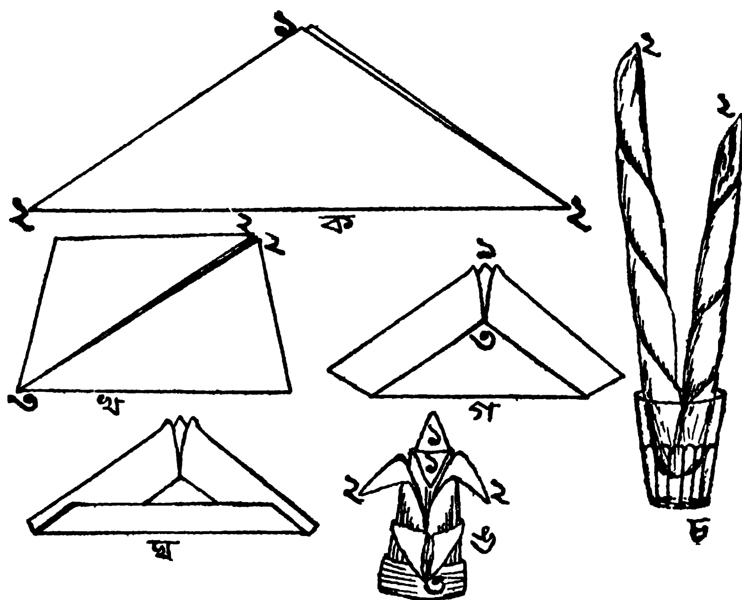
শালোয়ার ১। কোমর পটি, ২। প্যাণ্টের অনুরূপ ভাবে পা ইস্ত্রি করুন, ৩। লম্বাদিকে সমান তিন ভাঁজে ভাঁজ করুন, পাছার শেষ অংশ হইতে উপর দিকে একটি, পায়ের গোছ হইতে কোমর পর্যন্ত একটি; ইস্ত্রি করুন, ৪। দু পাট করিয়া ইস্ত্রি করুন।

বুশ শার্ট ১। কাঁধ, কলার, হাতা ইত্যাদি পর পর শার্টের মত ইস্ত্রি করিতে হইবে, ২। কোন ভাঁজ না দিয়া রাখিলে ভাল,

৩। একান্তই ভাঁজ দিতে হইলে শার্টের মত ভাঁজ দিবেন, কেবল জামার মাঝামাঝি দু ভাঁজ করিবেন না।

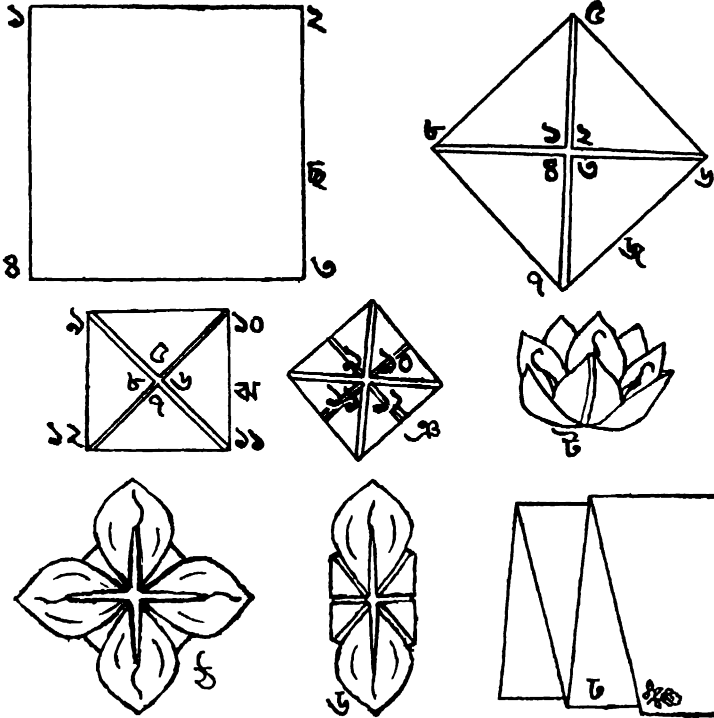
উপরি উক্ত পোশাকগুলি ঠিক মত ইস্ত্রি করিতে পারিলে, সায়া, সেমিজ প্রভৃতি অন্যান্য পোশাক ইস্ত্রি ও পাট করিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে আপনা হইতেই ধারণা হইয়া যাইবে।

কয়েকটি বাহারি পাট করিবার পদ্ধতি



চৌকা রুমাল ক এর মত পাট করুন। ২ এর অংশ হইতে গোল করিয়া চ এর মত রাখুন।

ক এর পর খ ও গ এর মত পাট করুন। ঘ এর মত তলার দিক হইতে গোল করিয়া পাকান। তাহার পর কোণগুলি টানিয়া ঙ র মত করুন।



ছ-চৌকা রুমাল, ইহার ১, ২, ৩, ৪ নং কোণগুলি জ এর মত পাট করিয়া রাখুন। এইবারে উল্টাইয়া ৫, ৬, ৭, ৮ কোণগুলি টানিয়া ঝ এর মত করুন। ঝ এর সোজা দিকে ৯, ১০, ১১, ১২ নং কোণ টানিয়া ঞ র মত করুন। তারপর কাপড়ের কোণগুলি টানিলে ট এর মত হইবে। ঠ এর মত ফুল করিতে হইলে ঝ কে উল্টাইয়া ঞ র ভাঁজ দিন, তারপর চারিটি কোণ টানিয়া দিন। এইভাবের ঞ র ভাঁজের পাশের দুই দিক ভাঁজ দিয়া উপর ও নীচের কোণ টানিলে ড এর মত হইবে। ঢ-টেবিল ক্লথ ভাঁজ করিবার পদ্ধতি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

তূলা ও লিনেন বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পদ্ধতি

তূলা ও লিনেন বস্ত্র উত্তাপ, ঘর্ষণ এবং ক্ষার ও সাবানের প্রভাব সহ্য করিতে পারে, সেই জন্য তূলা ও লিনেন বস্ত্র পরিষ্কার করা সর্বাপেক্ষা সহজ।

প্রস্তুতি যে সমস্ত কাপড় পরিষ্কার করা দরকার তাহা সমস্ত একত্র করিতে হইবে।

বাছাই বাছাই করিবার সময় অনুসন্ধান করিতে হইবে (১) কোন জায়গায় ছেঁড়া আছে কি না (২) বোতামের সুতা ঢিলা হইয়া গিয়াছে কি না বা বোতাম ছিঁড়িয়া গিয়াছে কি না (৩) কোন জায়গায় দাগ লাগিয়াছে কি না। ছেড়া জিনিস এক জায়গায় রাখিতে হইবে এবং বাছাইয়ের ঠিক পরেই ছেড়া জায়গাগুলি সেলাই করিয়া ফেলিতে হইবে এবং বোতামের সংস্কার করিতে হইবে। দাগের কারণ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলে দাগ-লাগা কাপড়গুলি আলাদা দলে সারারাত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে কারণ বহু দাগ ঠাণ্ডা জলে বহুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে উঠিয়া যায়। যদি দাগ না ওঠে তাহা হইলে বা দাগের কারণ জানা থাকিলে ৪০ হইতে ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পরিষ্কার করিবার পূর্বে দাগ তুলিতে হইবে। পকেটগুলি খালি করিতে হইবে এবং পাশপকেটগুলি ভালভাবে পরিষ্কার হইবার জন্য উল্টে

দিতে হইবে, সমস্ত বোতাম, বগলস ইত্যাদি খুলিয়া রাখিতে হইবে এবং প্যাণ্টের পাশপকেট সংবন্ধকগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

ইহাব পব জমা করা কাপড়গুলি নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ—

১। সাদা, ডোরা ছিট ও হাল্কা পাকা রংয়ের পোশাক, যেমন ধুতি, শাড়ী, প্যাণ্ট, কোট, শার্ট, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, ব্লাউজ, ফ্রক, রুমাল ইত্যাদি।

২। রাত্রের পোশাক, বালিশের তোয়ালে, বিছানার চাদর ইত্যাদি।

৩। গামছা, স্নান কবিবার তোয়ালে, ঝারণ ইত্যাদি।

৪। সমস্ত রকম গাঢ রঙ্গিল কাপড় ও ছাপাছিট।

ভিজাইয়া রাখা—

গাঢ় রঙ্গিল কাপড় ও ছাপা ছিট কাচিবার পদ্ধতি সম্বন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে। বাকি সমস্ত ভাগের কাপড়গুলি আলাদা আলাদা ভাগে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ২ ও ৩ নম্বর ভাগের কাপড়গুলি সারারাত ভিজাইয়া রাখিতেই হইবে কারণ ইহাতে সংলগ্ন ঘাম, তেল ও তৎসহ ময়লা ভিজাইয়া রাখিলে বহুল পরিমাণে উঠিয়া যাইবে। বেশী ময়লা কাপড় পাত্রের তলায় এবং অল্প ময়লা কাপড় উপরে রাখিতে হইবে। ১ নম্বর ভাগের বেশী ময়লা কাপড়গুলি সারারাত ভিজান ণ, কার ; অন্য কাপড় পরিষ্কার করিবার পূর্বে ৩/৪ ঘণ্টা অন্তত

এক ঘণ্টা ভিজান দরকার। ইহাতে ময়লা এবং পূর্বে কাপড়ে দেওয়া মাড় উঠিয়া যায়। রুমাল লবণজলে আলাদাভাবে ভিজাইয়া রাখিলে রুমাল হইতে শ্লেষ্মা সহজে ছাড়িয়া যায়; পরিমাণ ১ বোতল জলে ১ টেবিল চামচ লবণ। অসুখের সময় ব্যবহৃত রুমাল অল্প পরিমাণ জীবাণু নাশক দ্রবণ জলে মিশ্রিত করিয়া ভিজাইয়া রাখা উচিত। পরিষ্কার করিবার জন্য লইবার সময় কাপড়গুলি হাতে করিয়া অল্প রগড়াইয়া সম্পূর্ণভাবে নিঙড়াইয়া লইতে হইবে।

পরিষ্কার করা

তূলা ও লিনেন বস্ত্র সিদ্ধ কবিয়া, গরম জলে সাবান গুলিয়া, ঠাণ্ডা জলে সাবান বিহীন সাবান বা বিশ্বাসযোগ্য সাবান গুঁড়া গুলিয়া, সাবান বোলাইয়া সব রকম প্রণালীতেই পরিষ্কার করা যায়। কোন্ পদ্ধতিতে পরিষ্কার করিতে হইবে তাহা নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর ঃ—

১। কাপড়ের ধরন, মোটা বা মিহি,

২। কাপড়ের বয়ন,

৩। কাপড়ের ময়লার পরিমাণ।

পরিষ্কার করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ২৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

সিদ্ধ করা

প্রথমে বর্ণিত ২ ও ৩ নম্বর ভাগের অর্থাৎ অল্প বা বেশী তেলধরা কাপড় প্রতিবার সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে তাহা না

হইলে ঐ সমস্ত কাপড় হইতে ময়লা সম্পূর্ণ ছাড়িবে না। ১ নম্বর ভাগের কাপড় প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থবার পরিষ্কার করিবার সময় সিদ্ধ করিতে হইবে কারণ সাবান ও জল সহযোগে পরিষ্কার করিয়া সূর্যকিরণে শুকাইলে কাপড় ভাল ফরসা হয়। ঘাস ও ঝোপের উপর মেলিয়া দিয়া শুকাইতে পারিলে আরও ভাল। তৃতীয় বারের পর কাপড় সিদ্ধ করিয়া কাচা উচিত কারণ তাহা না হইলে কাপড়ে হলদে ছোপ ধরিবার সম্ভাবনা থাকে যাহা দূর করিবার জন্য বিরঞ্জন দ্রব্য দিয়া কাচিতে হইবে, ফলে কাপড় কিছু কমজোরী হইয়া যাইবে। সম্পূর্ণ সাদা কাপড় হইলে পরিষ্কার করিবার পর আধুনিক শুভ্রকরণ গুঁড়া গুলিয়া কাপড় তাহাতে ভিজাইয়া রাখিলেও চলে। সিদ্ধ করিবার বিস্তারিত পদ্ধতি ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।

ধৌত করা

সাবানে কাপড় পরিষ্কার করিবার সময় যেমন যত্ন লওয়া হয়, কাপড় ধৌত করিবার সময় সেই রকম মনোযোগ দেওয়া দরকার। এই বিষয়ে অবহেলা ও অজ্ঞতার জন্য বাড়িতে-কাচা কাপড় সব সময় ধবধবে ও ঝকঝকে হয় না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে কাপড় ঠাণ্ডা বা গরম যে ভাবের জলেই কাচা হউক না কেন সাবান বা ক্ষার ও সাবান সহযোগে কাচা কাপড়ের প্রথম ধুইবার জল গরম ও মৃদু হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কাপড় হইতে সাবান ও ক্ষারের শেষ অংশ পর্যন্ত চলিয়া যাইতে সাহায্য করিবে ফলে কাপড় বেশী সাদা হইবে, হলদে ছোপ ধরিবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত

হইবে এবং কাপড়ের স্থায়িত্ব কমিতে পারিবে না। জল কি ভাবে মৃদু করিতে হইবে তাহা ৭৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বারের জল সাধারণ হইলে চলে কিন্তু অল্প গরম হইলে ভাল। তৃতীয় বারের জল সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা এবং সাধারণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঠাণ্ডা জল কাপড়ের সাদাভাব বজায় রাখিতে সাহায্য করে এবং কাপড়ে বেশী নীল টানে না। প্রতি জলে কাচিবার সময় প্রতিবারই কাপড় ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইতে হইবে।

নিঙড়ান

মনে রাখিতে হইবে প্রতিবার নিঙড়াইবার সময় কাপড় হইতে জল সম্পূর্ণ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে।

নীল ও মাড় দেওয়া

অনেকে নীল ও মাড় এক সঙ্গে কাপড়ে.দিতে বলেন। সাদা কাপড়ে ইহা চলে। কিন্তু পবিধান করিবাব পোশাক হইলে নীল এবং মাড় স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া উচিত তাহাতে কাপড়ের সৌন্দর্য বেশী হয়। নীল দেওয়া সম্বন্ধে ১০২ হইতে ১০৪ পৃষ্ঠা এবং মাড় দেওয়া সম্বন্ধে ১০৫ হইতে ১১৩ পৃষ্ঠা দেখুন।

টাঙ্গাইয়া ও বিস্তৃত কবিয়া দেওয়া, শুষ্ক কবা, জল ছিটান, ভাঁজ করা সম্বন্ধে ৩৪ হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা দেখুন। ইস্ত্রি করা ও পাট করা সম্বন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায় দেখুন।

প্যারাফিন ধোলাই

কারখানার মিস্ত্রীদের পোশাক, যন্ত্রবিদদের উপরের ঢিলা জামা প্রভৃতি অত্যন্ত চর্বি ও তেলকালি লাগা কাপড় এই পদ্ধতিতে

কাচিলে পরিষ্কার হয়। এইভাবে ধোলাইয়ে কাপড়ে এক অস্বস্তিকর গন্ধ ছাড়ে এবং পরিশ্রম ও অর্থ খরচও বেশী হয় সেই জন্য সাধারণভাবে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার না হইলে এইভাবে ধোলাইয়ের চেষ্টা করা উচিত। যথারীতি সিদ্ধ কবিয়া পরিষ্কার করিবার পর নিম্নলিখিত ভাবে পবিষ্কার করিতে হইবে।

উপাদান ১ গ্যালন গরম জল।
½ আউন্স কাপড় কাচা সোডা (কাপড় অত্যন্ত তেল-কালি ধরা হইলে সোডা ২ আউন্স পর্যন্ত)।
১ আউন্স কুঁচা সাবান।
১ টেবিল চামচ প্যারাফিন।

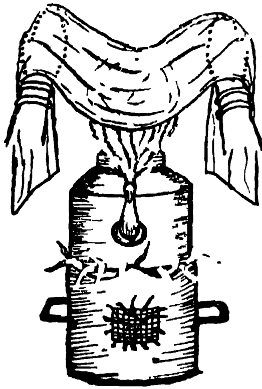
ফুটন্ত জলে সোডা দিন। সোডা গুলিয়া যাইবার পর সাবান দিন। উনান হইতে পাত্র নামাইয়া প্যারাফিন দিয়া নাড়িতে থাকুন। প্যারাফিন দাহ্য, এই জন্য উনান হইতে নামাইয়া পাত্রে প্যারাফিন মেশান উচিত। ইহার মধ্যে কাপড় দিয়া উনানে পাত্র চড়াইয়া আধ ঘণ্টা ফোটান, মাঝে মাঝে নাড়িয়া দিবেন। বার কয়েক গরম জলে ধুইয়া ফেলুন। বেশ করিয়া নিঙড়াইয়া যেখানে বাতাস বেশ বহিতেছে এরূপ ফাঁকা জায়গায় রৌদ্রে শুকাইতে দিন। ইহাতে প্যারাফিনের অস্বস্তিকর গন্ধ বহুল পরিমাণে চলিয়া যাইবে।

বিশেষ ধরনের কাপড়

বুননের কাপড় গেঞ্জী, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি বোনা কাপড় সিদ্ধ করিবেন না বা মাড় দিবেন না। শুকাইবার পর টেবিলের উপর

বিছাইয়া হাতে করিয়া চোস্ত করিয়া নিন, পাট করুন, ইস্ত্রি না করিয়া বিছানার বা ভারী জিনিসের তলায় রাখিয়া দিন।

ভেলভেটিন ইহা ভেলভেটের ন্যায় তূলার স্তূপ বয়নের কাপড়। রঙ্গিল কাপড় কাচিবার পদ্ধতিতে কাচিতে হইবে এবং জলের উত্তাপও ঐরূপ হওয়া দরকার। ইহা স্বতন্ত্র ভাবে এবং তাড়াতাড়ি কাচিতে হইবে কারণ রং উঠিবার সম্ভাবনা বেশী। কাচিবার সময় কেবল ঠাসিয়া কাচিতে হইবে, রগড়াইয়া বা মুঠায় চাপিয়া নয়। ভেলভেটিন কাচিবার সময় কোন অবস্থাতেই নিঙড়ান নিষেধ। শেষবার টক এসিড জলে (দ্বাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ধুইয়া নিন, তাহাতে রং অনেকটা ফিরিয়া আসিবে। রৌদ্র হইতে দূরে গরম জায়গায় শুকাইবার জন্য টাঙ্গাইয়া দিন; কাপড় হইতে জল ঝরিয়া পড়িতে থাকুক। প্রায় শুষ্ক হইলে বাষ্প দিন তাহাতে স্তূপগুলি ঠিকমত সংস্থাপিত হইবে; ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন নাই



ভেলভেট বা ভেলভেটিন ইস্ত্রি করিবেন না। উনানে চাপান কেটলির মুখ হইতে যখন বাষ্প বাহির হইবে তখন ছবির মত দুই হাতে কাপড় ধরিয়া পর পর সমস্ত জায়গায় বাষ্প দিলে কাপড়ের স্তূপগুলি ঠিক হইয়া যাইবে।

অরগেণ্ডি ইহা মিহি সুতার, কড়া এবং স্বচ্ছ কাপড়। ইহা সাদা এবং নানা রংয়ের হয়। কাচিবার পদ্ধতি রঙিন কাপড়ের ন্যায়। মাড় দিবার প্রয়োজন নাই; অল্প ভিজা থাকিতে থাকিতে

ইস্ত্রি করিলে কড়া হয়। বহু বার কাচিবার পর কাপড়ের কড়াভাব চলিয়া গেলে পাতলা গরম জলের মাড় দেওয়া দরকার। মাড় দেওয়া অরগেণ্ডি সম্পূর্ণ শুকাইবার পর, জল ছিটাইয়া ভিজাইয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে।

ফ্লানেলেট বুননের কাপড়ের ন্যায় কাচিতে হইবে। অল্প গরম ইস্ত্রি দিয়া ইস্ত্রি করিতে পারেন।

কোরা তুলা ও লিনেন বস্ত্র যে সমস্ত কোরা কাপড়ে কোরা রং রাখিতে চান সেই সমস্ত কাপড় সিদ্ধ না করিয়া যে কোন ভাবে তুলার কাপড়ের ন্যায় পরিষ্কার করুন। পাতলা মাড় দিন, নীল দিবেন না। অন্যান্য বিষয় সাধারণ তুলার কাপড়ের ন্যায়।

কোব তুলিয়া ফেলিতে হইলে দু তিন দিন প্রত্যহ পরিয়া ঠাণ্ডা জলে কাচুন। তাহার পর সাবান, সোডা সহযোগে সিদ্ধ করুন। যথারীতি কাচিয়া শুকাইরা নিন। শুকাইবার পর আর একবার ঐ ভাবে কাচুন, নীল দিন এবং শুকাইয়া ইস্ত্রি করুন; ধবধবে ফরসা হইয়া যাইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়

রঙ্গিল বস্ত্র ধোলাই করিবার পদ্ধতি

রঙ্গিল বস্ত্র পরিষ্কার করিবার পূর্বে জানা দরকার তাহার রং পাকা কি কাঁচা। বস্ত্র দুই ভাবে রং করা হয়, যথা, (১) বস্ত্র বয়নের পূর্বে সুতা রং করা হয়, এই জাতীয় পোশাকের রং সাধারণত পাকা হয়; (২) পোশাক তৈয়ারীর পর ছাপ দিয়া নক্সা

তৈয়ারী হয়, এই জাতীয় পোশাক কাঁচা ও পাকা, দুই রকম রংয়েরই হয়।

১। প্রথম প্রকারের পাকা রং দুই রকম হয়।

এক প্রকার পাকা রং সাবান, ক্ষার প্রভৃতি ধোলাই পদ্ধতির সব রকম প্রক্রিয়া সহ্য করিতে পারে। এই রং স্থায়ী, এই জাতীয় পোশাক সাদা পোশাক কাচিবার পদ্ধতিতে কাচিতে হয় এবং বিশেষ যত্ন লইবার প্রয়োজন হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার পাকা রংয়ের পোশাকে সাধারণ ভাবের ধোলাই পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে বটে কিন্তু তাহারা রাসায়নিক দ্রব্য, অত্যধিক সময় জলে ভিজাইয়া রাখা, অত্যধিক ঘর্ষণ, অত্যধিক উত্তাপ প্রভৃতি সহ্য করিতে পারে না, তাহাদের এই অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে ধোলাই করিতে হইবে।

২। দ্বিতীয় প্রকার রংয়ের কাপড়কে ছাপা কাপড় বলে। ছাপা কাপড়ের রং পাকাও হয় অর্থাৎ তাহারা সাধারণভাবে সাবান, ক্ষার, জল ও উত্তাপ সহ্য করিতে পারে। কিন্তু এই জাতীয় কাপড় এই সমস্ত সহ্য করিতে পারিলেও ইহাদের অত্যধিক মাত্রা সহ্য করিতে পারে না, রং নিষ্প্রভ হইয়া যায় এবং কখনও কখনও ভিজা অবস্থায় অধিক সময় ভাঁজ করিয়া রাখিলে এক রংয়ের উপর আর এক রং আসিয়া যায়। কতকগুলি ছাপা কাপড়ের রং একেবারে কাঁচা। এই কাপড়ে সাবান দিলে রং উঠিয়া যায়, এমনকি ঠাণ্ডা জলে ভিজাইলেও রং উঠিতে থাকে। এই জাতীয় রংয়ের কাপড় লইয়াই সবচেয়ে বড় সমস্যা। কাঁচা রংয়ের কাপড় ধোলাই করিবার সময় প্রক্রিয়াগুলি অত্যন্ত দ্রুত সারিতে হইবে যাহাতে যতটা সম্ভব কম

রং বাহির হইতে পারে। যাহা হউক কাঁচা, পাকা, উভয় প্রকার ছাপা কাপড়ই এই অধ্যায়ের আলোচনার অন্তর্গত।

কাঁচা রং পরীক্ষা পোশাকের একটি অংশ যাহা সাধারণ ভাবে নজরে পড়ে না বা সম্ভব হইলে একটি টুকরা, জলে ভিজাইয়া উপরে ও নীচে সাদা কাপড় দিয়া তাহার মধ্যে রাখুন। ইস্ত্রি গরম করিয়া চাপ দিন। যদি সাদা কাপড়ে পোশাকের রংয়ের ছাপ লাগে তাহা হইলে বুঝিবেন পোশাকের রং একেবারে কাঁচা।

প্রস্তুতি

রঙ্গিল কাপড় ধোলাই করিবার সময় দ্রুততা সবচেয়ে বেশী দরকার। সুতরাং কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে সমস্ত দরকারী জিনিস হাতের কাছে রাখিতে হইবে, যথা পরিষ্কার করিবার এবং ধুইবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অল্প গরম জল, অত্যধিক ক্ষারবর্জিত সর্বোৎকৃষ্ট সাবান, আঁস, গুঁড়া বা তরল, ঠাণ্ডা মাড়, লবণ এবং ভিনিগার।

যখন সাবান বিহীন সাবান বা সাবানের বিকল্প জিনিস দিয়া পরিষ্কার করিবেন তখনও একই রকম যত্ন লইতে হইবে।

দাগ তোলা

স্মরণ রাখিবেন দাগ তুলিতে গেলে পোশাকের আসল রং বজায় না থাকিবার সম্ভাবনা বেশী। সুতরাং পোশাকের অংশ লোকের বেশী নজরে পড়ে কি না, দাগের গাঢ়তা এবং বিশ্রী ভাব দেখিয়া আপনাকে বিবেচনা করিতে হইবে দাগ রাখিয়া দিবেন না তুলিবার চেষ্টা করিবেন, কোনটা বেশী বাঞ্ছনীয়। অনেক সময় পোশাকের আসল রং উঠিয়া যাওয়া, সামান্য দাগ থাকা অপেক্ষা বেশী দৃষ্টিপীড়া-

দায়ক। সাধারণত ধোলাইয়ের সঙ্গে দাগের গাঢ়তা কিছু ফিকা হইয়া যায়।

অজানা দাগের উপর সামান্য গ্লিসারিন ঘষিয়া দিলে কাচিবার সময় রংয়ের ক্ষতি না করিয়া বহু ক্ষেত্রে দাগ উঠিয়া যায়।

ক্ষারজাতীয় দাগ হইলে সোহাগার জলে পোশাক না ডোবাইয়া, কাপড়ের টুকরা সোহাগার জলে ভিজাইয়া দাগের উপর ঘষিলে রং ঠিক থাকিয়া দাগ উঠিয়া যাইতে পারে।

মরচেধরা দাগ হইলে এসেটিক এসিড প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়; সঙ্গে সঙ্গে সাবান জলে ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

বিরঞ্জন দ্রব্য ব্যবহার বর্জনীয়; কিন্তু যদি একান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড অত্যন্ত সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিলে রংয়ের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কম থাকে।

তেলধরা এবং চর্বিজাতীয় দাগ তুলিতে পেট্রল জাতীয় বিনা জলে ধৌত করিবার সামগ্রী নিরাপদে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে বেশীর ভাগ রংয়ের উপর ইহার প্রভাব না থাকিলেও কোন কোন রং ইহার প্রয়োগে উঠিয়া যাইতে পারে।

যখন অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে তখন দাগের চারিপাশের কাপড়ে ঘন সাবানজল লাগাইয়া লইবেন, তাহাতে রাসায়নিক দ্রব্য দাগের বাহিরে আসিয়া কাপড়ের রংয়ের ক্ষতি করিতে পারিবে না। ফোঁটা-ফেলার সাহায্যে রাসায়নিক দ্রব্য দিবেন, তাহাতে দাগের বাহিরে রাসায়নিক দ্রব্য আসিবে না এবং মনে রাখিবেন অধিক সময় ধরিয়া উগ্র দ্রবণ দেওয়া অপেক্ষা বার বার মৃদু দ্রবণ দেওয়া অনেক ভাল।

ভিজাইয়া রাখা কাপড়ে বেশী ময়লা থাকুক বা কম থাকুক পূর্বোল্লিখিত প্রণালীতে ভিজাইয়া রাখা নিষেধ। কিন্তু কয়েকটি দ্রব্য জলের সহিত মিশাইয়া লইলে কাপড়ের রং ওঠা বন্ধ হয়। কিন্তু এই জাতীয় রং-রাখা দ্রব্য ব্যবহারের পূর্বে কাচিবার জলের উত্তাপ কমাইয়া চেষ্টা করিতে হইবে রং ওঠা বন্ধ করা যায় কি না।

লবণ একটি ভাল রং-রাখা দ্রব্য এবং রঙ্গিল কাপড় কাচিবার সময় হাতের কাছে রাখিতে হইবে। কিন্তু রং কাঁচা কি পাকা পরীক্ষা না করিয়া সব রংয়ের জন্য জলে লবণ মিশান বোকামি। কারণ লবণ জলকে খর করে, ফলে অনেক বেশী সাবান খরচ করিতে হয় যেহেতু রঙ্গিল কাপড় কাচিবার জন্য ক্ষার একেবারে ব্যবহার করা চলিবে না। জলে কি পরিমাণ লবণ মিশাইলে রং উঠিবে না তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা শক্ত। এক গ্যালন বা সাড়ে চারি লিটার জলে সর্বাধিক দুই কাপ লবণ প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু প্রথমেই সর্বাধিক পরিমাণ মিশাইবেন না, প্রথমে অল্প পরিমাণ মিশাইবেন এবং রং ওঠা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বাড়াইতে থাকিবেন। সাবান বিহীন সাবান বা এস. এফ. এ দিয়া পরিষ্কার করিলে লবণ নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করিতে পারেন কারণ লবণের জন্য ইহার ফেনা হওয়া বা পরিষ্কাব করিবার গুণের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। সাবান বিহীন সাবান ব্যবহার করিলে রঙ্গিল কাপড় প্রথমে লবণ মিশ্রিত জলে ডোবাইয়া লইয়া ইহার সাহায্যে পরিষ্কার করিতে হইবে, পরে আবার লবণ জলে ডোবাইয়া ধুইয়া লইতে হইবে এবং শেষে সাধারণ ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হইবে। লবণ সব রংয়ের জন্যই ব্যবহার করা

যায়, তথাপি পিঙ্গল, পাটল এবং কাল রংয়েতেই ইহা বিশেষ কার্যকরী। ভিনিগার নীল রংয়ে বেশী কার্যকরী, পরিমাণ এক গ্যালন জলে আধ কাপ। সুগার অফ লেড (বিষ) ল্যাভেণ্ডার রংয়ে বেশী কার্যকরী, পরিমাণ এক গ্যালন জলে এক চা চামচ।

জলের উত্তাপ কমাইলে এবং ধোলাই কার্য খুব দ্রুত সারিতে পারিলে (২/৩ মিনিটের মধ্যে), কোন রং-রাখা দ্রব্যের ব্যবহার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।

পরিষ্কার করা ও ধৌত করা রঙ্গিল কাপড় সাবান, সাবান-বিহীন সাবান, সাবানের বিকল্প দ্রব্য ও বিনাজলে ধোলাই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করা যায়। সোডা ব্যবহার চলিবে না। জলের উত্তাপ যেন ৪৩° সেন্টিগ্রেডের বেশী না হয়, যদি রং উঠিতে থাকে তাহা হইলে উত্তাপ আরও কমাইতে হইবে।

অতিরিক্ত ক্ষারবিহীন উৎকৃষ্ট সাবান জলে গুলিয়া ফেনা করিয়া লউন। কাপড় ইহার মধ্যে ঠাসিয়া এবং মুঠার মধ্যে চাপিয়া পরিষ্কার করুন, রগড়াইবেন না। জলের উত্তাপ কমাইয়াও যদি রং ওঠা বন্ধ না হয়, তাহা হইলে জলে অল্প লবণ দিন, ধরুন ১ গ্যালন জলে ১ টেবিলচামচ বা বেশী। মনে রাখিবেন জলে লবণ মিশাইলে সাবান বেশী দিতে হইবে। অল্প গরম জলে পরে ঠাণ্ডা মৃদু জলে ধুইয়া ফেলুন। শেষ বারের ধুইবার জলে মৃদু এসেটিক এসিড ১ টেবিলচামচ ১ গ্যালন জলে বা ভিনিগার ২ টেবিলচামচ ১ গ্যালন জলে দিন ; ইহাতে সাবানের পরিত্যক্ত ক্ষার দূর হইবে ও কাপড়ের রং উজ্জ্বল হইবে। ইহার সহিত ১ গ্যালন জলে ১ চাচামচ লবণ মিশাইতে পারেন ; ইহাতে কাপড়ের ভিজা অবস্থায় জলের অনুপ-

লঙ্ক সঞ্চরণজনিত রং ওঠা বন্ধ হইবে। কেবল মাত্র সাবান দিয়া কাচিলে ভিনিগার দিবার প্রয়োজন হয়।

সাবান বিহীন সাবান বা এস. এফ. এর সাহায্যে পরিষ্কার করিলে কাপড়ের রং ওঠে না। ইহা জলে গুলিয়া ফেনা করুন এবং ১ গ্যালন জলে ১ টেবিলচামচ হিসাবে লবণ মিশাইয়া নিন। পরিষ্কার করিবার পর শেষ ধুইবার জলে এসেটিক এসিড ও লবণ মিশাইয়া নিন।

সাবানের বিকল্প দ্রব্য গমভুষির জল দিয়া (৯৮ পৃষ্ঠা দেখুন) কাচিলে রং উঠিবে না ; কিন্তু বেশী ময়লাযুক্ত হইলে কাপড় হইতে ময়লা ভাল ছাড়ে না। রিটার জল দিয়া (৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন) পরিষ্কার করিয়া ধুইবার পর এসেটিক এসিড ও লবণ জলে পোশাক ডোবাইয়া লইতে পারেন।

পেট্রল, বেঞ্জল, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড প্রভৃতি বিনা জলে পরিষ্কার করিবার দ্রব্য দিয়া কাচিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্যের দাম অত্যন্ত বেশী সেই জন্য রেশম, পশম প্রভৃতি দামী পোশাক ব্যতীত তুলা ও লিনেনের পোশাক ইহাদের সাহায্যে পরিষ্কার করা অমিতব্যয়িতা।

নিঙড়ান যে সমস্ত নানা রংয়ের নক্সা করা কাপড়ে বেশী রং ওঠে তাহাদের ভাঁজ করিয়া নিঙড়াইলে একটি রং আর একটির উপর লাগিয়া যাইবে। ঐ সমস্ত পোশাক ধুইবার পর নীচে এবং উপরে সাদা কাপড় দিয়া তাহার পর গোল করিয়া গুটাইয়া নিঙড়াইলে পোশাকের এক জায়গার রং আর এক জায়গায় লাগিতে পারে না।

নীল দেওয়া গাঢ় নীল ও কাল রংয়ের কাপড়ে ঘন নীল দিবেন, অন্য কোন রংয়ের কাপড়ে নীল দেওয়া চলিবে না।

মাড় দেওয়া ফুটন্ত জলেব মাড় ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন। গমভুষি ও মাড়েব জলে কাপড় কাচিলে স্বতন্ত্র মাড় দিবাব প্রয়োজন নাই। ঘন নীল ও কাল বংয়েব কাপড় ব্যতীত অন্য একরঙা কাপড় হইলে রঙ্গিল মাড় ব্যবহাব করিতে পারেন।

টাঙ্গাইয়া শুষ্ক করা রঙ্গিল কাপড় কোন সময় বৌদ্রে শুকাইতে দিবেন না, কাবণ সূর্যকিরণ রং শুষিয়া লয়, ফলে পোশাকেব রং ফিকা হইয়া যায়। ছায়ায় যেখানে বাতাস বহিতেছে সেই জায়গায় শুকাইতে দেওয়া উচিত। ভিজা অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকিলে রং ফিকা হইবার সম্ভাবনা থাকে। ধোলাই কার্য শেষ হইবার পরই সঙ্গে সঙ্গে শুকাইতে দেওয়া উচিত, ভিজা অবস্থায় ফেলিয়া রাখিবেন না। রঙ্গিল পোশাক ভিতর দিক বাহিরে উল্টাইয়া শুকাইতে দিবেন, কারণ বেশী আলোতেও রং ফিকা হইয়া যায়। কিন্তু কাঁচা রংয়ের কাপড় উল্টাইয়া শুকাইতে দিবেন না; উল্টাইয়া শুকাইতে দিলে এ পাশের কাপড়ের রং ও পাশে লাগিয়া যাইবে। ডোরা ছাপা কাপড় উপর নীচে লম্বালম্বিভাবে শুকাইতে দিবেন, তাহাতে ডোরার রং পাশের জমিতে গড়াইয়া গিয়া লাগিবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

ইস্ত্রি করা রঙ্গিল পোশাক ইস্ত্রি করিবার সময় দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে, (১) পোশাকের সোজা দিকে অথবা উল্টা দিকে কোন দিকে ইস্ত্রি করিবেন, (২) ইস্ত্রির উত্তাপ।

রঙ্গিল পোশাক উল্টা দিকে ইস্ত্রি করা বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রথমত উত্তাপে রং ফিকা হইয়া যায়, দ্বিতীয়ত ইস্ত্রি টানার ডোরা ডোরা

দাগ হইতে পারে এবং তৃতীয়ত স্থানে স্থানে বিশেষ করিয়া পটি এবং ভাঁজ দেওয়া মোটা জায়গাগুলি অস্বস্তিকর চকচকে ভাব হয় যাহা চোখে লাগে এবং যাহাতে পোশাকের মনোরম ভাবটি চলিয়া যায়। উল্টাদিকে ইস্ত্রি করা মনে হয় শক্ত কিন্তু তুএকবার অভ্যাসে ঠিক হইয়া যায়। ইস্ত্রি করিবার পর পোশাক সোজাদিকে ফিরাইবার সময় বিশেষ যত্ন লইতে হইবে যাহাতে কোঁচকাইয়া না যায়। যখন উল্টাদিকে ইস্ত্রি করা সম্ভব নয় তখন ফ্রকের তলার এবং কোমর পটি, শার্টের কলার ও কফ প্রভৃতি পোশাকের মোটা জায়গাগুলির উপর পাতলা কাপড় দিয়া ইস্ত্রি চালাইলে অস্বস্তিকর চকচকে ভাব হয় না। উল্টাদিকে ইস্ত্রি করিবার সময় জোরে চাপ দিয়া ইস্ত্রি করিবেন যেহেতু তুপাট কাপড়ের উপর ইস্ত্রি করিতেছেন।

রঙ্গিল কাপড় ইস্ত্রি করিবার সময় মাঝামাঝি রকম গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করিবেন।

ইস্ত্রি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের জন্য ১১৮ হইতে ১৩১ পৃষ্ঠা দেখুন।

ষোড়শ অধ্যায়

পশম বস্ত্র ধোলাই করিবার পদ্ধতি

পশমের তন্তুর সমস্ত অংশ মাছের শরীরের আঁসের মত একটির উপর আর একটি আঁস চাপান অবস্থায় থাকে। জল এবং উত্তাপ প্রয়োগে নরম হইলে এই আঁস একটির উপর আর একটি চাপিয়া গিয়া তন্তু সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করে এবং অত্যধিক চাপ

পড়িলে একটি সুতার আঁাস আর একটি সুতার আঁাসের মধ্যে জড়াইয়া গিয়া সুতার জমাট বাঁধিয়া যাইবার ঝোঁকও থাকে। পশম বস্ত্র ধোলাইয়ের সমস্ত প্রক্রিয়া পালন করিবার সময় পশমের এই স্বভাব স্মরণ রাখিতে হইবে। পশমের সংকোচন নিবারণ করিয়া, ইহার কোমলতা ও উল্লম্ফণশীলতা বজায় রাখিয়া এবং পোশাকের আকৃতি ও রং অক্ষত অবস্থায় রাখিয়া পরিষ্কার করাই পশম বস্ত্র ধোলাই করিবার লক্ষ্য।

পশম বস্ত্র ধোলাই করিবার সময় যে সমস্ত বিষয়গুলি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে তাহা হইল :—

১। ধোলাই করিবার সমস্ত জল একই উত্তাপের হইবে, (৪৪° সেঃ=হাতে সওয়া গরমের বেশী নয়)।

২। অসমান ও অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ চলিবে না।

৪। কোন অবস্থাতেই ক্ষার প্রয়োগ চলিবে না। খর জল মৃদু করিতে হইলে সোহাগা বা এমোনিয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

৫। অতিরিক্ত ক্ষারবর্জিত উৎকৃষ্ট নরম সাবান ব্যবহার করিতে হইবে।

৬। ঘর্ষণ এড়াইবার জন্য সাবান দ্রব অবস্থায় ব্যবহার করিতে হইবে।

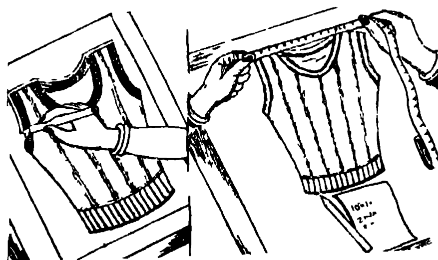
৭। পশমের সহিত অন্য সুতার মিশ্রণ থাকিলে বা তুলা, রেশম ইত্যাদির সুতা দিয়া সূচীশিল্প করা থাকিলে ধোলাই করিবার সময় পোশাককে পশমের ন্যায় কাচিতে হইবে।

৮। পোশাক বেশী ময়লা হইতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ অতিরিক্ত ময়লাযুক্ত পোশাক পশমের ক্ষতি না করিয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা শক্ত।

প্রস্তুতি

সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে পশমের কাপড় ধোলাই করা উচিত কারণ যত শীঘ্র সম্ভব ইহা শুকাইয়া লওয়া দরকার। পশম আর্দ্রতা ধরিয়া রাখে সেই জন্য বেশীক্ষণ ভিজা অবস্থায় থাকিলে পশমের কাপড় কোঁচকাইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে, দ্বিতীয়ত গৃহিণীদের এমন দিনে পশমেব কাপড় কাচা উচিত যেদিন সংসারের বেশী ঝামেলা থাকিবে না, কারণ শুকাইবার সময় পোশাক মাঝে মাঝে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এবং টানিয়া পোশাকের আকৃতি ঠিক করিয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

হাতে বোনা সোয়েটার প্রভৃতি পোশাক বেশী কোঁচকাইয়া যায় সেই জন্য ধোলাই করিবার পূর্বে সাদা কাগজের উপর বিস্তৃত



করিয়া পোশাকটির বহির্রেখা টানিয়া লইতে হইবে অথবা টেবিলের উপর বিস্তৃত করিয়া মাপের ফিতা দিয়া পোশাকটির ঝুল, ছাতি,

কোমর, হাতা প্রভৃতির মাপ একটি কাগজে লিখিয়া রাখিতে হইবে এবং শুকাইতে দিবার সময় ঐ মাপে টানিয়া শুকাইতে দিতে হইবে। পশম সাবানের দোষে, ঘামে বা জলে কাচার জন্য কোঁচকায় না; এমনকি ফোটাইলেও কোঁচকায় না। বাস্তবিক পক্ষে পশম রং করিবার সময় অত্যন্ত গবম জল, কখনও কখনও ফুটন্ত গরম জল ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু সাবানজলে ফোটাইলে পশমের সুতার ক্ষতি হয়। পশম কোঁচকায় কাচিবার সময় চাপে ইহার তন্তুর আঁাস একটির উপরে আর একটি চাপিয়া যায় বলিয়া। ভিজা অবস্থায় সন্থ সন্থ টানিয়া দিলে ইহা নিজের আকৃতিতে ফিরিয়া আসে কিন্তু কোঁচকান অবস্থায় একবার শুকাইয়া গেলে পরে ইহাকে আর ভিজাইয়া বা অন্য কোন প্রকারে পুরাতন আকৃতিতে ফিরাইয়া আনা প্রায় অসম্ভব। পশম তন্তুর কর্কশ এবং আঠাল ভাব কোঁচকান আঁাসগুলিকে চাপিয়া ধরিয়া রাখে।

পশমের পোশাক ভাল করিয়া ঝাড়িয়া আলগা ধূলা, ময়লা দূর করিতে হইবে, বয়ন করা কাপড় হইলে বুরুশে করিয়া ঝাড়িয়া যতদূর সম্ভব ময়লা দূর করিতে হইবে। পকেটগুলি উল্টাইয়া বুরুশে করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে।

বাছাই বয়নের এবং বুননের প্রধান তুইটি ভাগে পোশাকগুলিকে ভাগ করিতে হইবে। প্রতি ভাগের সাদা ,ও হাল্কা রংয়ের কাপড়গুলি আগে কাচিতে হইবে এবং পরে গাঢ় রংয়ের মধ্যে প্রথম উজ্জ্বল রংয়ের পরে পিঙ্গল এবং সকলের শেষে কাল রংয়ের কাপড় কাচিতে হইবে, তাহা হইলে একটি পোশাকের বিষম রং অপরটিতে লাগিয়া তাহার রং বিকৃত করিতে পারিবে না।

সেলাই পোশাকে কোন ছেঁড়া থাকিলে সেলাই করিয়া লইবেন, অবহেলা করিবেন না। পশমের পোশাক দামী এবং সময়ে মেরামত করিলে ভবিষ্যতের বেশী খরচের হাত হইতে রেহাই পাইবেন।

দাগ তোলা পশম দ্রুত রং শোষণ করে না, সেই হেতু দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে দাগের প্রকৃতি অনুযায়ী ঠাণ্ডা বা অল্প গরম জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে দাগ উঠিয়া যায়। পুরাতন দাগ তুলিবার জন্য জল মিশ্রিত এসিড ব্যবহার করিবেন, ক্ষার ব্যবহার করিবেন না। কালি এবং মরচের দাগ তুলিবার জন্য লেবুর রস, জল মিশ্রিত অকজালিক বা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ব্যবহার করিবেন। অন্যান্য বিষয়ের জন্য ৫ম অধ্যায় দেখুন।

ধোলাই

ভিজাইয়া রাখা পরিষ্কার করিবার পূর্বে পশম সাধারণত ভিজাইয়া রাখা হয় না কারণ বেশীক্ষণ জলে ভিজাইয়া রাখিলে পশম কমজোরী হইয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন পশম প্রথম বার কাচিবার পূর্বে অল্প সোহাগা মিশ্রিত জলে মিনিট পাঁচেক ভিজাইয়া রাখা প্রয়োজন, ইহাতে পশমের সুতা প্রস্তুতের সময় যে গন্ধকজাত এসিড ব্যবহার করা হয় তাহার পরিত্যক্ত অংশ উঠিয়া যায়। শিশুদের অত্যন্ত ময়লা যুক্ত কাপড় দশ পনের মিনিট অল্প সোহাগা মিশ্রিত অল্প গরম জলে ভিজাইয়া রাখিতে পারেন।

পরিষ্কার করা সাবান, সাবান বিহীন সাবান (Synthetic detergent/S. F. A), সাবানের বিকল্প দ্রব্য অথবা বিনা জলে (Dry cleaning) ধোলাইয়ে পশমের কাপড় পরিষ্কার করা যায়।

৪৪ সেঃ উত্তাপের যথেষ্ট জল নিন। যথেষ্ট ফেনা হয় এরূপ পরিমাণে পরিষ্কারক দ্রব্য মিশাইয়া জলে প্রচুর ফেনা করুন। জলের মধ্যে পোশাক ডোবাইয়া পাত্রের তলায় ঠাসিয়া বা হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। বেশী চাপ প্রয়োগ চলিবে না এবং রগড়ান একেবারে নিষেধ। কোমল এবং তুলতুলে রোঁয়া ওঠা ধরনের পোশাক হইলে জলের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘোরাইয়া পরিষ্কার করুন এবং মাঝে মাঝে পোশাকটি তুলিয়া হাতের মধ্যে ধরিয়া জল ঝরিয়া যাইতে দিন। এই ভাবে পাঁচ মিনিট ধরিয়া পরিষ্কার করিলে সমস্ত ময়লা ছাড়িয়া যাইবে। পোশাক জলের মধ্যে এক দিকে ঘোরাইতে হইবে, বিপরীত দিকে ঘোরাইবেন না। এই ভাবে ঘোরাইয়া পশমের সমস্ত রকম পোশাক বিশেষ করিয়া বুননের পোশাক পরিষ্কার করা ভাল। পশম জলে ভিজিলে ভারী হইয়া যায়। জল হইতে তুলিবার সময় পোশাক হাতের মধ্যে ধরিয়া তোলা উচিত। পোশাকের ধার ধরিয়া তুলিলে জলের ভারে পোশাক বাড়িয়া যাইতে পারে।



পরিষ্কার করিবার পর যদি দেখা যায় পোশাকের কোন স্থানে তখনও বেশী ময়লা আছে তাহা হইলে ঐ জায়গাটি বাম হাতের তালুতে ধরিয়া অথবা পাটাতনের উপর রাখিয়া আঁস সাবান বা সাবানের পাতলা কুঁচা অথবা সাবান দ্রবণ (পৃষ্ঠা ১৫৪ দেখুন) ঐ স্থানে লাগাইয়া ডান হাতে করিয়া আস্তে আস্তে থাবড়াইয়া পনের মিনিট কাল রাখিয়া দিন অথবা ডান হাতের

তর্জ্জনী ও মধ্যমা তুই অঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে একদিকে টানিয়া অল্প সময় ঘষুন। পরে ধুইয়া ফেলুন।

বেশী ময়লাযুক্ত পোশাক হইলে আর এক প্রস্থ একই উত্তাপের ফেনাযুক্ত জল তৈয়ারী রাখুন এবং তাহাতে ১ গ্যালন জলে প্রায় ১ কাপ হিসাবে পরিদ্রাবক সাবান (৯৪ পৃষ্ঠা দেখুন) বা পরিষ্কারক তরল (১৫৫ পৃষ্ঠা) মিশাইয়া নিন। প্রথম সাবান জলে পরিষ্কার করিবার পর পোশাকটি তুলিয়া হাতে ধরিয়া জল ঝরাইয়া ফেলুন এবং দ্বিতীয় জল দিয়া একই প্রক্রিয়ায় পরিষ্কার করুন।

পশম পরিষ্কার করিবার জন্য অতিরিক্ত ক্ষার বর্জিত (Neutral) উৎকৃষ্ট সাবান, ৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত সাবান দ্রবণ অথবা নিম্নে বর্ণিত কম্বল ধোলাইয়ের সাবান ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সাবান বিহীন সাবান ব্যবহার করা ভাল। ইহা খর বা মৃদু উভয় জলেই সমান কার্যকরী এবং ইহাতে রঙ্গিল পোশাকের রং ওঠে না।

সাবানের বিকল্প দ্রব্য রিটা রঙ্গিল পোশাক বিশেষত কাঁচা রংয়ের পোশাক পরিষ্কার করিতে কার্যকরী। কাঁচা রংয়ের পোশাক হইলে রিটার জলের (৯৭ পৃষ্ঠা দেখুন) সহিত মৃদু এসেটিক এসিড (১ টেবিলচামচ ১ গ্যালন জলে) বা ভিনিগার (২ টেবিল চামচ ১ গ্যালন জলে) মিশাইবেন। ধুইবার জলেও এসেটিক এসিড বা ভিনিগার মিশাইবেন।

পশম বস্ত্র পরিষ্কার করিবার সাবান দ্রবণ

কম্বল ধোলাই

উপাদানঃ ৯ আউন্স সাদা নরম চৌকা ৩ বোতল ঠাণ্ডা জল
সাবান বা
আঁস সাবান ২ টেবিল চামচ সোহাগা
(white soap ½ কাপ এলকোহল
flakes) (ডিনেচাবড্ স্পিরিট
ব্যবহার করা যাইতে পারে)।

এক বোতল জলে সাবান দিয়া অল্প উত্তাপে গরম করিয়া সাবান গলাইয়া ফেলুন। তাহার পব অবশিষ্ট ঠাণ্ডা জল, সোহাগা ও এলকোহল দিন। বড় মুখওয়ালা বোতলে ভরিয়া রাখুন।

পোশাক ডুবিয়া যাইবাব মত যথেষ্ট পরিমাণ অল্প গরম জলে এই সাবান পবিমাণ মত মিশাইয়া প্রচুর ফেনা করুন। পোশাক জলে দিয়া কয়েক মিনিট রাখিয়া ঘোরাইয়া পরিষ্কার করুন।

পরিষ্কারক দ্রবণ

উপাদান: ১ আউন্স সাদা ক্যাষ্টিল ১ আউন্স ইথার
(castile) সাবান
১ „ এলকোহল ৪ „ এমোনিয়া

সাবান কুঁচা করিয়া এক পাঁইট জলে গরম করিয়া গলাইয়া ফেলুন, ফোটাইবেন না। তারপর ৩ বোতল ঠাণ্ডা জল ও অন্যান্য উপাদান মেশান। বোতলে শক্ত করিয়া ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখুন।

পরিষ্কারক তরল

উপাদান ঃ ৬ ভাগ কুঁচা করা ভাল চৌকাসাবান ৪ ভাগ এমোনিয়া
৪ „ মেথিলেটেড স্পিরিট ২ „ গ্লিসারিন
১০০ „ জল

জলে সাবান দিয়া উত্তাপে গলাইয়া নিন। পরে ঠাণ্ডা করিয়া অবশিষ্ট উপাদানগুলি মিশাইয়া দিন। বোতলে ঢালিবার পর ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিন। সাবান দ্রবণের মত জলে স্থায়ী ফেনা করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা বিশেষ করিয়া পশম ও রেশম বস্ত্র পরিষ্কার করিতে কার্যকরী। দাগ তুলিবার পর যে কোন সুতার পোশাকের ধুইবার জলে ইহা মিশাইলে পোশাক বেশ পরিষ্কার ও মসৃণ হয়।

ধৌত করা পোশাকে যদি সাবানের অবশিষ্টাংশ থাকে তাহা হইলে সুতা নষ্ট হইয়া যায়। একই উত্তাপের গরম জলে পর পর তুই বার ধুইয়া শেষে ঠাণ্ডা জলে পরিষ্কার করা দরকার। পশম বেশী সময় ভিজান থাকিলে কোঁচকাইবার সম্ভাবনা বেশী থাকে। ধোলাইয়ের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি সারিতে হইবে। সেই জন্য ধোলাই আরম্ভ করিবার পূর্বে পরিষ্কার এবং ধৌত করিবার একই উত্তাপের জল প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে।

ধৌত করিবার গরম জলে অল্প সোহাগা মিশাইলে পোশাক হইতে সাবান অতি সহজে ছাড়িয়া যায়। যে কোন দ্রব্য দিয়া কাচা হউক না কেন, শেষবারের ধুইবার জলে সোহাগা ১ পাঁইট

জলে ২ হইতে ৮ চাচামচ হিসাবে মিশান দরকার। ইহাতে পোশাক উজ্জ্বল হয় এবং ইহা পোশাকে মাড়ের কাজ করে।

নিঙড়ান পাক দিয়া বা মোচড় দিয়া নিঙড়ান পশমের সংকোচন নিবাবণের জন্য বর্জনীয়। এক জল হইতে অপর জলে লইবার সময় পোশাক হাতেব মধ্যে ধরিয়া জল যতটা সম্ভব ঝরিয়া গেলে মুঠার মধ্যে অল্প চাপিযা জল ঝরাইয়া ফেলিতে হইবে। শেষবারের জলে ধুইবার পরও এই ভাবে জল ঝরাইয়া ফেলিতে হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে পশমের বস্ত্র বেশী সময় ভিজা অবস্থায় থাকিলে কোঁচকাইয়া যায়। সেই জন্য পোশাকের অবশিষ্ট জল বাহির করিবার জন্য সাদা শুষ্ক তোয়ালে বা মোটা কাপড়ের উপর পোশাক ঠিক মত আকারে বিস্তৃত করিয়া তোয়ালে সমেত গোল করিয়া গোটাইতে হইবে। পরে হাতে করিয়া চাপিলে তোয়ালে প্রায় সব জল শুষিয়া লইবে। কম্বল অথবা মোটা পোশাক সাদা মোটা চাদরের উপর বিছাইয়া চারিদিক টানিয়া সোজা করিয়া গোল কাঠের লাঠি বা ডলনা দিয়া ডলিয়া জল যতটা সম্ভব বাহির করিয়া দিতে হইবে।

টাঙ্গাইয়া দেওয়া শুকাইবার জন্য টাঙ্গাইয়া দেওয়ার ব্যাপারে পোশাককে দুই ভাগে ভাগ করুন—বুনন ও বয়ন। সোয়েটার প্রভৃতি বুননের পোশাক টেবিল বা মেঝের উপর পুরু কাপড় পাতিয়া তাহার উপর বিস্তৃত করিয়া শুকাইতে দিন। কাচিবার পূর্বে কাগজে আঁকিয়া রাখা নক্সার সমান অথবা লিখিয়া রাখা মাপ মত পোশাককে টানিয়া ঠিক মত আকারে ও গঠনে বিস্তৃত

করিয়া দিন। ভাঁজ করা বিছানার চাদর বা শাড়ি, ধুতি কয়েক পাট করিয়া পুরু কাপড় হিসাবে ব্যবহার করিতে পারেন। এই সমস্ত কাপড় পরিষ্কার এবং সাদা হওয়া চাই। পুরু কাপড় পোশাকের ভিতরের জল শুষিয়া লয়। পুরু কাপড়ের উপর না দিয়া খাটিয়া, চারপাই বা চেয়ারের উপর মাপ অনুযায়ী টানিয়া পোশাক বিস্তৃত করিয়া দিতে পারেন, তাহাতে তলা ও উপর দিয়া বাতাস লাগিয়া পোশাক তাড়াতাড়ি শুকাইবে।

বয়নেব পোশাক ঝুলাইয়া দিতে হইবে। শার্ট, পাঞ্জাবি প্রভৃতিব এক দিকের হাতার মধ্য দিয়া একটি লাঠি ঢোকাইয়া অপর দিকের হাতার মধ্য দিয়া বাহির করিয়া শুকাইতে দিলে পোশাকের গড়ন ঠিক থাকে। হাতাগুলি লম্বায়, চওড়ায় টানিয়া দিবেন এবং পোশাকটি ঝুলের দিকে ও চওড়ার দিকে টানিয়া দিয়া হাতের তালু দিয়া মাজিয়া দিবেন। পোশাক ঠিকমত টানিয়া ও মাজিয়া দিলে পোশাক ছোট হইবে না এবং ইস্ত্রি করিবার পরিশ্রম অনেক কমিয়া যাইবে। ছোট ছোট পোশাক জামা রাখিবার ঝোলকে (hanger) করিয়া টাঙ্গাইয়া দিবেন। স্কার্ট ও প্যাণ্ট কোমর পটিতে ক্লিপ (clip) দিয়া আটকাইয়া দড়িতে টাঙ্গাইয়া দিবেন। বলা বাহুল্য সমস্ত পোশাক টানিয়া ও হাতে মাজিয়া দিতে হইবে।

শাল কাপড় টাঙ্গাইবার দড়ির উপর ফেলিয়া আধাআধি বা দুভাগ একভাগ ভাবে টাঙ্গাইয়া লম্বায়, চওড়ায় টানিয়া বিস্তৃত করিয়া দিতে হইবে। টেবিলের চারিপাশ দিয়া কিছু অংশ ঝোলে এরূপ একটি টেবিলের উপর শুষ্ক সাদা কাপড় বিছাইয়া তাহার উপর শাল শুকাইতে দেওয়া যাইতে পারে। শালের আকার ঠিক

রাখিবার জন্য ঝোলা অংশগুলি নীচের সঙ্গে টানা দিয়া রাখিতে হইবে। কম্বলও এইভাবে টাঙ্গাইতে হইবে। বেশী ভারী কম্বল দুভাগে ভাঁজ করিয়া টাঙ্গাইলে নীচের ভারের টানে কম্বল বাড়িয়া এবং মধ্যাংশ কমজোরী হইয়া যাইতে পারে ; সেই জন্য দুই তিনটি লাঠি পাশাপাশি রাখিয়া তাহার উপর ভারী কম্বল মেলিয়া দিতে হইবে।

শুষ্ক করা পশমের কাপড় পরিষ্কার করিতে যেমন যত্ন লওয়া দরকার সেইরূপ শুষ্ক করিতে যত্ন লওয়া উচিত। ঠিক মত শুষ্ক করিবার উপর পোশাকের আকৃতি ও প্রকৃতি ভালমন্দ থাকা নির্ভর করে। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি যথাযথ পালন করিতে হইবে :—

১। কোন পশমের কাপড় রৌদ্রে শুকাইতে দেওয়া চলিবে না।

২। ছায়ায় শুকাইতে দিতে হইবে, অথচ তাড়াতাড়ি শুষ্ক করা দরকার ; সেই জন্য যেখানে বাতাস বহিতেছে এরূপ শুকনো খটখটে জায়গায় শুকাইতে দিতে হইবে।

৩। মাঝে মাঝে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিতে হইবে এবং টানিয়া পোশাকের আকার ঠিক করিয়া দিতে হইবে। এই কার্য দুইটি একান্ত প্রয়োজনীয়। অবহেলা করিলে রঙ্গিল পোশাকে ভিতরের রং গাঢ় হইবে ও উপরের রং ফিকা হইবে এবং পোশাক এমন ভাবে ছোট হইয়া যাইবে যে ভবিষ্যতে আর সংশোধন করা যাইবে না।

৪। যখন প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিবে তখন লম্বা আঁশের, যেমন এঙ্গোরা, পশমের পোশাক অল্প কড়া বুরুশে করিয়া টানিয়া দিতে হইবে, ইহাতে পোশাক নরম এবং সুদৃশ্য হইবে। পোশাকের

ভিতর ও বাহির দুই দিকেই বুরুশ করিতে হইবে এবং বুরুশ এক দিকে টানিতে হইবে। সমস্ত পশমের পোশাক বুরুশ করা যায়, কেবল জমাটবাঁধা কম্বল বুরুশ করা চলিবে না।

নীল দেওয়া সাদা পশমের পোশাকে নীল দিতে পারেন।

মাড় দেওয়া পশমের কাপড়ে মাড় দিবার প্রয়োজন নাই। শেষবারের ধুইবার জলে ১ পাইট জলে ২ হইতে ৮ চা চামচ হিসাবে সোহাগা মিশাইলে পোশাক উজ্জ্বল হইবে ও মাড়ের কাজ করিবে।

ইস্ত্রি করা পশম ইস্ত্রি করা কতকটা চাপ দেওয়া ধরনের। গাঢ় রংয়ের কাপড়ের উপর ইস্ত্রি চালাইলে সেলাই, পটি প্রভৃতি পুরু জায়গাগুলি চকচক করে যাহা চোখে লাগে। পশম সহজে ঝল্‌সে যায় এবং সেই দাগ সহজে উঠে না, সেই জন্য মাঝামাঝি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা উচিত। পশম অর্ধ শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করা উত্তম; সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে তিন রকম উপায়ে ইস্ত্রি করা যায়, যথা, বাষ্প ইস্ত্রি দ্বারা, জলে ভিজা কাপড়ের পুঁটলি পোশাকের উপর সর্বত্র টানিয়া সমান ভাবে জল দিয়া পোশাক অর্ধ ঘণ্টা তাল পাকাইয়া রাখিবার পর ইস্ত্রি করা অথবা তূলার কাপড়ের খণ্ড জলে ভিজাইবার পর নিঙড়াইয়া লইয়া পোশাকের উপর পাতিয়া তাহার উপর ইস্ত্রি করা। শেষোক্ত উপায় সুবিধাজনক, ইহাতে ঝলসান দাগ হইবার কোন ভয় থাকে না। ভিজা কাপড়ের খণ্ড দিয়া পোশাকের অংশ সম্পূর্ণ ঢাকা দিয়া তাহার উপর ইস্ত্রি রাখুন। ইহাতে ধোঁয়া উঠিবে এবং কাপড় খণ্ড হইতে বাষ্প পোশাকে প্রবেশ করিবে।

তাহার পর জোরে চাপ দিন। শার্ট, পাঞ্জাবি ইত্যাদিতে অল্প জোরে চাপ দিবেন এবং কোট, প্যাণ্ট ইত্যাদি মোটা কাপড়ে ভারী ইস্ত্রি দিয়া বেশ জোরে চাপ দিবেন। বেশী সময় এক জায়গায় ইস্ত্রি রাখিয়া পশম সম্পূর্ণ শুকাইবেন না, তাহাতে পোশাকে চকচকে ভাব হইবে। এই কারণে বা ইস্ত্রি টানিবার জন্য পোশাকের চকচকে ভাব হইলে ভিজা কাপড়ের পুঁটলি ঐ স্থানে ঘষিয়া দিন আব ইস্ত্রি করিবেন না। এক অংশ ইস্ত্রি হইয়া গেলে আবাব কাপড় খণ্ড ভিজাইয়া এবং নিঙড়াইয়া লইয়া পোশাকের অপর অংশে রাখিয়া ইস্ত্রি করুন; প্রত্যেকবার কাপড় খণ্ড ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া লইতে হইবে। ইস্ত্রি হইলে কাপড় খণ্ডটি পোশাকেব উপর দিয়া সমান্তরাল ভাবে টানিয়া লইবেন, ইহাতে কাপড়ের ঘর্ষণে নরম লোম ফেঁসো-ওঠা ভাব হইয়া সুদৃশ্য হইবে এবং পশমের বিশিষ্ট কমনীয়তা আসিবে ও মোলায়েম হইবে। যখন পোশাকের উল্টাদিকে ইস্ত্রি করিবেন তখন কাপড় খণ্ড টানিয়া লইবেন না, উপর দিকে তুলিয়া লইবেন।

পশমের রং এবং পোশাকের প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাকের উল্টা দিক বা সোজা দিকে ইস্ত্রি করিবেন। যে সমস্ত পোশাক একেবারে শরীরের উপরেই পরিধান করা হয় সেগুলি উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিবেন, ইহাতে পরিধান করিবার পর গা কুটকুট করিবে না।

সোয়েটার প্রভৃতি বুননের পোশাক শুকাইবার সময় ঠিক মত টানিয়া দিলে আর ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হইলে বুননের পোশাক কেবলমাত্র চাপ দিয়া ইস্ত্রি করিবেন।

বয়নের পোশাকের উপর ইস্ত্রি চালাইবার দরকার হয়। ধীরে ধীরে ইস্ত্রি চালাইতে হইবে যাহাতে পোশাকে চক্ষুপীড়াদায়ক চকচকে ভাব না হয়। প্যাণ্টের পা ইস্ত্রি করিবার সময় ভিতরে কার্ডবোর্ড বা মোটা কাগজ দিয়া ইস্ত্রি করিবেন। ঢাকা পকেটের ঝোলা কাপড়, পকেটের ও বুকের পটি ইত্যাদি ইস্ত্রি করিবার সময় ঐভাবে মোটা কাগজ দিয়া লইবেন, ইহাতে নীচের কাপড়ে পটির দাগ পড়িবে না।

যে সমস্ত পোশাকে বেশী রোঁয়া ওঠা ভাব থাকা দরকার তাহাদের শুকাইবার সময়ে এবং পরে কড়া বুরুশ দিয়া ঘষিবেন। বুরুশ এক দিকে টানিবেন।

মনে রাখিবেন পশম অনুপলব্ধভাবে আর্দ্রতা ধরিয়া রাখে, সুতরাং ইস্ত্রি করিবার পর পোশাক বাতাসে মেলিয়া রাখিতে ভুলিবেন না।

পশমের বিশেষ ধরনের পোশাক

রঙ্গিন পোশাক পোশাকের রং পাকা হইলে উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে কাচিতে হইবে।

রং কাঁচা হইলে উপরে বর্ণিত পদ্ধতির সহিত রঙ্গিন পোশাক ধোলাই করিবার পদ্ধতি (পঞ্চদশ অধ্যায়) মিলাইয়া কাচিতে হইবে। সম্ভব হইলে জলে লবণ মিশান বর্জন করিতে হইবে।

রং কাঁচা হইলে রিটার জলে এসেটিক এসিড অথবা ভিনিগার মিশাইয়া কাচা ভাল। রং পুনঃস্থাপন করিবার জন্য শেষবারের ধুইবার জলে এসেটিক এসিড, ভিনিগার অথবা লেবুর রস মিশান প্রয়োজন।

যতটা সম্ভব বিস্তৃত করিয়া, ভাঁজ না করিয়া, শুকাইতে দিতে হইবে। শুকাইবার সময় ঘন ঘন উল্টাইয়া দিতে হইবে। পোশাকের ভিতর দিকে ইস্ত্রি করিতে হইবে।

ক্রেপ পশম জলে কাচিবার পূর্বে পোশাকের মাপ রাখিতে হইবে এবং শুকাইবার ও ইস্ত্রি করিবার সময় ঠিক মাপে আনিতে হইবে। বাষ্প দিয়া পোশাকের ভিতর দিকে ইস্ত্রি করিতে হইবে। জলে কাচিলে ক্রেপ পশম কিছুটা কোঁচকাইবেই এবং যেখানে কোঁচকাইতে দেওয়া সম্ভব নয় সেখানে বিনা জলে পরিষ্কার করা ভাল।

কাশ্মীরি শাল ইহার সুতা অত্যন্ত কমনীয় এবং অতি যত্নের সহিত কাচিতে হইবে। দুই প্রস্থ রিটার জলে ঠাসিয়া মুঠার মধ্যে চাপিয়া পরিষ্কার করুন। শাল বেশী ময়লা হইলে দ্বিতীয় রিটার জলে এক চাচামচ পরিষ্কারক তরল মিশাইয়া নিন। অন্তত তিন বার মৃদু অল্প গরম জলে ধুইবেন। শেষবারের ধুইবার জলে ১ গ্যালনে ২ চাচামচ লেবুর রস ও ১ চাচামচ হিসাবে গ্লিসারিন মিশান। হাতের মধ্যে ধরিয়া জল ঝরাইয়া এক জল হইতে অপর এক জলে লইবেন। তোয়ালের মধ্যে রাখিয়া জল নিঙড়ান। কাপড়ের উপর বিস্তৃত করিয়া শুকাইতে দিবেন, বারকয়েক টানিয়া আকার ঠিক করিয়া দিবেন। ভিজা কাপড় খণ্ড নিঙড়াইয়া ইহার উপর রাখিয়া চাপ দিয়া ইস্ত্রি করিবেন।

সার্জ ও গ্যাবার্ডিন ইহাতে ম্যাগনেসিয়াম লবণ মিশান থাকার জন্য সাবানে কাচিলে পোশাকে সাদা এবং ছড়াছড়া দাগ হইতে পারে। শিরিস, নিশাদল অথবা রিটার জলে ধুইতে পারেন। বেশী

ময়লা হইলে রিটার জলে পরিষ্কারক তরল (১ গ্যালন জলে ১ চাচামচ) মিশাইয়া লইবেন।

এক টেবিলচামচ নিশাদল ফুটন্ত জলে দিন, গলিয়া যাইবে; পরে ১ গ্যালন জলে ঢালিয়া দিন। পোশাক ইহাতে পরিষ্কার করিয়া অল্প গরম জলে ধুইয়া নিন, নিঙড়াইবেন না, পোশাক ঝোলাইয়া দিন, জল ঝরিয়া যাইবে। গাঢ় রং ঠিক থাকিবে এবং পোশাকের ম্যাগনেসিয়াম লবণ দূর হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

রেশম বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতি

রেশম অপর একটি সূক্ষ্ম ও কমনীয় প্রাণীজ তন্তু এবং ইহা অতি যত্নের সহিত ধোলাই করা দরকার। ইহা পশমের ন্যায় কোঁচকায় না বা জমাট বাঁধিয়া যায় না এবং জলে কাচিলে পশমের ন্যায় রেশমের পোশাকের আকার ছোট হইয়াও যায় না বটে কিন্তু ঘর্ষণ করিয়া বা রগড়াইয়া কাচিলে ইহার তন্তু ভাঙ্গিয়া বা চির খাইয়া যায়। রেশম সকল বিষয়ে পশমে প্রযোজ্য পদ্ধতিতে ধোলাই করিতে হইবে। রেশমে তীব্র ক্ষার ও উত্তাপ প্রয়োগ এবং ঘর্ষণ বর্জনীয়।

ধোলাই করিবার পূর্বে প্রস্তুতি এবং দাগ তুলিবার প্রণালী পশমের ন্যায়।

ভিজাইয়া রাখা রেশম সহজে পরিষ্কার হইয়া যায় সেই জন্য জলে ভিজাইয়া রাখিবার প্রয়োজন হয় না। অত্যন্ত ময়লাযুক্ত সাদা এবং হাল্কা রংয়ের রেশম পরিধানে বিবর্ণ হইলে কবোষ্ণ জলে অল্প সোহাগা মিশাইয়া (১ টেবিলচামচ ১ গ্যালন গরম জলে গলাইয়া লইয়া) অল্প সময় ভিজাইয়া রাখিতে পারেন।

পরিষ্কার করা অত্যধিক ক্ষারবর্জিত উৎকৃষ্ট সাবান, আঁস সাবান, সাবান দ্রবণ, রিটা, সাবান বিহীন সাবান অথবা বিনা জলে পরিষ্কার করিতে পারেন।

৪৪° সেঃ উত্তাপের জলে পরিষ্কারক দ্রব্য মিশাইয়া যথেষ্ট ফেনা করুন এবং তাহার মধ্যে কাপড় দিয়া ঠাসিয়া এবং হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া পরিষ্কার করুন।

রঙ্গিল রেশম রিটার জলে কাচিলে রং ওঠে না। কাপড় বেশী ময়লা হইলে ইহার সহিত সাবান দ্রবণ, পরিদ্রাবক সাবান (৯৪ পৃষ্ঠা) বা পরিষ্কারক তরল (১৫৫ পৃষ্ঠা) অল্প পরিমাণে মিশাইয়া লইতে পারেন।

ধৌত করা দুই তিন বার কবোষ্ণজলে ধুইয়া কাপড় সাবানমুক্ত করুন। রিটার জলে পরিষ্কার করিলে এক বার কবোষ্ণ জলে ধুইয়া পরে ঠাণ্ডা জলে ধুইলে চলে। শেষবারের ধুইবার জলে, ঠাণ্ডা হওয়া প্রয়োজন, কয়েক ফোঁটা এসেটিক বা সাইট্রিক এসিড দিন ; ইহাতে পোশাকের ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

নিঙড়ান রেশম পাকাইয়া বা মোচড় দিয়া নিঙড়াইবেন না ; ইহাতে সুতার ক্ষতি হয়। হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া জল বাহির করিয়া ফেলিবেন।

শুষ্ক করা রেশম কখনও রোদে শুকাইবেন না। ছোট এবং হাল্কা পোশাক শুকাইতে দিবার প্রয়োজন নাই। জল বাহির করিয়া দিবার পর শুষ্ক কাপড়ে গোল করিয়া পাকাইয়া আধ ঘণ্টা রাখিয়া দিন, পরে ইস্ত্রি করুন। বড় এবং ভারী পোশাক ছায়ায় দিয়া অর্ধ শুষ্ক করিয়া লইয়া ইস্ত্রি করিবেন। রেশম সম্পূর্ণ শুষ্ক করিবেন না। রেশম আর্দ্রতা টানে না, সেই জন্য জল ছিটাইয়া আর্দ্র করিতে গেলে পোশাকের উপর জলের দাগ দাগ হইবে। কেবল তসর সম্পূর্ণ শুষ্ক করিতে হইবে এবং শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করিতে হইবে। তসরের স্বভাবিক আঠাল পদার্থ ইস্ত্রির উত্তাপে গলিয়া পোশাককে মসৃণ করে।

নীল দেওয়া সাদা রেশমে নীল দেওয়া চলে।

মাড় দেওয়া রেশমে মাড় দিবার প্রয়োজন হয় না। পাতলা রেশম, শার্টের কলার, বুকের পটি, হাতার কফ শক্ত করিবার দরকার হইলে গঁদের জলে (১ চাচামচ ১ বোতল জলে, ১১১ পৃষ্ঠা দেখুন) ডোবাইয়া লইতে পারেন।

ইস্ত্রি করা ইস্ত্রির উত্তাপ বেশী হইলে ঝলসান দাগ হইবে এবং সুতার ক্ষতি হইবে আবার উত্তাপ কম হইলে ঠাণ্ডা লোহার দাগ হইবে এবং সুতা জড়ো হইয়া যাইবে ও ভাঁজের দাগ পড়িবে; সুতরাং ঠিকমত মাঝামাঝি গরম হওয়া দরকার। তাহা কি করিয়া বোঝা যাইবে? ইস্ত্রি গরম করিয়া কাগজের উপর রাখুন, ছয় পর্যন্ত গণনা করুন, যদি কাগজে কোন দাগ না হয় তাহলে বুঝিবেন উত্তাপ ঠিক হইয়াছে। ভিতরে আগুন দেওয়া ইস্ত্রি বা তাপ-নিয়ামক ইস্ত্রি দিয়া ইস্ত্রি করা সর্বাপেক্ষা ভাল কারণ ইহাতে

উত্তাপ সব সময় একই ভাবে থাকে। সাধারণ ইস্ত্রি ব্যবহার করিলে, পোশাকের উপর শুষ্ক, মিহি কাপড় রাখিয়া ইস্ত্রি চালাইলে অতি উত্তাপ জনিত দোষ হইবার ভয় থাকে না। যে সমস্ত পোশাক অর্ধ শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করা দরকার, তাহা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে আর্দ্র কাপড়ের মধ্যে অর্ধ ঘণ্টা রাখিয়া পোশাকের উপর ভিজা মিহি কাপড় রাখিয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে।

তসর সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় ইস্ত্রি করিতে হইবে। অন্য রেশম অর্ধ শুষ্ক অবস্থায়, ভিজা নহে, ইস্ত্রি করিতে হইবে। আর্দ্রতা কাপড়ের সর্বত্র সমান হওয়া চাই, কোন জায়গা বেশী শুষ্ক হইলে জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে, জল ছিটাইয়া ভিজান চলিবে না। শাড়ী আর্দ্র তোয়ালের মধ্যে জড়াইয়া অর্ধ ঘণ্টা রাখিয়া অল্প অল্প খুলিয়া ইস্ত্রি করা ভাল।

রেশম বস্ত্র ইস্ত্রি করিয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক করিতে হইবে নতুবা আর্দ্র জায়গায় কোঁচ পড়িবে। সম্পূর্ণ শুষ্ক করিবার জন্য সেলাই পটির উপর বেশী করিয়া ইস্ত্রি করিতে হইবে।

গাঢ় রংয়ের পোশাকের ভিতর দিকে ইস্ত্রি করিতে হইবে। অন্য পোশাকের রং এবং প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া ঠিক করিবেন পোশাকের ভিতর অথবা বাহির দিক ইস্ত্রি করিবেন।

ইস্ত্রি করিবার পর হাতের চাপ দিয়া পোশাক ভাঁজ করিবেন এবং বাতাসে কিছুক্ষণ মেলিয়া রাখিবেন।

রঙিল কাপড় কাপড়ের রং পাকা হইলে উপরি উক্ত প্রণালী প্রযোজ্য।

রং কাঁচা হইলে বিনা জলে পরিষ্কার করা সর্বোৎকৃষ্ট। জলে

কাচিতে হইলে রিটা বা সাবান বিহীন সাবান দিয়া কাচিবেন। ৫ সের ঠাণ্ডা জলে দু তিন চাচামচ ভিনিগার বা কয়েক ফোঁটা এসেটিক এসিড দিয়া দু এক মিনিট ভিজাইয়া রাখুন তারপর যথারীতি কাচুন ; রং উঠিলে প্রত্যেক জলে ভিনিগার বা এসেটিক এসিড দিন। রেশম কাচিবার জলে কখনও লবণ দিবেন না। কাচিবার পর মুঠার মধ্যে চাপিয়া জল বাহির করিয়া ফেলুন এবং তলায় ও উপরে সাদা শুষ্ক কাপড় দিয়া গোল করিয়া পাকাইয়া ও চাপ দিয়া শুষ্ক করুন। ইহাতে কাপড়ে অসমান রং হইবে না। অর্ধ শুষ্ক অবস্থায় উল্টাদিকে ইস্ত্রি করুন।

শাড়ীর জমির রং একরকম এবং চওড়া পাড়ের রং আর এক রকম এবং রং কাঁচা হইলে, পাড় বাঁধিয়া নিন এবং হাল্কা রং আগে কাচুন।

বাঙ্গালোর, কাঞ্জিভরম্ প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতীয় মোটা রেশমের শাড়ীর শতকরা নব্বই ভাগ প্রথম জলে ভিজাইলে রং ওঠে। ইহাতে ভয় পাইবার কিছু নাই কারণ সুতার বাড়তি রং প্রথম ধোলাইয়ে উঠিয়া যায়।

বুননের রেশম বোনা রেশমের পোশাক ছোট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী। কাচিবার পূর্বে মাপ রাখিয়া শুকাইবার সময় মাপমত বিস্তৃত করিয়া লইবেন।

গ্রীবা বন্ধনী (Necktie) বিনা জলে পরিষ্কার করা সর্বাপেক্ষা ভাল। জলে কাচিলে ভিতরের, 'নরম জিন', সুতা দিয়া টেঁকিয়া নিন ; রং কাঁচা হইলে খুলিয়া রাখুন। গ্রীবা বন্ধনী ভিজাইয়া টেবিলের উপর রাখুন। সাবানের ফেনা থাবড়াইয়া দিন এবং

নরম বুরুশের সাহায্যে পরিষ্কার করুন। দু তিন বার কবোষ্ণ জলে ধুইয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলুন। লম্বা অবস্থায় তোয়ালের মধ্যে জড়াইয়া জল বাহির করিয়া ফেলুন। মূল আকারে বিস্তৃত করিয়া শুকাইতে দিন। প্রায় শুষ্ক হইলে দু তিন পুরু কাপড়ের উপর রাখিয়া মাঝারি গরম ইস্ত্রি দিয়া ইস্ত্রি করুন। টেঁকা থাকিলে ইস্ত্রি করিবার পূর্বে খুলিয়া নিন। রেশমের ফিতাও এই ভাবে কাচিতে হইবে।

জর্জেট, ক্রেপ ও সিফন বিনা জলে কাচা ভাল। জলে কাচিলে কোঁচকাইয়া যায়। রংয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পরিষ্কার করিতে হইবে। কাচিবার পূর্বে মাপ রাখিয়া দিবেন। আন্দাজ ২ ইঞ্চি ব্যাসের ও ৫০ ইঞ্চি লম্বা একটি গোল লাঠিতে পূর্বের চওড়ায় টানিয়া শাড়ী গোটাইতে পারিলে শাড়ী ছোট হইবে না। শাড়ীর আর একটি প্রান্ত ঐরূপ আর একটি লাঠিতে জড়াইয়া টান করিয়া শুকাইতে দিলে লম্বায়ও বিশেষ ছোট হইবে না। প্রায় শুষ্ক অবস্থায় এক দিকের লাঠি হইতে খানিকটা খুলিয়া ইস্ত্রি করুন এবং অপর দিকের লাঠিতে জড়াইয়া নিন। এই ভাবে কাপড়ের উল্টা দিকে ইস্ত্রি করিয়া যাইতে হইবে।

ভারী রেশম (Weighted Silk) সুতা তৈয়ারীর সময় সাবান দিয়া রেশমের স্বাভাবিক আঠাল পদার্থ দূর করিয়া তাহার স্থলে ধাতুজ দ্রবণ মিশাইয়া রেশমকে সস্তায় ভারী করা হয়।

ইহা স্বাভাবিক রেশমের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী নয়, ঘামে এবং সূর্য-কিরণে কমজোরী হইয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের এই জাতীয় শাড়ী পরিধান করিবার পূর্বে ঠাণ্ডা মৃদু জলে ধুইয়া লইলে ধাতুজ আস্তরণ

কিছু পরিমাণ উঠিয়া যায়, ফলে বেশী দিন স্থায়ী হয়। নূতন শাড়ী না কাচিয়া দুই বৎসরের বেশী রাখিয়া দিলে কাপড় কমজোরী হইয়া যায়।

সুতা পোড়াইয়া এই রেশম চিনিতে পারা যায়। পোড়াইলে ভারী রেশম কাল হইয়া যায় এবং আকার ঠিক থাকে কিন্তু স্বাভাবিক রেশম পোড়াইলে একটি ছোট ভঙ্গুর ডেলা হইয়া যায়।

বিনা জলে পরিষ্কার করা ভাল। জলে কাচিলে ঘর্ষণ পরিহার করিতে হইবে। ইস্ত্রির অত্যন্ত গরম এবং অত্যন্ত চাপ সুতার ক্ষতি করে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

রেয়ন বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতি

রেয়ন বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতি আসল রেশম ধোলাইয়ের ন্যায়। রেয়নের নিম্নলিখিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি স্মরণ রাখা দরকার।

জলে ভিজিলে রেয়নের শক্তি কমিয়া যায়, সেই জন্য অতি সাবধানে নাড়াচাড়া করিতে হইবে।

চার রকম রেয়নের পার্থক্য সাধারণের জানা সম্ভব নয়। সুতরাং সব রকম রেয়ন কাচিবার সময় জলে ভিজাইয়া রাখা, অত্যধিক উত্তাপ, তীব্র রাসায়নিক দ্রব্য ও ক্ষার, এসেটিক এসিড ও এলকোহল প্রয়োগ বর্জন করিতে হইবে।

বুননের রেয়ন বস্ত্র কাচিবার পর ছোট হইয়া যাইতে পারে। ইহা পশমের ন্যায় কাচিবাব পূর্বে মাপ রাখিয়া পরে টেবিলের উপর মাপমত বিস্তার করিয়া শুকাইতে দিতে হইবে।

বয়নের পোশাক ভাবে বিস্তৃত হইয়া যাইতে পারে, সেই জন্য দড়িতে টাঙ্গাইয়া শুকাইতে দিবার সময় পোশাকের মাঝামাঝি জায়গা দড়িতে দিয়া দুই দিক সমান রাখিতে হইবে।

গারারা, বেশী কোঁচ দেওয়া পোশাক প্রভৃতি কয়েক ধরনের পোশাক জলে কাচা অস্থবিধাজনক। এইগুলি বিনাজলে কাচিতে হইবে। রেয়নের রংয়েব ক্ষতি করে বলিয়া কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার নিষেধ।

ইস্ত্রি করা অনেক সময় পোশাকে ইস্ত্রি করিবার প্রণালীর নির্দেশ থাকে। এই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিলে ঠিকমত ইস্ত্রি হয়। যেখানে কোন নির্দেশ থাকে না সেখানে পশম ও রেশম ইস্ত্রি করিবার প্রণালীতে ইস্ত্রি করিতে হইবে।

বুননের কাপড়ে পশমের প্রণালী প্রযোজ্য।

বয়নের পোশাকে ইস্ত্রি করিবার পূর্বে জল ছিটাইয়া আর্দ্র করা চলিবে না। এই সম্বন্ধে এবং সকল ব্যাপারে, সকল রকম বয়নের পোশাকে রেশম ইস্ত্রি করিবার প্রণালী প্রযোজ্য।

উনবিংশ অধ্যায়

অন্য কৃত্রিম সুতার বস্ত্র ধোলাই পদ্ধতি

নাইলন, ডেক্রন, টেরিলীন, অর্লন, এক্রিলন প্রভৃতি শক্ত সুতা। জলে ভিজিলে ইহাদের শক্তির কোন তারতম্য হয় না।

রাসায়নিক দ্রব্য, পোকা, ছাতাধরা ও সূর্যকিরণ ইহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। ইহারা জল শোষণ করে না, সেই জন্য তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় এবং কোঁচকায় না। বহু দিন আলমারিতে তুলিয়া রাখিলেও পোশাকের কোন ক্ষতি হয় না।

পোশাকে ধোলাই পদ্ধতির কোন নির্দেশ না থাকিলে রেশম ও পশমের অনুযায়ী ধোলাই করিতে হইবে।

বহু ক্ষেত্রে পোশাক ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হয় না। ইস্ত্রি করিবার প্রয়োজন হইলে রেশম ইস্ত্রি করিবার প্রণালীতে ইস্ত্রি করিতে হইবে।

বিংশ অধ্যায়

বিশেষ দ্রব্যাদি ও বিশিষ্ট ধোলাই করিবার পদ্ধতি

লেশ ও ঝালর

নিম্নলিখিত যে কোন একটি উপায়ে সাবধানতার সহিত ধোলাই করিতে পারেন।

১। কবোষ্ণ সাবানজলে মুঠার মধ্যে চাপিয়া পরিষ্কার করিতে পারেন।

২। বড় মুখওয়ালা বোতল অথবা জারের মধ্যে সাবানজল ও লেশ দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া নাড়ুন। সাবান-জল ফেলিয়া দিন। যদি ভাল পরিষ্কার না হয় তাহা হইলে আবার সাবান জল দিয়া পরিষ্কার করুন। পরে দু তিন বার

বোতলের মধ্যে জল দিয়া নাড়িয়া ধুইয়া ফেলুন। রেশম লেশ এই ভাবে পরিষ্কার করিলে সূক্ষ্ম সুতার উপর কোন জোর পড়ে না।

৩। লম্বা লেশ হইলে একটি বোতলের গায়ে কাপড় জড়াইয়া তাহার উপর লেশ জড়াইয়া নিন। সাবানজলের গামলায় বোতলটি ঘোরাইয়া হাতে করিয়া লেশ চাপিয়া পরিষ্কার করুন।

সিদ্ধ করা তূলা ও লিনেনের বেশী ময়লাযুক্ত সাদা লেশ ফোটান চলে। ঠাণ্ডা জলে সাবান কুঁচা করিয়া মেশান। তাহার সহিত অল্প দুধ ও জলে গলা অল্প সোহাগাচূর্ণ (১ বোতল জলে ১ টেবিলচামচ) মিশাইয়া ১০ মিনিট অল্প ফোটান।

মাড় দেওয়া নিম্নলিখিত কোন একটি উপায়ে মাড় দিতে পারেন ঃ—

১। ভাতের ফেন জলে গুলিয়া।

২। ½ পাঁইট জলে ২ চাচামচ সোহাগা গুলিয়া।

৩। জল এবং দুধ সমপরিমাণে মিশাইয়া।

৪। ½ পাঁইট জলে ১½ টেবিলচামচ গঁদের জল মিশাইয়া।

৫। " " " ১ " " গরম জলের মাড় দিয়া।

ক্রচেট সুতা বা মোটা সুতার লেশে মাড় দিবার প্রয়োজন নাই।

নীল দেওয়া সাদা লেশে মাড়ের সহিত নীল মিশাইতে পারেন। হাল্কা ঘি রং করিবার দরকার হইলে মাড়ের সহিত চা অথবা কফির জল কয়েক ফোঁটা মিশাইবেন।

শুষ্ক করা শুষ্ক তোয়ালে বা কাপড়ের মধ্যে চাপিয়া জল বাহির করিয়া ফেলুন। টেবিলের উপর কাপড় পাতিয়া তাহার উপর

লেশ বিছাইয়া দিন এবং আকার ঠিক রাখিবার জন্য খাঁজে খাঁজে পিন আঁটিয়া দিন।

ইস্ত্রি করা মাঝারি গরম ইস্ত্রি দিয়া লেশের উল্টা দিকে ইস্ত্রি করুন।

ভয়েল ভয়েল তূলা, রেশম, পশম ও মিশ্র সুতার হয়। অত্যধিকক্ষারবিহীন সাবান অল্প গরম জলে গুলিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে এবং একই উত্তাপের জলে ২/৩ বার ধুইয়া ফেলিতে হইবে। রঙ্গিল ভয়েল কাচিবার সময় রঙ্গিল বস্ত্র কাচিবার নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। সব রকম রঙ্গিল ভয়েল পরিষ্কার করিবার জলে লবণ মিশাইতে পারেন। সাদা ভয়েলে নীল দিবেন ও অন্য রংয়ের ভয়েলে সেই রং দিতে পারেন। ভয়েলে মাড় দেওয়া হয় না।

ভেল অল্প গরম সাবান জলে পরিষ্কার করিবেন। কাল ভেলে কাল চায়ের জল গঁদের জলের সঙ্গে (১ পাঁইট জলে ২ চাচামচ গুড়া গঁদ) মিশাইয়া দিবেন। অন্য রংয়ের ভেলে নীল দিবার মত উপযুক্ত রং দিবেন। ধারগুলি সমান করিয়া টানিয়া বিছাইয়া শুকাইতে দিবেন। শোকপ্রকাশক কাল ক্রেপ ভেল বিনাজলে পরিষ্কার করিবেন।

বর্ষাতি বর্ষাতি দুইরকমের হয়, যথা, (১) জলনিরোধক কাপড়ের তৈয়ারী, (২) রবারের আস্তরণ দিয়া তৈয়ারী। রবারের আস্তরণ দিয়া তৈয়ারী বর্ষাতি আবার দুই রকমের হয়। (ক) একহারা আস্তরণ, বর্ষাতির কাপড়ের, সাধারণত তূলার, পর রবারের পাতলা আস্তরণ লাগান হয়। (খ) জোড় দেওয়া

আস্তরণ, দুই প্রস্ত কাপড় মধ্যে রবারের আস্তরণ দিয়া জোড়া, যেমন উপরের খাঁকী কাপড়ের সহিত ভিতরের চৌখুপি ছিটের কাপড় রবারের আস্তরণ দিয়া সাঁটিয়া দেওয়া হয়।

জলনিরোধক বর্ষাতি কবোষ্ণ জলে সাবান গুলিয়া বুরুশে করিয়া লাগাইয়া পরিষ্কার করুন। পুকুরে অথবা চৌবাচ্ছায় ডোবাইয়া অভাবে ঝোলকে টাঙ্গাইয়া জল ঢালিয়া সমস্ত সাবান ধুইয়া ফেলুন। ফাঁকা জায়গায় টাঙ্গাইয়া শুকাইতে দিন, জল ঝরিয়া পড়ুক। ইস্ত্রি করিবেন না। বর্ষাতি বেশী ময়লা হইলে সাবানজলে কয়েক ফোঁটা এমোনিয়া দিবেন। চর্বি, তেলধরা বা অন্য দাগ থাকিলে বর্ষাতি ভিজাইবার পূর্বে দাগ তুলিয়া ফেলিবেন।

রবার আস্তরণ বর্ষাতি দাগধরা জায়গায় পুরু করিয়া ফ্রেঞ্চচক বা ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট দিয়া দাগ তুলুন। কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা চর্বিদ্রাবক দিবেন না, রবার গলিয়া যাইবে।

জলে ঘন করিয়া সাবান বা সাবান বিহীন সাবান গুলুন। অন্যান্য প্রক্রিয়া জলনিরোধক বর্ষাতি ধোলাই করিবার মত। রৌদ্রে শুকাইতে দিবেন না।

এখন বাজারে প্লাষ্টিক ও পলিথিনের অনেক রকম বর্ষাতি পাওয়া যায়। ঐগুলি ঠাণ্ডা জলে ধুইলেই পরিষ্কার হইয়া যায়। পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন মনে করিলে বর্ষাতি বিছাইয়া তাহার উপর কাপড়ের টুকরা করিয়া সাবান জল ঘষিয়া লাগান ও তারপর ধুইয়া ফেলুন।

চামড়ার কোট এবং পুরুষ ও মহিলাদিগের হ্যাণ্ড-ব্যাগ দাগ তুলিবার জন্য বিনা জলে পরিষ্কারক কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবেন

না। সাদা চামড়া হইলে ফ্রেঞ্চচক ও রঙ্গিল হইলে সাজিমাটি চূর্ণ দাগে ঘষিয়া লাগাইয়া কিছুক্ষণ রাখুন, পরে বুরুশে করিয়া ঝাড়িয়া ফেলুন। সোয়েড চামড়ায় রবার-পরিষ্কারক ভাল কাজ দেয়।

উৎকৃষ্ট সাবান অথবা চামড়ায় লাগাইবার সাবান (চামড়া ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কিনিতে পাওয়া যায়) কবোষ্ণ জলে গুলুন। ফ্লানেল অথবা নরম কাপড়ের টুকরা সাবানজলে ডোবাইয়া চামড়ার উপর ঘষিয়া লাগান। পরিষ্কার জলে ভিজান, কাপড় নিঙড়াইয়া লইয়া চামড়া মুছিয়া ফেলুন। ফাঁকা জায়গায় ছায়ায় রাখিয়া শুকাইয়া নিন। শুকাইবার পর জুতা পালিশের ক্রিম দিয়া পালিশ করুন। অকজ্যালিক অথবা ফরমিক এসিড ৭% দ্রবণ কড়া বুরুশে করিয়া লাগাইতে পারেন।

ফরমিক এসিড ১৫% দ্রবণে কাপড় ভিজাইয়া লাগাইলে সোয়েড নূতনের মত উজ্জ্বল হয়। সোয়েড চামড়ার শুঁয়া যেদিকে হেলান সরু তারের নরম বুরুশ দিয়া সোয়েডের উপর সেইদিকে শুকাইবার সময় টানিলে সোয়েড দেখিতে সুন্দর হয়। সোয়েডের রং যদি পাকা না হয় তাহা হইলে জল দিয়া পরিষ্কার করা উচিত নয়। জল লাগিলে রং উঠিয়া গিয়া হাল্কা রংয়ের দাগের মত দেখিতে হইবে। বেশ করিয়া বুরুশ করিয়া পরিষ্কার করা ব্যতীত বাড়িতে আর বিশেষ কিছু করিবার নাই।

বহু ব্যবহারে এই সমস্ত জিনিসের রং ফিকা হইয়া গেলে চামড়া রং করিবার জিনিস দিয়া রং করিতে পারেন। শুকাইবার পর ক্রিম দিয়া পালিশ করিবেন।

একবিংশ অধ্যায়

পোশাকের ক্ষতি ও তাহার প্রতিকার

ধোলাই করিবার সময় সময়ে সময়ে পোশাকের বহু ক্ষতি সংঘটিত হয় এবং তাহা ধোলাই করিবার পর দৃষ্টিগোচর হয়। সুতার ও পোশাকের সমস্ত ক্ষতির জন্য ধৌতাগারকে দোষী করা হয়। কিন্তু বহু ক্ষতির জন্য ধোলাইকারী বা ধোলাই পদ্ধতি দায়ী নয়। ধৌতাগারের উচিত ক্ষতির কারণ অনুসন্ধান করা এবং সুনাম ও সাধারণের সহিত সদ্ব্যবহার বজায় রাখিবার জন্য খরিদ্দারদের ক্ষতির কারণ সম্পর্কে অবহিত করা।

পোশাকের যে সমস্ত ক্ষতি হয় তাহা প্রধানত দুই রকম, (১) যান্ত্রিক ও (২) রাসায়নিক।

নিম্নলিখিত ক্ষতিগুলি যান্ত্রিক ক্ষতির পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত :—

১। পোশাকের কাপড় বয়নের এবং ফিনিশিং (finishing) এর দোষ (লালফোঁড়, অত্যধিক মাড় দিয়া কাপড় খাপী এবং কোমল দেখান ইত্যাদি)।

২। পোশাক তৈয়ারীর দোষ (বড় বড় সেলাই, সেলাইয়ের জোড়া ভালভাবে না দেওয়া, ধারের সেলাই ভালভাবে না দেওয়া ফলে পোশাকের জোড় খুলিয়া যায়, ইত্যাদি)।

৩। নিকৃষ্ট ধরনের সুতার নক্সা (সুতার বন্ধনের দোষ ইত্যাদি)

৪। পরিধানের সময় (দাড়ি কামাইবার ব্লেড বা পিন দ্বারা ঘটিত কাটা, ছেঁড়া, ফাড়া, গর্ত ইত্যাদি)।

৫। পোকা ও ইঁদুরে কাটা।

৬। ধোলাই করিবার সময় (বালতির আংটা ইত্যাদির খোঁচ লাগা)।

রাসায়নিক ক্ষতি নিম্নলিখিত কারণে হয় :—

১। ত্রুটীপূর্ণ রং ২। সূর্যকিরণ ৩। ধোঁয়া ৪। ঔষধ ৫। প্রসাধন সামগ্রী ৬। ব্যাটারীর এসিড ৭। মরচে ধরা ৮। ছাতাধরা ৯। লোমনাশক দ্রব্য।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিনা জলে ধোলাই পদ্ধতি

ইংরাজী dry cleaning বা শুষ্ক ধোলাই শব্দের অর্থ কতকটা ভ্রান্তিকর। ইহার অর্থ বোঝায় কোন শুষ্ক দ্রব্য দ্বারা পরিষ্কার করা; কিন্তু আসলে ইহা তাহা নয়। ইহাও তরল পদার্থ দ্বারা পরিষ্কার করা কিন্তু সে তরল পদার্থ জল নয় তাহা পরিদ্রাবক তরল। ইহা প্রকৃতপক্ষে 'বিনা জলে ধোলাই'। ভিজা ধোলাই এবং শুষ্ক ধোলাইয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে পূর্বোক্ত ধোলাইয়ে জল সুতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ময়লা ছাড়াইয়া দেয় এবং সুতার উপর ইহার প্রভাব আছে কিন্তু শেষোক্ত ধোলাইয়ে পরিদ্রাবক তরল সুতার মধ্যে প্রবেশ করে না, সুতার উপর হইতে ময়লাকে দ্রবীভূত করিয়া টানিয়া লয় এবং সুতার ও সুতার রংয়ের উপর ইহার কোন প্রভাব নাই।

ফরাসী দেশবাসী এম, জুডলীন, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবে বস্ত্র ধোলাই করিবার পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেন সেই জন্য ইহাকে 'ফ্রেঞ্চ ক্লিনিং' বা ফরাসী ধোলাইও বলা হয়। এই ধোলাইয়ে

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে রাসায়নিক ধোলাইও বলে।

সুবিধা

১। বুনন করা পশমের কাপড় এবং ক্রেপ প্রভৃতি কয়েক প্রকার বয়ন প্রণালীর কাপড় কোঁচকান রোধ করিয়া জলে কাচা শক্ত। বিনা জলে ধোলাইয়ে কোন কাপড় কোঁচকায় না। বিনা জলে ধোলাইয়ে ভেলভেটের শুঁয়াগুলি ঠিক থাকে কিন্তু জলে কাচিলে চ্যাপ্টা হইয়া যায়।

২। জলে কাচিয়া অনেক সময় কাপড়ের রং ঠিক রাখা যায় না; কিন্তু বিনা জলে ধোলাইয়ে কাপড়ের রং ওঠে না।

বিঃ দ্রঃ—সাধারণত পরিদ্রাবক তরলের রংয়ের উপর কোন প্রভাব নাই; কিন্তু কদাচিৎ দু একটি ব্যতিক্রম দেখিতেপাওয়া যায়।

৩। কোন কোন পোশাক এত বেশী কুঁচি এবং ভাঁজ দিয়া তৈয়ারী হয় যে জলে ভিজাইয়া কাচিলে সেগুলি ঠিক রাখা সম্ভব হয় না, ফলে পোশাকের আসল সৌন্দর্যই নষ্ট হইয়া যায়; ঐ সমস্ত পোশাক বিনাজলে ধোলাই করিলে গঠন প্রণালী ঠিক থাকে।

৪। অত্যন্ত চর্বিযুক্ত দাগ লাগা পোশাক জলে পরিষ্কার করা অপেক্ষা বিনা জলে ভাল ভাবে পরিষ্কার করা যায়।

৫। পেট্রল প্রভৃতির পরিষ্কার করিবার গুণ ছাড়াও জীবাণু ধ্বংশকারী গুণ আছে এবং ইহারা পোশাকের অনিষ্টকারী পোকা ও তাহার ডিম বিনাশ করে।

৬। বিনাজলে পরিষ্কার করিতে অতি অল্প পরিশ্রম ও সময় লাগে।

অসুবিধা

১। বিনা জলে ধোলাইয়ে খরচ বেশী পড়ে, সেই জন্য দামী কাপড় এবং দামী পোশাক ব্যতীত এই পদ্ধতির ধোলাই মিতব্যয়ী নয়।

২। পেট্রল প্রভৃতি ব্যবহার্য পরিদ্রাবক তরল অত্যন্ত দাহ্য, সেই জন্য সামান্য অসাবধানতায় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। অদাহ্য পদার্থ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড দিয়া পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু তাহার দাম এত বেশী যে দাগ তোলা ব্যতীত ধোলাই কার্যে ব্যবহার করা প্রায় অসম্ভব।

৩। কয়েক প্রকার দাগ যেমন, ঘাম, চা, কফি যাহাদের দ্রবণ রাসায়নিক দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না, এই পদ্ধতির ধোলাইয়ে ওঠে না।

৪। কয়েকটি উপকরণ চৈতন্যহারক (anæsthetic)।

পরিদ্রাবক উপকরণ

১। দাহ্য—পেট্রল, বেনজিন, স্পিরিট, ইথার, ক্লোরোফর্ম।

২। অদাহ্য—কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, টেট্রাক্লোরেথেন্, ও ট্রাই-ক্লোরেথিলীন।

৩। পরিদ্রাবক সাবান বা স্পিরিট সাবান বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহা পরিদ্রাবক তরলের পরিষ্কার করিবার শক্তি বাড়াইয়া দেয়। পোশাক তরলে ডোবাইবার পূর্বে চর্বির দাগ এবং অত্যন্ত ময়লাযুক্ত এবং মোটা জায়গায় অতি সামান্য পরিমাণে ঘষিয়া দিতে হয়।

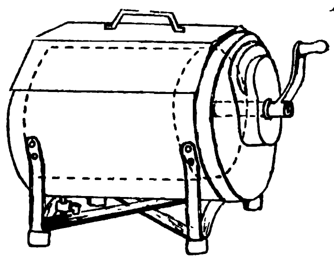
৪। ধাতুজ তার্পিন চর্বির দাগ, বিশেষ করিয়া জানালা দরজার লাগাইবার রংয়ের দাগ, তুলিতে বিশেষ কার্যকরী।

পরিশোষক উপকরণ

চালের গুঁড়া, ময়দা, গোল আলুর পালো, গমভুষি, সাজিমাটী ফ্রেঞ্চ চক, ম্যাগনেসিয়াম কার্বোনেট (ম্যাগনেসিয়া চূর্ণ ও ব্যবসায়ীদের প্রস্তুত শুষ্ক পরিষ্কারক চূর্ণ)। ইহারা প্রকৃত শুষ্ক পরিষ্কারক কিন্তু ইহাদের ব্যবহার সীমিত; কেবলমাত্র সাদা ও হাল্কা রংয়ের বিস্তৃত কাপড়ে ব্যবহার করা যায়। লোমের পোশাক ও টুপি ব্যতীত অন্য কোন তৈয়ারী পোশাকে ব্যবহার করা যায় না।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

পেট্রলে কাপড় ডোবাইবার জন্য একটি পাত্র। এই পাত্রটির মুখ বেশী বড় হইলে বেশী পেট্রল উবিয়া যাইবে। বিনাজলে ধোলাই করিবার কলে বেশ সুবিধাজনক ভাবে ধোলাই করা যায়। কিন্তু ইহা ব্যয়সাধ্য। মাঝারি আকারের একটি নলাকৃতি পাত্র হইলে ভাল হয়। ইহার মুখে ঢাকা থাকিলে বেশী পেট্রল উবিয়া যাইবে না ও আগুন ধরিয়া যাইবার বা তরলের গন্ধে অভিভুত হইবার সম্ভাবনা কম। কাপড় নাড়াচাড়া এবং চাপিয়া ধরিবার জন্য একটি লাঠি বা শোষণ ধাবক। ব্যবহৃত পেট্রল ছাঁকিবার জন্য চোষ কাগজ বা মিহি বস্ত্র খণ্ড ও একটি ফুদনী এবং রাখিবার জন্য একটি বোতল বা প্যাঁচ দেওয়া ছিপিযুক্ত টিনের পাত্র। কাপড় হইতে ময়লা পেট্রল বাহির করিয়া রাখিবার একটি গামলা।



বিনা জলে ধোলাইয়ের কল।

সাবধান বাণী

উপরে আচ্ছাদন দেওয়া অথবা ছায়াযুক্ত ফাঁকা জায়গায় ধোলাই কার্য করা উচিত। ফাঁকা ঘরের মধ্যেও ধোলাই করা যায়, তবে না করাই বাঞ্ছনীয়। তরলের গন্ধ বাহির হইয়া যাইবার জন্য ঘরের মধ্যে বড় বড় এবং রুজু রুজু জানালা থাকা একান্ত প্রয়োজন। পেট্রল ভয়ানক দাহ্য পদার্থ ; সুতরাং আগুন হইতে বহু দূরে ধোলাই করা উচিত, এমন কি ৮ হাত দূরেও যদি কেহ জ্বলন্ত সিগরেট লইয়া আসেন তাহা হইলেও বিপদ ঘটিতে পারে। রৌদ্র বা অত্যন্ত গরমের মধ্যে কাজ করিলেও আগুন ধরিয়া যাইতে পারে। অত্যধিক ঘর্ষণ করিলে বিশেষ করিয়া মসৃণ ও অত্যন্ত চকচকে রেয়ন কাপড়ে আগুন ধরিতে পারে। অবশিষ্ট পেট্রল ছিপি আঁটা পাত্রে ঘরের বাহিরে অত্যন্ত সাবধানে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিবেন। ময়লাযুক্ত পেট্রল নর্দমার বা ঘাসের মধ্যে ফেলিবেন না। পেট্রল জলের উপর দিয়া ভাসিয়া যায় এবং তাহা হইতে উদ্ভূত বাষ্প আপনার বাড়ি হইতে বহু দূরেও অগ্নিকাণ্ড ঘটাইতে পারে। মাটিতে বা বালির মধ্যে ফেলিবেন যাহাতে শুষিয়া লইতে পারে। শহরের মধ্যে যেখানে এই সুবিধা নাই সেখানে ময়লাযুক্ত পেট্রল একটি বস্ত্রখণ্ডে মুছিয়া লইয়া বস্ত্রখণ্ডটি ছাদের একটি নিরাপদ স্থানে পেট্রল উবিয়া যাইবার জন্য রাখিয়া দিবেন। বস্ত্রখণ্ডটি যাহাতে বাতাসে উড়িয়া না যায় সেই জন্য একটি ইঁট চাপা দিয়া রাখিবেন। পেট্রলে কাচা জামাকাপড় ২৪ ঘণ্টা অত্যন্ত সাবধানে রাখিয়া শুকাইয়া লইবেন।

সাবধানী ব্যক্তি ব্যতীত এই প্রক্রিয়ায় ধোলাই করিবার চেষ্টা করা উচিত নয় ; মহিলাদের সম্পূর্ণ নিষেধ।

ধোলাই পদ্ধতি

প্রস্তুতি বগলস, বোতাম প্রভৃতি সমস্ত ধাতুজ জিনিস খুলিয়া রাখিতে হইবে। পেট্রল ঝিনুকের বোতামের পালিশ নষ্ট করিয়া দেয়; যে কোন খাদ্য তেল দিয়া ঘষিলে নষ্ট পালিশ কিছুটা উদ্ধার হয়। পেট্রল রবারকে গলাইয়া দেয়। পকেটগুলি খালি করিয়া ফেলিতে হইবে; যদি কোন দিয়াশলাই বা বারুদসমেত ভাঙ্গা কাটিও থাকে তাহা হইলে বিপদ হইতে পারে।

দাগতোলা যে সমস্ত দাগের প্রধান উপাদান জল, সে সমস্ত দাগ পরিদ্রাবকে উঠিবে না। এই জাতীয় দাগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলে বিনা জলে ধোলাই করিবার পূর্বে দাগ তুলিয়া ফেলিতে হইবে। ঘাসের দাগ, জানালা দরজার রং ও বার্নিশের দাগ ধোলাই করিবার পূর্বে তুলিয়া ফেলা একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে পরে ঐ জাতীয় দাগ তোলা অসাধ্য হইবে। ধোলাই করিবার পর যদি কোন দাগ থাকে তাহা হইলে তাহা উপযুক্ত উপায়ে তুলিয়া ফেলিতে হইবে (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

জল দিয়া দাগ তুলিলে ধোলাই করিবার পূর্বে কাপড় সম্পূর্ণ শুষ্ক করিয়া লওয়া দরকার কারণ জল পেট্রলের পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা কমাইয়া দেয়, পোশাকে জলের দাগ হইতে পারে, রং উঠিতে পারে এবং পোশাক শুকাইতে দেরী হইতে পারে।

পরিষ্কার করা কাপড় ঝাড়িয়া এবং বুরুশ করিয়া যতটা সম্ভব ময়লা দূর করিতে হইবে।

পরিদ্রাবক বা স্পিরিট সাবান থাকিলে অত্যন্ত ময়লাযুক্ত জায়গায় ঘষিয়া লাগাইয়া পোশাক পেট্রলে ডোবাইবেন; না

থাকিলে, পেট্রলে ডোবাইয়া ময়লাযুক্ত জায়গাগুলি হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া তাড়াতাড়ি বেশী ময়লা দূর কবিয়া দিবেন। কল থাকিলে ইহার পর কল চালাইয়া দিবেন। সাধাবণ পাত্রে কাচিলে লাঠি বা শোষণ ধাবক দিয়া কাপড়গুলি পাত্রের মধ্যে চাপিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দিবেন অথবা অল্প সময় হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া এবং পাত্রের মধ্যে ঠাসিয়া দিবেন। ইহার পর পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া বেশ করিযা পাত্রটি নাড়িতে থাকুন। কাপড়ের ময়লা এবং পরিমাণ অনুযায়ী ৫ হইতে ১৫ মিনিট নাড়িতে হইবে। ইহার পর কাপড় হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া যতটা সম্ভব পেট্রল বাহির করিয়া দিন, নিঙড়াইবেন না।

পূর্বে ব্যবহৃত পেট্রলে ধোলাই করিলে বা পেট্রল বেশী ময়লা হওয়ার দরুণ ভাল পরিষ্কার না হইলে নূতন পেট্রলে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইতে পারে।

রোদ এবং আগুন হইতে দূরে টাঙ্গাইয়া শুকাইতে দিতে হইবে। পেট্রলের গন্ধ দূর হইবার জন্য এক দিন বা তাহার বেশী সময় শুকাইতে হইবে।

সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি দ্রুত সারিতে হইবে তাহা না হইলে বেশী পেট্রল উবিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। ব্যবহার হইয়া গেলে ঢাকা দেওয়া পাত্রে পেট্রল কিছুক্ষণ রাখিয়া ময়লা থিতাইতে দিন। পরে উপরের পেট্রল ছাকিয়া লইয়া নিরাপদ স্থানে 'ব্যবহৃত পেট্রল' লিখিয়া রাখিয়া দিন। ময়লা পেট্রল মাটিতে ঢালিয়া দিন বা পূর্বে কথিত মত উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলুন। ব্যবহৃত পেট্রল দুই তিন বারের বেশী ব্যবহার করিবেন না, কারণ অনবরত ব্যবহারে পেট্রলের ময়লা

পরিষ্কার করিবার ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং তখন ইহা কেবলমাত্র তেলে পরিণত হয়।

ইস্ত্রি করা সম্পূর্ণ শুকাইবার পর যে সমস্ত কাপড় ইস্ত্রি করিতে হইবে তাহার উপর ভিজা কাপড় নিঙড়াইয়া রাখিয়া অল্প গরম ইস্ত্রি দিয়া চাপ দিবেন, ইস্ত্রি টানিবেন না।

বিনা জলে ধোলাইয়ের বিকল্প পদ্ধতি

কাপড় ঝাড়িয়া অথবা বুরুশ করিয়া আলগা ময়লা দূর করুন।

টেবিলের উপর কাপড় পাতিয়া পূর্বে উল্লিখিত যে কোন একটি পরিশোষক উপকরণ (১৮০ পৃষ্ঠা) যথেষ্ট পরিমাণে ভাঁজে ভাঁজে ছড়াইয়া এবং ধীরে ঘষিয়া কাপড় ছোট ভাঁজে রাখিয়া দিন।

ময়লা টানিয়া লইবার জন্য আধ ঘণ্টা হইতে এক দিন ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিন।

ঐ গুঁড়ার সহিত যে কোন পরিদ্রাবক তরল মিশাইয়া কাই বা লেইয়ের মত করিয়া লাগাইলে মহিলাদের সাদা লোমের কোট ও সাদা লোমের টুপি ভাল পরিষ্কার হয়। এই কাই হাল্কাভাবে লোমের উপর ছড়াইয়া দিয়া শুকাইবার জন্য রাখিয়া দিন। এই ব্যাপারে অদাহ্য পরিদ্রাবক তরল, যেমন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড ব্যবহার করা নিরাপদ।

পরে কাপড় হইতে গুঁড়া ঝাড়িয়া ফেলুন এবং বুরুশ করিয়া গুঁড়া একেবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলুন।

গমভুষি চাটুতে সেঁকিয়া গরম অবস্থায় লাগাইলে পরিশোষণ ক্ষমতা বর্ধিত হয়।

অসুবিধা

ইহাদের দ্বারা কেবলমাত্র অল্প ময়লাযুক্ত কাপড় পরিষ্কার করা যায়।

ইহা কেবলমাত্র হাল্কা রংয়ের কাপড়, সাদা লেশ, সাদা লোমের কোট ও টুপি, সাদা ও নীল রংয়ের আলোয়ান পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করা যায়।

জামা, প্যাণ্ট ইত্যাদি কোন রকম পোশাক পরিষ্কার করিতে ব্যবহার করা যায় না।

ত্রয়বিংশ অধ্যায়

রং করিবার পদ্ধতি

যে মুহূর্ত্তে আদিম মানব একটি লোহিত পুষ্পস্তবক তাহার সঙ্গিনীর কেশদামে পরাইয়া দিয়াছিল সেই শুভ মুহূর্ত্তে সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল। আজিও বর্ণ ও তাহার সুসমঞ্জস ব্যবহার সুরুচি, সৌন্দর্য ও বুদ্ধির পরিচায়ক। বর্ণ এক দিকে যেমন পরিবেশকে জমকাল রূপ দেয় অপর দিকে তেমনই শান্ত সমাহিত ভাবও ফুটাইয়া তোলে। মানুষের মনের উপর বর্ণের প্রভাব স্বীকৃত, সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই সন্ন্যাসীর পোশাকের বর্ণ গেরুয়া। মানুষের আনন্দ, বেদনা, উল্লাস প্রকাশের সঙ্গে বর্ণের নিকট সম্পর্ক— বিবাহের আনন্দানুষ্ঠান লাল প্রভৃতি উজ্জ্বল রং সার্থক করিয়া তোলে, শোক প্রকাশ করে কাল রং আর নানা উজ্জ্বল বর্ণের সমাহার মনের মধ্যে পুলক ও উল্লাসের সঞ্চার করে।

নানা বর্ণ যেমন মানুষের মনে নানা অনুভূতির উদ্রেক করে তেমনই একই রং মানুষের দৃষ্টিশক্তিকে ক্লান্ত ও মনকে শ্রান্ত করিয়া তোলে। সেই জন্য প্রকৃতি অনবরত নানা রংয়ের সাজ পরিবর্তন করিতেছে; সভ্য মানব পরিবর্তন করিতেছে পোশাকের রং। বার বার ব্যবহারে পোশাকের অস্পষ্ট ও অনুজ্জ্বল রং মনে একটি নিরানন্দভাব আনে, সেই জন্য উজ্জ্বলতা ও নূতনত্বের জন্য পোশাক রং করিবার প্রয়োজন হয়।

বাজারে তূলা, লিনেন, রেশম প্রভৃতি বিভিন্ন সুতার পোশাক রং করিবার জন্য বিভিন্ন রকম রং পাওয়া যায়। প্রস্তুত কারকের নির্দেশ মত ব্যবহার করিবেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রিপু করা

কাপড়ের ছেঁড়া ও ফুটা অদৃশ্যভাবে মেরামত করার নাম রিপু করা। রিপু করা একটি শিল্পকর্মের অন্তর্গত এবং ভাল ফল পাইতে হইলে সূচীশিল্প তোলার ন্যায় এই বিষয়ে দক্ষতা লাভের প্রয়োজন। শালকরের কাছে সুদক্ষ শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। বাড়ীতে যত্ন ও ধৈর্যের সহিত রিপু করিয়া লওয়া যায়।

তিন রকম উপায়ে রিপু করা হয়, যথা (১) সুতা টানিয়া, (২) সুতা বয়ন করিয়া ও (৩) তালি দিয়া।

সুতা টানিয়া রিপু করা পোকায় কাটা ও বিড়ি, সিগারেটের আগুনে পুড়িয়া যাওয়া ছোট ফুটা এই ভাবে রিপু করা যায়।

যেখানে দু তিনটি মাত্র সুতা ছিঁড়িয়া ফুটা হয় কেবলমাত্র সেখানেই এই উপায়ে রিপু করা সম্ভব। ফুটার দুই দিকের ও উপর নীচের টানা ও পোড়েনের সুতাকে সূক্ষ্ম সূচের ডগা দিয়া টানিয়া আনিয়া ফুটা বোজাইয়া দেওয়া হয়। পনের বিশটি সুতার দূরত্ব হইতে সুতা টানিয়া আনিতে হয়। কাজটি অত্যন্ত ধীরে ধীরে ও লঘু চাপে কবিতে হইবে যাহাতে সুতার আঁশ না বাহির হইয়া আসে। এই সুতা টানিয়া আনিবার মধ্যেই দক্ষতার রহস্য নিহিত। এমন ভাবে সুতা টানিয়া আনিতে হইবে যে টানিয়া আনা সুতার মধ্যে যে সূক্ষ্ম ফাঁক হইবে তাহা কাপড়েব জমির অন্য জায়গার টানা ও পোড়েনের ফাঁকের সঙ্গে এত সূক্ষ্ম প্রভেদ হইবে যে খালি চোখে তাহা ধরা যাইবে না।

সুতা বয়ন করিয়া রিপু করা মাঝারি আকারের ফুটা এই প্রণালীতে রিপু কবা হয়। টানার যে কয়টি সুতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে সেই সংখ্যক সুতা ফুটার এক ধারে কিছু দূর হইতে বয়ন করিয়া আনিয়া নূতন টানাব একটি উপরে একটি নীচে এই ভাবে দিয়া ফুটার অপর ধারে কিছু দূর পর্যন্ত বয়ন করিতে হইবে। ফুটার দুই পাশে ও উপর নীচে কিছুদূর পর্যন্ত দুইটি করিয়া সুতা পড়িবে। এই সুতা সর্ব নিম্ন এমন দূর হইতে বয়ন করিতে হইবে যে নূতন টানা ও পোড়েনের সুতার জোর থাকে এবং এমন ভাবে মিলাইতে হইবে যে দুইটি করিয়া সুতার উপস্থিতি সাধারণ ভাবে বোঝা যাইবে না। এইখানেই এই ভাবে রিপু করার যাহা কিছু দক্ষতা।

তালি দেওয়া বড ফুটা হইলে উপরিউক্ত উপায়ে রিপু করা যাইবে না। বড় ফুটার ধার গুলি কাঁচি দিয়া সমানভাবে গোল করিয়

কাটিয়া নিন। ঐ ফুটার মাপের অপেক্ষা অল্প বড় করিয়া আর একটি কাপড় গোল করিয়া কাটিয়া নিন। এই কাপড় ফুটার তলায় দিয়া সেলাই করুন। সেলাই করিবার সময় ফুটার ধারের কাপড় পিছন দিকে মুড়িয়া নিন। হেম সেলাই দিয়া তালিটি জুড়িবেন।

সেলাইকলে রিপু করা কাপড় লম্বাভাবে ছিড়িয়া গেলে প্রথম দুই প্রকার উপায়ে রিপু করা যায় না, কারণ রিপুর সুতার কোন জোর থাকিবে না, বড় তালি দিলে দেখিতে বেমানান হয় এবং ছেড়া কাপড়ের মুখ দুইটি জুড়িয়া সেলাই করিলে দুই পাশের কাপড় কোঁচকাইয়া থাকে বা আঁট জামা হইলে সেলাইয়ের জায়গা ছোট হইয়া পরিবার পর টান পড়িবে ফলে আবার ছিঁড়িয়া যাইবে। লম্বা ভাবে ছেড়া জায়গা নিম্নলিখিত উপায়ে সেলাই কলের সাহায্যে রিপু করিতে পারেন। ছেড়ার তলায় একটি কাগজ দিন। ছেড়ার দুই প্রান্ত মুখে মুখে লাগান। ছেড়ার কিছু দূর হইতে আড়াআড়ি ভাবে সেলাই করিয়া যান। ধুইবার পর কাগজটি ভিজিয়া চলিয়া যাইবে, সেলাই ঠিক থাকিবে।

রিপু করিবার সুতা ও তালির কাপড় যে কাপড়ে বিপু করিতে হইবে সেই কাপড়ের সুতার মত মোটা সুতা দিয়া রিপু করিতে হইবে তবেই রিপুর কাজ ভাল হইবে। সাদা কাপড় হইলে ঐ অনুপাতের সুতা যোগাড় করিয়া লওয়া সম্ভব; কিন্তু সমস্যা হইল রঙ্গিল কাপড় লইয়া। কাপড়ের সুতার অনুযায়ী মোটা সুতা যোগাড় করা যায় কিন্তু রং মেলান অসম্ভব। রঙ্গিল কাপড় দু একবার কাচিবার পর রংয়ের যে ক্রম দাঁড়ায় সেই রংয়ের সুতা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা শূন্যে হাতড়াইয়া টাকা বাহির

করিবার মত। সুতরাং যে কাপড় রিপু করিতে হইবে তাহা হইতেই সুতা যোগাড় করিতে হইবে। শাড়ী, আলোয়ান প্রভৃতির আঁচলার শেষ প্রান্ত হইতে পোড়েনের সুতার দু একটি বাহির করিয়া নিন। শার্ট প্রভৃতি জামাব পাশ-পকেটের যে জায়গা দেখিতে পাওয়া যায় না সেই জায়গা হইতে এবং ব্লাউজ প্রভৃতির ভিতর দিকের পটি হইতে মাপমত কাটিয়া নিন। এই জায়গাগুলি আবার অন্য কাপড় দিয়া জুড়িয়া দিবেন। রঙ্গিল শাড়ী, আলোয়ান প্রভৃতি জোড়া দিবার জন্য কাপড় পাওয়া শক্ত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পোশাক সংরক্ষণ পদ্ধতি

ময়লা পোশাক কাচিবার পূর্বে ময়লা পোশাক যেখানে সেখানে ফেলিয়া না রাখিয়া একটি নির্দিষ্ট পাত্রে রাখিতে পারিলে ভাল। ডালা খোলা যে কোন কাঠের বাক্স এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। বাক্সের ভিতর তেল-কাগজ দিয়া মুড়িয়া দিবেন এবং মাঝে মাঝে বাক্স পরিষ্কার করিয়া ভিতরে গ্যামাক্সিন (gamaxin) দিবেন যাহাতে পোকা বা উই না ধরে।

ময়লা কাপড় সম্পূর্ণ শুকাইয়া রাখিবেন; কখনও ভিজা অবস্থায় রাখিবেন না, তাহা হইলে কাপড়ে ছাতা ধরিবে।

কাচিবার পর চতুর্থ অধ্যায়ের “ভাজ করা” অনুচ্ছেদ দেখুন।

ইস্ত্রি করিবার পর ইস্ত্রি করিবার পরই কাপড় আলমারিতে তুলিয়া রাখিবেন না। ভাঁজ করা অবস্থায় ২।৩ ঘণ্টা বাতাসে মেলিয়া রাখিবেন; ইহাতে কাপড়ের ভিতরের সঞ্চিত বাষ্প এবং পোশাকের

মোটা অংশের ভিতরের জল সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাইবে, পোশাক যতটা সম্ভব উজ্জ্বল হইবে এবং কাপড়ে ছাতা ধরিবার ভয় থাকিবে না।

পশম ও রেশম

প্রতি বৎসর বহু সহস্র টাকার পশম ও রেশমের পোশাক পোকায় কাটিবার জন্য বাতিল হইয়া যায়। এই বিরাট ক্ষতি যে অযত্ন বা অসাবধানতার জন্য হয় তাহা নহে, এই ক্ষতি হয় অজ্ঞতার জন্য। কি ভাবে পশমের পোশাক রাখিলে পোকায় নষ্ট করা হইতে রক্ষা করা যায় তাহা জানিবার জন্য বহু লোককে আকুল আগ্রহে অনুসন্ধান করিতে দেখা যায়, কিন্তু তামাকপাতা, শুষ্ক ইউক্যালিপটাস ও নিম পাতা, দারুচিনি, কর্পূর, চন্দন গুঁড়া প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিস দিয়া পশমের পোশাক রাখিবার নির্দেশ তাহারা পান তাহার সব কয়টিরই দীর্ঘস্থায়ী কার্যক্ষমতা সন্দেহজনক। কি ভাবে পোকায় পোশাক নষ্ট করে তাহার সম্বন্ধে এবং তাহার প্রতিবিধান সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হইতেছে।

এক প্রকার মথ জাতীয় পোকা পোশাক নষ্টের কারণ। এই পোকাগুলি নিজেরা পোশাক কাটে না। তাহারা পোশাকের উপর ডিম পাড়ে। সেই ডিম হইতে যখন শুককীট বাহির হয় তখন তাহারা পশম ও রেশমের তন্তু খাইয়া বাঁচিয়া থাকে। অন্য কোন জাতীয় সুতা ইহাদের খাদ্য নয়।

সুতরাং পোশাক যদি এমনভাবে রাখা যায় যেখানে পোকা প্রবেশ করিবার পথ পায় না বা জন্মিতে পারে না, তাহা হইলে পোকার দ্বারা পোশাক নষ্ট হইতে পারে না। বায়ুরুদ্ধ (air tight) খাপের মধ্যে পোশাক রাখিলে তাহাতে পোকা জন্মিতে পারে না।

এই বিষয়ে পলিথিনের খাপ বা থলিয়া ব্যবহার ভাল। পলিথিনের খাপের মধ্যে পোশাক ভরিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিলে পোকা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। খাপের মুখ উত্তাপ দিয়া জুড়িয়া দেওয়া যায় বা মুখটি চার পাঁচ ভাঁজ করিয়া জেমক্লিপ দিয়া আটকাইয়া দেওয়া যায়। ছাপাব কালি এই সমস্ত পোকার কাছে অস্বস্তিকর। খবরের কাগজে পোশাক মুড়িয়া রাখিয়া কাগজের উপরের মুখগুলি জুড়িয়া দিলে পোশাকের মধ্যে পোকার প্রবেশ কবিবার পথ রোধ কবা যায়। কার্ডবোর্ড বাক্সের মধ্যে পোশাক বাখিয়া যদি ফাঁকগুলি কাগজ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও কাজ হয়। কাগজ জুড়িবার বা আঁটিবার জন্য ময়দার কাই ব্যবহার করিবেন না, ইহাতে পোকা হয়; শিরিস বা গঁদের আঠা ব্যবহার করিবেন।

পোশাক রাখিবার দেরাজ বা তোরঙ্গের মধ্যে এবং পোশাকের উপর ডি. ডি টি গুঁড়া ছড়াইয়া রাখিলে পোশাকে পোকা ধরে না। ডি. ডি. টি মানুষের শরীরের ক্ষতিকারক নয়। সর্বোৎকৃষ্ট এবং নিশ্চিত কার্যকরী জিনিস হইল প্যারাডাইক্লোরোবেনজিন (Paradichlorobenzene)।

বৈজ্ঞানিকরা পশমের সুতার মধ্যে এমন একটি জীবাণুনাশক দ্রব্য দিবার জন্য গবেষণা চালাইয়া যাইতেছেন যাহা শুককীটকে ধ্বংস করিবে অথবা পশমকে শুককীট বা পোকার পক্ষে অখাদ্য করিবে।

———

পরিশিষ্ট

১। এক কিলোগ্রাম ময়লা কাপড় ভিজাইতে দেড় লিটারের কিছু বেশী জল লাগে।

২। এক কিলোগ্রাম ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিতে আট হইতে দশ লিটার জল লাগে।

৩। সিদ্ধ করিবার জন্য এক লিটার জলে সাড়ে তিন হইতে সাড়ে চার গ্রাম সোডা ও ঐ পরিমাণ সাবান লাগে। (জলের হিসাবে সাবান ও সোডা দিতে হয়।)

৪। খর জল মৃদু কবিবার জন্য বাড়তি সোডার পরিমাণ ৭৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫। এক চা-চামচ, সমান সমান (level spoon), সোডার ওজন চার গ্রাম।

৬। এক চা-চামচ, সমান সমান (level spoon), সাবানের ওজন চার গ্রাম।

(অগভীর নিকেলের চা-চামচে ওজন হয় তিন গ্রাম করিয়া।)

৭। ক্ষারের প্রভাব দূর করিবার জন্য টক (acid) ও নীল কাপড়ে এক সঙ্গে দেওয়া যায়। পরিমাণ এক লিটার জলে আড়াই গ্রাম নীল ও আড়াই গ্রাম এসেটিক এসিড (যেখানে জলে লোহঘটিত পদার্থ থাকার প্রশ্ন নাই)।

৮। নলকূপের জলে কাপড় কাচিলে এমোনিয়া এসিড ফ্লুওরাইড, অথবা অক্জালিক এসিড দেওয়া একান্ত দরকার। ১১৬-১১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পরিমাণে টক দিলে কাপড়ের ক্ষতি ত হইবেই না, বরং কাপড় অধিকতর ফরসা এবং অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হইবে।

৯। ১৫০ গ্রাম রিটা হইতে বীজ বাদ দিলে প্রায় ১০০ গ্রাম শাঁস পাওয়া যায়।

১০। এক লিটার জলে দশ হইতে পনের গ্রাম রিটার (চার হইতে ছয়টি রিটার) শাঁস হইতে প্রস্তুত দ্রবণ মিশাইলে একটি সোয়েটার অথবা একটি পশমের বা রেশমের জামা কাচিবার পক্ষে যথেষ্ট হয়।

১১। এক লিটার জল = বড কাঁসার গ্লাসের দু গ্লাস জল = এনোডাইজ করা এলুমিনিয়ামের বড সাইজ গ্লাসের প্রায় আডাই গ্লাস জল।

সমতুল্য পরিমাণের তালিকা

তরল পদার্থ—১ মিনিম=১ ফোঁটা, ৬০ ফোঁটা = ১ চা-চামচ = ৫ মিলি-লিটার, ১ টেবিল-চামচ = ১৫ মিঃ লিঃ, ১ আউন্স = ৩০ মিঃ লিঃ বা ৩০ সি. সি, ১ গ্যালন = ৪·৫৩৭ লিটাব (আনুমানিক ৫ সেব)।

কঠিন পদার্থ—১ আউন্স = ২৮·৩৫ গ্রাম, ১ পাউণ্ড = ৪৫৩ ৫৯ গ্রাম

পরিবর্তন করিতে			গুণ করিতে হইবে
ইঞ্চি	হইতে	মিটার	·০২৫৪ দিয়া
সেন্টিমিটার	„	ইঞ্চি	·৩৯৩৭ „
কিলোগ্রাম	„	পাউণ্ড	২·২০৪৬ „
লিটার	„	গ্যালন	·২২ „
গ্যালন	„	লিটার	৪·৫৩৭ „

সে° কে ফা° করিতে ৯/৫ দিয়া গুণ করিয়া ৩২ যোগ করিতে হইবে।

ফা° কে সে° করিতে ৩২ বিয়োগ দিয়া ৫/৯ দিয়া গুণ করিতে হইবে।

নির্ঘণ্ট

অগ্নি নিবোধক মাড ১১৩

আয়ু, পোশাকের ৪

ইস্ত্রি ১১৮-১৩১

পশম ১৫৯

রেশম ১৬৫

ওজন, কাপড়ের ৮২

ক্রেপ ১৬২, ১৬৮

ক্ষতি, পোশাকের ১৭৫

ক্ষার ৯৭

গ্যাবার্ডিন ১৬২

গ্রীবাবন্ধনী ১৬৭

চামড়ার কোট ১৭৪

জল, খর ও মৃদু নির্ণয় পদ্ধতি ৭৮-৮১

গমভুষির ৯৮

জ্যাভেল ৪৬, ১০০

পরিমাণ ৮১

মৃদু করা ৭৪

ঝালর ১৭১

টক (acid) দিবার পদ্ধতি ১১৪

টাঙ্গাইয়া দেওয়া ৩৪, ১৫৬

টেরিলিন ১৬, ১৭০

ডেক্রন ১৬, ১৭০

তূলা বস্ত্র ৮, ১৩২

দাগ তুলিবার পদ্ধতি- ৪০

বিশদ প্রণালী ৪৯-৭২

ধোলাই করিবার পদ্ধতি, অর্গল ১৭০

এক্রিনল ১৭০

কৃত্রিম সুতা ১৭০

টেরিলিন ১৭০

ডেক্রন ১৭০

তূলা বস্ত্র ১৩২

নাইলন ১৭০

পশম বস্ত্র ১৪৭

বিনাজলে ১৭৭

বিশেষ দ্রব্যাদি ১৭১

রঙ্গিল বস্ত্র ১৩৯

রেশম বস্ত্র ১৬৩

রেয়ন বস্ত্র ১৬৯

লিনেন বস্ত্র ১৩২

সাধারণ ২৪

নাইলন ১৫, ১৭০

নীল ১০২

পরিষ্কারক তরল ১৫৫
    দ্রবণ ১৫৪
পশম বস্ত্র ১২, ১৪৭
পোকায় কাটা, পোশাক ১৯০
প্রস্তুতি ২১
বর্ষাতি ১৭৩
বিনা জলে ধোলাই পদ্ধতি ১৭৭
বিরঞ্জন (bleaching) ৯৯
ভয়েল ১৭৩
ভেজাল, নীলের ১০৩
    সাবানের ৮৯
    সুতার ১৯
ভেল ১৭৩
মাড ১০৫
রং করা ১৮৫
রঙ্গিল বস্ত্র ১৩৯
রিটা ৯৭
রিপু করা ১৮৬
রেশম বস্ত্র ১৩, ১৬৩
রেয়ন বস্ত্র ১৪, ১৬৯
লিনেন বস্ত্র ১০, ১৩২
লেশ ১৭১
শাল ১৬২
শুষ্ক করা ৩৭
সংরক্ষণ পদ্ধতি, পোশাক ১৮৯
সাজ ১৬২
সাবান ৮৩
    দ্রবণ ৯৩, ১৫৪
    পরিদ্রাবক ৯৪
    পরিমাণ ৮৬
    প্রস্তুত প্রণালী ৯৪
    বিহীন সাবান ৯৫
    ভেজাল ৮৯
সিদ্ধ করা ২৮
সিফন ১৬৮
সুতার পরিচয় ৭
সোডা, পরিমাণ ৭৪
হাত-ব্যাগ ১৭৪

সমাপ্ত